

গীতমালা।

শ্রীমদ্বিত্যানন্দ-কুল-ভিলক-শ্রীমদিশ্বরীমোহন গোস্বামি-স্মৃ-
ত।

শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামি-বিরচিত।

কলিকাতা,

১৮৮২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাণী প্রীত-মেনিন-প্রেস হইতে

অরুণোদয় রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৮৮ সাল।

মূল্য ১০ আট আনা মাত্র।

!

ভূমিকা ।

গীতমালার রচয়িতা বিখ্যাত রামরসায়ন-প্রণেতা শ্রীযুক্ত রত্নন্দন গোস্বামী। প্রায় ১০০ দশক বয়সের অধিক হইল গোস্বামী মহাশয় ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার সুমধুর কবিত্ব ও সুকোমল রচনাশক্তি দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে বাঙ্গালাভাষার জয়দেব বলিয়া ডিঙ্গিত করিয়াছেন। তাঁহার রচিত যে সকল সুন্দর সুন্দর বাঙ্গালী গ্রন্থ আছে, এই রস-ভাবময় গ্রন্থখানি তাহারই অত্যন্তম। শ্রীমদ্বাগবতের দশম স্কন্ধ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের যে সকল মধুর লীলা বিষয় বর্ণিত আছে, এই গ্রন্থখানি তদবলম্বনেই রচিত হইয়াছে। তবে কবি ইচ্ছামত কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বা বিস্তৃতরূপে লীলা বর্ণন করিয়াছেন।

গ্রন্থকার গীতমালা ত্রিশটি গ্রন্থে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার এক একটি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের এক একটি লীলা কথা গ্রথিত হইয়াছে। প্রথম গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা, দ্বিতীয়ে নন্দোৎসব, তৃতীয়ে প্রথম বালালীলা, এইরূপে ক্রমে মধ্যবালালীলা, শেষবালালীলা এবং দোল রাস প্রভৃতি সমস্ত বিবিধলীলা, রাধিকার ত্রিবিধ নিরুদ, ও পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পুনরায় সম্মিলন এই সকল অতি মধুর ভাবে কীর্ণিত আছে। গ্রন্থকার রামরসায়নের জায় ইহারও স্থানে স্থানে 'হইল', 'আইস' ইত্যাদি পদের পরিবর্তে 'হল্য' 'আত' প্রভৃতি কয়েককটা শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা কবির নিরুদ্বৈতায় অথবা সে কালের প্রচলিত শব্দের উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া অবিকল তাহাই রাখিয়া দিলাম।

এই গ্রন্থ পূর্বে আর কোথা হইতেও প্রকাশিত হয় নাই। আমরা বর্তমানে গ্রন্থকারের বহুস্ত লিখিত পুঁথি আনাইয়া তাহার পাঠ অনুসারে অবিকল মুদ্রিত করিলাম। এখন সমুদয় পাঠকবর্গের নিকট ইহার সমাদর হইলেই প্রকৃত কবিত্বের গৌরব রক্ষা হয়।

বঙ্গবাসী কার্যালয় ৩৮২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সন ১৩০৮। চৈত্র।



সূচি-পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম গ্রন্থন—শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা	১
২য় গ্রন্থন—শ্রীলক্ষ্মীসংসব	৩
৩য় গ্রন্থন—প্রথম-বালালীলা	৭
৪র্থ গ্রন্থন—মধ্য-বালালীলা	৮
৫ম গ্রন্থন—শেষ-বালালীলা	১০
৬ষ্ঠ গ্রন্থন—বৎস-চারণ-লীলা	১৩
৭ম গ্রন্থন—গোচারণ-লীলা	১৬
৮ম গ্রন্থন—শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ	২১
৯ম গ্রন্থন—অনুরাগ	৩১
১০ম গ্রন্থন—বাসক-সঙ্কট	৩৪
১১শ গ্রন্থন—উৎকৃষ্টিতা	৩৬
১২শ গ্রন্থন—বিপ্রলীলা	৩৭
১৩শ গ্রন্থন—গণ্ডিতা	৩৮
১৪শ গ্রন্থন—কলহাভ্যুত্থিতা	৪১
১৫শ গ্রন্থন—স্বামীন-ভট্টকা	৪৩
১৬শ গ্রন্থন—রাধিকার রাজ্য	৪৪
১৭শ গ্রন্থন—ছদ্মভিত্তিক	৪৭
১৮শ গ্রন্থন—দান-লীলা	৪৯
১৯শ গ্রন্থন—নৌ-খেলা	৫৪
২০শ গ্রন্থন—কলঙ্গ-ভ্রম	৫৭
২১শ গ্রন্থন—রাগোদ্ভাঙ্গ	৬১
২২শ গ্রন্থন—প্রেমবৈচিত্র্য	৬৮
২৩শ গ্রন্থন—শয্যাখান	৭০
২৪শ গ্রন্থন—দোল-যাত্রা	৭১
২৫শ গ্রন্থন—বাসন্তিক রাস-যাত্রা	৭৭
২৬শ গ্রন্থন—হিন্দোল-যাত্রা	৮১
২৭শ গ্রন্থন—রাস-যাত্রা	৮৩
২৮শ গ্রন্থন—প্রোবিত্ত-ভট্টকা	৯৩
২৯শ গ্রন্থন—ভবন-বিরহ	৯৪
৩০শ গ্রন্থন—ভূত-বিরহ	৯৬

সূচি-পত্র সমাপ্ত ।

গীতমালা।



প্রথম গ্রন্থন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলা-বর্ণন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণো জয়তাম্।

গোবো হরিবিজয়তাং স্বপার্বদগণাদুতঃ।
রাধাকৃষ্ণো চ জয়তাং গোপগোপীসমধিতো
নিত্যানন্দকুলোদ্ভূত-কিশোরী-মোহনায়জঃ।
গীতমালাং বিতমুতে গোপসমী রত্নবন্দনঃ॥
তব্রাদো শ্রীকৃষ্ণ জয়লীলা গায়তে।

কলিযুগ প্রথম সন্ধ্যায়।
জম্বিলা গোরা নদীয়ায় ॥ ১
ফল্গুন মাসের পৌর্ণমাসী।
পূর্ণবক্ষসনৌ তারাংশী ॥ ২
রাব শশধর পরাসিল।
হরিনামে ভুবন ভরিল ॥ ৩
প্রসন্ন হইল দিক্ সর্ব।
সকলের মনে মহোৎসব ॥ ৪
প্রভু জনমিলা হেন বেলে।
শ্রীরত্নন্দন নাচি বুলে ॥ ৫

ভূত ভদ্রপদমাস, কৃষ্ণপক্ষ পরকাশ,
অষ্টমী রোহিণী বুধবার।
অর্ধরাত্রি শুভক্ষণ, শুভদৃষ্টি গ্রহগণ,
শুভস্থানে করিলা সঙ্গার ॥ ৬
সুপ্রসন্ন দিক সর্ব, নাহি কোনো উপদ্রব,
পপনে উদয় তারাগণ।
হুমঙ্গল বঙ্গ বত, স্থানে স্থানে হগ্য কত,
বসুমতী আনন্দিত-মন ॥ ৭

বুহমিত সব বন, ডাকে অলি পক্ষিগণ,
জল সব নিখল হইল।
কতু যাহা নাহি শুনি, পদ্মিনী কুমুদিনী,
এককালে হুই বিকশিল ॥ ৮
শুনীতল শুভগন্ধ, বায়ু বহে মন্দ মন্দ,
প্রসন্ন হইল সাধু-মন।
আগতি প্রদান নাই, ততু জলে হুব পাই,
দ্বিজেন্দ্রের যজ্ঞের দহন ॥ ৯
মুনিগণ করে স্তুতি, নাচে বিদ্যাধরীভূতি,
গন্ধর্বকিম্বরে গান করে।
সিদ্ধ সাধ্য দেবগণ, করে পুষ্প বরিষণ,
জয়ধ্বনি করে উচ্চসরে ॥ ১০
আনন্দিত সিদ্ধসব, করে কল কল রব,
মন্দ মন্দ জলদ গর্জয়।
শ্রীরত্নন্দন ভণে, এই মত শুভক্ষণে,
কারাগারে প্রভুর উদয় ॥ ১১
অপরূপ পুত্র দেখি দেবকী মন্দরী।
কহিছেন বহুদেবে সম্বোধন করি ॥ ১২
উঠ উঠ প্রাণনাথ নিদ্রা উপেথিয়া।
জনম সফল কর তনয় দেখিয়া ॥ ১৩
নবজলধর-শ্যাম দীর্ঘ ভুজ চারি।
তাহে দেখ শম্ভু-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী ॥ ১৪
দেখহ শ্রীবৎসচিহ্ন বৃক্কের উপরে।
কর্ণেতে কৌন্তভমণি ঝলমল করে ॥ ১৫
পাঁতাস্বর পরিধান গলে বনমালা।
মণিময় মুকুট মস্তকে করে আলা ॥ ১৬
সর্ব অঙ্গে শোভিতেছে নানা অলংকার।
এমত নন্দন ত্রিভুবনে হয় কার ॥ ১৭

শ্রীরঘুনন্দন কহে শুন ভাগ্যবতি ।

তোমা বিনে প্রসন্নিব আর কে শ্রীপতি ॥ ১৮

বহুদেব দেবিয়া নন্দন

অদভুত আনন্দে মগন ॥ ১৯

রোমাকিত লল্য কলেবর ।

অশ্রুজল গলে বর বর ॥ ২০

মনে মনে কয়েন ভাবনা ।

একি মোর সৌভাগ্য-ঘটনা ॥ ২১

যোগীর অদৃশ্য ভগবান ।

একি হল্যা আমায় সন্তান ॥ ২২

আর ভয় করিয়ে কাহারে ।

তরিল্য অপায় সংসারে ॥ ২৩

এক বড় খেদ হল্যা চিতে ।

না পাইলু উৎসব করিতে ॥ ২৪

যদি মুক্ত হই এ বন্ধনে ।

দিব গাবী অযুত ব্রাহ্মণে ॥ ২৫

নিবেদয়ে শ্রীরঘুনন্দন ।

তব আশা হইবে পূরণ ॥ ২৬

বহুদেব নিজ সূত্রে, ঈশ্বর জানিয়া চিতে,

ভক্তিভাবে হয়্যা ঘোড়পাদি ।

নয়নে সলিল বারে, প্রেমে পদগদ করে,

নিবেদন করে স্তুতি বাণী ॥ ২৭

প্রভু তোহে জানিয়াছি আমি ।

সজিত পরমানন্দ, সংসার-শাখীর কন্দ,

তুমি হও প্রকৃতির স্বামী ॥ ২৮

মায়ায়ে করিয়া ষার, স্বজিয়াছ এ সংসার,

পূর্বে তুমি নিজ-শক্তি-বলে ।

পালন করহ তারে, নানামত অবতারে,

সংহারিবে পুন অঙ্ককালে ॥ ২৯

সম্প্রতি অশ্রুভারে, ভীত দেখি বহুধারে,

জনমিলে আমার ভবনে ।

বধিয়া সকল হুট, নাশিবে দেবতা-কষ্ট,

হুণিত করিবে সাধু-জনে ॥ ৩০

এই হুট কংসাসুরে, এখনি কি বম-পুরে,

পাঠাইবে করিয়া সমর ।

কিছা নন্দ-নীলা করি, বধিবেন এই বৈদী,

দশাননে যেন রঘুর ॥ ৩১

শ্রীদেবকী কংসভয়ে অধিক কাতর ।

নিবেদন করেন হইয়া ঘোড়-কর ॥ ৩২

প্রভু বুঝিলাম আমি তুমি ভগবান ।

জনমিলে জনতে করিতে পরিত্রাণ ॥ ৩৩

তোমার চরণে যেই করয়ে আশ্রয় ।

যুচি যায় তার যত্ন-ভূজগের ভয় ॥ ৩৪

অহং কংসাসুর হতো হো। সবারে ।

রক্ষা কর কৃপা করি যে কোনো প্রকারে ॥ ৩৫

এই চতুর্ভুজ-রূপ কর মগন ।

দেখিতে না পায় যেন ইহা কোনো জন ॥ ৩৬

নরাকৃতি হয়্যাছিল। যেন রঘুর ।

প্রকাশিতে উচিত তেনই কলেবর ॥ ৩৭

জনক-জননী-বাণী, শুনি প্রভু চক্রেপাণি,

কহিছেন তাহাদের প্রতি ।

শুন তোরা মোর কথা, তেজহ সকল বাখা,

নাহি কর কাহারেও ভীতি ॥ ৩৮

কিছুদিন কর প্রতীক্ষণ ।

এইরূপ আচ্ছাদিয়া, নরলীলা প্রকাশিয়া,

কংসাসুরে করিব নাশন ॥ ৩৯

সম্প্রতি আমারে নিয়া, গোবল নগরে গিয়া,

স্থাপন করহ নন্দ-শরে ।

তাঁর কন্যা আন করে, সেই হুট কংসাসুরে,

বধিয়া যাইবে স্থানান্তরে ॥ ৪০

কহিতে কহিতে এই, আচ্ছাদিলা রূপ সেই,

অস্ব শশ্ব বসন ভূষণ ।

প্রকৃত বালক যেন, হইলেন প্রভু তেন,

বলি হারি এ রঘুনন্দন ॥ ৪১

দেবিয়া বালক-রূপ হরি ।

দেবকী কহেন কোলে করি ॥ ৪২

যহুর দেখিছ নন্দন ।

দেখি যুড়াইল প্রাণমন ॥ ৪৩

একি হয় অস্তুর লাভী ।

নয়ন আনিতে নারি টানি ॥ ৪৪

কিবা শশি-সমান বদন ।

পদ্ম-দল ভিনিয়া নয়ন ॥ ৪৫

জবাফুল-সমান অধর ।

কোকনদ হেন হুই কর ॥ ৪৬

নাভি মতি পতীর সুন্দর ।
 পদতল পল্লব-সৌসর ॥ ৪৭
 তাহে দেখি নানা মত চিন ।
 ধ্বজ-বস্ত্র-পদ্ম-যব-মৌন ॥ ৪৮
 আমি বড় অভাগী জগতে ।
 না পাইনু এ পুত্র পালিতে ॥ ৪৯
 রঘুনন্দনের এই মতি ।
 পালিবে যে বড় ভাগ্যবতী ॥ ৫০
 তবে বহুদেব স্নেহে কোলেতে লইয়া ।
 গোকুলে চলিলা গৃহ বাহির হইয়া ॥ ৫১
 তাহা দেখি দেবকী কহেন দুঃখ-মন ।
 প্রাণনাথ দাঁড়াও দাঁড়াও একক্ষণ ॥ ৫২
 জনমের মত পুত্র দেখি একবার ।
 এপুত্র তেজিয়া আমি না ধিচিব আর ॥ ৫৩
 ষিক্ ষিক্ ষিক্ রক্ত আমা সবাকারে ।
 না পাইনু এমন তনয় পালিবারে ॥ ৫৪
 যশোমতী সখী বড় ভাগ্যবতী হয় ।
 পালন করিবে যেই এমন তনয় ॥ ৫৫
 স্তন পাম করাইবে কোলেতে লইয়া ।
 নাচাইবে হৃদয়ের উপরি রাখিয়া ॥ ৫৬
 মা মা বলি তারে যবে এ পুত্র ডাকিবে ।
 কত সুখে সখী তবে নিমগ্ন হইবে ॥ ৫৭
 শ্রীরঘুনন্দন কহে স্তন ঠাকুরাণী ।
 যশোদার ভাগ্য নাহি জানে শূলপাণি ॥ ৫৮

তবে বহুদেব, লয়া দেবদেব,
 আইলা যখন ঘারে ।
 কপাট শিকল, থলিলা সঞ্চল,
 কেহ না জানিলা তারে ॥ ৫৯
 তবে ঠিক্ থান পথে ।
 দেখি মেঘগণ, জল কণ-কণ,
 বরিষায় হরিমাথে ॥ ৬০
 তাহা নিবারণ, করিবারে মন,
 করিয়া আসিয়া শেষ ।
 কণা ছত্র ধরি, পাছে অনুসরি,
 চলিলেন প্রেমাবেশ ॥ ৬১
 তবে বিজরাজ, মনে সুখি কাজ,
 উদয় করিলা সুখী ।

তাহে তম নাশ, হল্য পরকাশ,
 বহু ধান পথ দেখি ॥ ৬২
 তপন-নন্দিনী, দেখি যজ্ঞমণি,
 স্বকিত করিয়া নীরে ।
 তারে পথ দিলা, যেন দিয়াছিল্য,
 নদী-পতি রঘু বীরে ॥ ৬৩
 নদী পার হইয়া, গোকুলেতে গিয়া
 প্রবেশিয়া নন্দ-ঘরে ।
 দেখে এক সূতা, রূপগুণ-যুতা,
 যশোদা-শ্রমবোপরে ॥ ৬৪
 নিভ স্তত যুয়া, সেই কস্তা লখ্যা,
 বহুদেব গেল চলি ।
 শ্রীরঘুনন্দন, আনন্দে মগন,
 নাচে দিয়া করতালী ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমৎকলিযুগ-পাবনাবতারভগবন্নিষ্ঠা-
 নন্দবংশাবতংস শ্রীকিশোরীমোহন-গোবামি-
 ন্দ-শ্রীরঘুনন্দন-গোবামি-বিরচিতায়াং
 গীতমালায়াং শ্রীকৃষ্ণ-জগদীশা-
 বর্ণনং নাম প্রথমঃ অধ্যায়ঃ ॥১॥

দ্বিতীয় গ্রন্থন ।

অথ শ্রীনন্দোৎসব ।

শচী দেবী নিরখিয়া নবীন কুমার ।
 ডুবি গেল্য প্রেমানন্দ-সাগর-মাকার ॥ ১
 জগন্নাথ-মিগ্র দেখি তনয়ের মুখ ।
 কে কহিতে পারে পাইলেন যেই সুখ ॥ ২
 পুরোহিতে ডাকি আনি করি পদ্মানাম ।
 যতেক-সংসার কৈলা যে আছে বিধান ॥ ৩
 ব্রাহ্মণে দিলেন ধেনু বস্ত্র-অলঙ্কার ।
 গায়ক বাদক নটে করিলা সংসার ॥ ৪
 পূর-নারী সব আসি শিশু নিরখিয়া ।
 আনন্দ উৎসব করে সুখিত হইয়া ॥ ৫
 আনন্দিত হইল সকল ক্রিষ্ণবন ।
 করতালী দিয়া নাচে শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৬

গীতমালা।

দেখি নিশা-অবসান, নরাকৃতি ভগবান
লালা করি কান্দিতে লাগিলা।
তাহে নিদ্রা গেল চলি, যশোমতি আঁধি মেলি,
আপনার তনয় দেখিলা ॥ ৭
দেখিয়া স্তম্ভিত হল্যা সুখে।
নয়নেতে অশ্রু নরে, স্তন ফাটে ক্ষীর-ভরে,
বচন ক্ষুরয়ে নাহি মুখে ॥ ৮
শুনিয়া ক্রন্দন-রব, কাছে আসি দানী সন,
শয়নেতে বালক হেরিয়া।
আনন্দে হইলা ভোর, নয়নে গলয়ে লোর,
সবে তারা কহিতে লাগিলা ॥ ৯
এ কি ইন্দ্রনীলমণি, কি বা নব-মেঘখানি,
কি বা নীল-কুবলয়-মালা।
কি বা যশোদার স্নাত, হইয়াছে অদভুত,
গৃহ মাঝে করি আছে আলা ॥ ১০
কহি কহি কাছে গিয়া, শিশু কোলে তুলি নিয়া,
ভাল মতে করিয়া দর্শন।
পুত্র বটে পুত্র বটে, এই বার বার রটে,
আনন্দেতে হইয়া মগন ॥ ১১
পুত্র পুত্র বাণী শুনি, চেতন পাইয়া প্রাণি,
নিরঞ্জে পুত্রের বদন।
শ্রীরঘুনন্দন-দাস, গিয়া বজ্ররাজ-পাশ,
শুভকথা কৈলা নিবেদন ॥ ১২
স্নাত-উতপতি, শুনি ব্রজপতি,
উলসিত মুখ-ভরে।
এ কি ভাগ্য বলি, মহাকুতূহলী,
চলিলা স্মৃতিকা-ঘরে ॥ ১৩
ঠায়ে দেখি ধাত্রীগণ।
হাসিয়া হাসিয়া, কপাট অর্পিয়া,
ঘর কৈল আবরণ ॥ ১৪
ব্রজপতি কহে, এ উচিত নহে,
ঘর কর বিমোচন।
পুত্র-মুখ হেরি, সহিতে না পারি,
ইথে সৌগ এক জন ॥ ১৫
কহে ধাত্রীগণ, দিয়া খেহু ধন,
যো দিগে ভূষিবে হবে।
আপন কুমারে, পাবে দেখিবারে,
মহারাজ ভূমি তবে ॥ ১৬

ব্রজপতি কন, চাহিবে যে ধন,
তোমরা তাহাই দিব।
দেখাইবে স্নাত, জনমের মত,
এই পণে বিকাইব ॥ ১৭
তবে ধাত্রীগণ, কপাট মোচন,
করিল সানন্দ-চিত্তে।
শ্রীরঘুনন্দন, করে নিবেদন,
মহারাজ দেখে স্নতে ॥ ১৮
ব্রজরাজ করি পুত্রমুখ নিরীক্ষণ।
হইলা পরমানন্দ-সমুদ্রে মগন ॥ ১৯
স্তম্ভিত হইলা তাঁর সব কলেবর।
নয়নেতে অশ্রুজল গলে বর বর ॥ ২০
তবে গদগদপরে ব্রজরাজ কহে।
একি বিধি হল্যা এত মো-দিগে সদয় ॥ ২১
কৃপা করি দিলে যেই পুত্র অপকৃপ।
অনুমান করি এহ আনন্দ-পরূপ ॥ ২২
ইহার যে অঙ্গে মন নয়ন পড়িছে।
দেখিতেছি তাহা হতো উঠিতে নারিছে ॥ ২৩
যদি ঠাচি থাকে এহ দেবতা-কৃপায়।
তবে আমি কৃতার্থ হইব সর্সথায ॥ ২৪
শ্রীরঘুনন্দন কহে শুন ব্রজপতি।
তোমার পুত্রের নাহি কখনো ব্যাহতি ॥ ২৫
তবে নন্দ ব্রজপতি, অতিআনন্দিত মতি
আনাইয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
যথা বিধি মান করি, বসন ভূষণ পরি,
করিলেন সম্ভাদি বাচন ॥ ২৬
করি পিতৃ-দেবার্চন, জাতকর্মা আচরণ,
করে যথা বেদের বিধান।
অলঙ্কার-বিভূষিত, পট বস্ত্র-আচ্ছাদিত,
বিশ-লক্ষ খেহু কৈলা দান ॥ ২৭
নানা রহে অলঙ্কৃত, স্বর্ণ-পট-সমাবৃত,
দিল্য সাত তিলের পর্বত।
স্বর্ণ রূপা অলঙ্কার, অন্ন বস্ত্র পরিহার,
দিল্য যত কহিব তা কত ॥ ২৮
নগরের পথ-ধারে, আর সব গৃহঘারে,
রজা তরু করল্যা রোপণ।
ভূণ বৃন্দা দ্বন্দ্ব করি, ছড়াইল গন্ধ-বারি,
দিল্য কত পতাকা ভোরণ ॥ ২৯

পাবী বুধ নত ছিল, পাহাদিকে মাখাইল,
 তেল যত হরিদ্রা-মিশ্রিত ।
 শিরে দিলা শিখিপুচ্ছ, গলে মুক্তামালা গুচ্ছ,
 চিত্র পটে কৈলা আচ্ছাদিত ॥ ৩০
 নত বন্দী ভট্ট সব, পাঠ করে নানা শ্রব,
 গায়ক সকল গান করে ।
 নতক-সমূহ নাচে, তাহাদের পাছে পাছে,
 এ রত্নন্দন নাচি ফিরে ॥ ৩১
 নন্দ-সুত-ব্রহ্ম কথা শুনি গোপগন ।
 প্রেমানন্দ পাথারেতে হইলা মগন ॥ ৩২
 দেখিতে যাইতে বড় উৎকণ্ঠা অস্থিরে ।
 বেশ করে তারা নিজ নিজ কলেবরে ॥ ৩৩
 পরিলা সুরঙ্গ জামা জরিতে বচিৎ ।
 বাকিলা শিরেতে পাগ রতনে জড়িত* ॥ ৩৪
 ব্রহ্মের বাকিলা পট চিত্র চমৎকার ।
 কর্ণেতে কুণ্ডল পরে গলে মোহিতহার ॥ ৩৫
 কেহ কেহ কটিতে পরিবেশ ধরা ।
 অঙ্গেতে মাখিল মনোহর বীর মাটা ॥ ৩৬
 উত্ত করি বন্ধন করিয়া সব তুল ।
 তাহে দিল শিখিপুচ্ছ কদমের তুল ॥ ৩৭
 পত্রের কুণ্ডল বন-তল কাণে পরে ।
 গুজাহার সমর্পিল বৃক্কের উপরে ॥ ৩৮
 কান্ধে লগ্না দধি-দুগ্ধ-নবনীত-ভার ।
 নন্দের মন্দিরে চলে আনন্দ অপার ॥ ৩৯
 শ্রীরত্নন্দন আগে আসি তা সবারে ।
 আদর করিয়া নিল ভবন-মাঝারে ॥ ৪০
 দেখি তারা শ্রীানন্দ-ভনয় ।
 কহে সবে সানন্দ ভদ্রয় ॥ ৪১
 হল্য ব্রজ-রাজের কুমার ।
 একি শুভোদয় যো সবার ॥ ৪২
 তাহে পুন পরম সুন্দর ।
 দেখি মাত্র জুড়ায় অস্তর ॥ ৪৩
 একি ইন্দ্রনীলমণি-সারে ।
 গড়িয়াছে বিধাতা ইহারে ॥ ৪৪
 কি বা নব মেঘ চুয়াইয়া ।
 পড়িয়াছে কুতূকী হইয়া ॥ ৪৫

কিবা মুখ শশীর সমান ।
 কিবা দীপ প্রসন্ন নয়ান ॥ ৪৬
 কিবা নসো উচ্চ শৃঙ্গমৈন ।
 কিবা দীঘ বাজর বলন ॥ ৪৭
 কোকনদ ফিনি ছইকর ।
 কিবা দুক উচ্চ পরিসর ॥ ৪৮
 পদে চিহ্ন বিবিধ প্রকার ।
 ভাগ্যবান হবে এ কুমার ॥ ৪৯
 নিবেদয়ে শ্রীরত্নন্দন ।
 পুরুষ-উত্তম এঃ জন ॥ ৫০
 সাজত সব গোপনারী
 নন্দ-ভবন-গমনে ।
 শুনি যশোমতি-সুত-উতপতি,
 অতিশয় স্ময়মগনে ॥ ৫১
 করেতে করিয়া কোমল চার,
 যতনে পুঁছিয়া সব শরীর,
 চিহ্নর আঁচনি বাকিলা লোটন,
 দিয়া মাগতীর হার ।
 নির্ঝাষ বাকিলা মুকতার সিঁথি,
 জলদে যেমন তারকার পুঁতি,
 ললাটে দিল্লর চন্দন-বিন্দু,
 বচিলেন চমৎকার ॥ ৫২
 লিখিলা কপোলে পলদলাপলি,
 নয়নে কাজর দিলা ধরি থোঁ,
 কস্তুরী তিলক করিয়া নাসায়,
 কুণ্ডল পরিলা কাণে ।
 কুচেতে লিখিয়া মকরা-জাল,
 বাকিলা কাচুলা কমিয়া ভাল,
 মুকতার দাম পদক হ্রাসম,
 গলে দিলা সুবিন্দনে ॥ ৫৩
 কনকের তাড় পরিলা ভুজ্জ,
 করে কালা চড়ী গুজুরী রাজ্জ,
 কটিতে পরিলা বিচিত্র বসন,
 বাকিলা কিশকী-দাম ।
 ধাবক-রসেতে অধিক রাস্তা,
 চরণে মঞ্জীর কাগর-পাতা,
 চরণ ভুলিতে বাজরে মধুর ।

পলিত-কনক রুদ্রত-রসে,
চিত্রিত উড়নী উচিত বাসে,
ঢাকিয়া অঙ্গ করিয়া রঙ্গ,
উপায়ন নিলা করে ।

স্নগক স্নগক নপুংস বাজে,
নিদ্রিয়া মাতল কুঙ্কর-রাজে,
করিলা গমন স্ত্রীরঘ্ননন্দন,
তাহাদিগে অনুসরে ॥ ৫৫

যাইতে যাইতে পথে তারা এই কয় ।
সখীসব কতক্ষণে যাব নন্দলায় ॥ ৫৬
হইয়াছে অভিযয় উৎকণ্ঠিত মন ।
এক ক্ষণমাত্র নহে বিলম্ব সহন ॥ ৫৭
শুনিয়াছি হইয়াছে শিত চমৎকার ।
অতএব দেখিবারে উৎকণ্ঠা অপার ॥ ৫৮
শুনি যাত্র এত রেহ হইছে তাহায় ।
পূর্ণ নিরখিলে নিজ পুত্র ভুলা যায় ॥ ৫৯
স্ত্রীরঘ্ননন্দন ভণে সপুত্র হইতে ।
তোমাদের রেহ বড় বটে নন্দমুখে ॥ ৬০

তবে গোপীগণ স্তম্ভিত-ভবন,
প্রবেশিয়া হৃদিমনে ।
নব শিশু দেখি, অনিমিত্ত আশি,
কহিতেছে এ বচনে ॥ ৬১
একি ভাগ্য যশোদার ।

বলেতে যাহার, ভুবনের সার,
পাইলেক এ কুমার ॥ ৬২
একি নীলমণি, মিলায়া নবনী,
গড়িয়াছে এ বালকে ।

এমত লাভনী, না দেখি না শুনি,
কোথাও এ তিন লোকে ॥ ৬৩
কিবা কাল চুল, কয়লের চুল,
জিনিয়া বদন ধানি ।

প্রসন্ন দৌষল, নয়ন-যুগল,
নাসা তিল-ফুল মানি ॥ ৬৪

রাভুল অধর বুক পরিসর,
আজ্ঞাত-ললিত বাই ।

ফুল-শওল, জিনি করতল,
চরণ উপমা নাই ॥ ৬৫

ভুবন-মাক্ষার, এমত কুমার
কাহারো না দেখি শুনি ।
চিরজীবী করি, রাখন পুরারি,
শিবা আর রঘুমণি ॥ ৬৬

তবে দধি-দুগ্ধ-ঘৃত-তৈল-নবনীত- ।
হৃদ বিরচিলা গোপীগণ অগণিত ॥ ৬৭
তাহাতে হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ।
সকলের অঙ্গে দেয় হরসিত-হিয়া ॥ ৬৮
তুই তিন জন কোনো কোনো জনে ধরি ।
আনিয়া ডুবায় সেই হৃদের ভিতরি ॥ ৬৯
কেহ হৃদে থাকিয়া সিদয়ে সব জনে ।
তাহে কত নদী বহে নন্দনের অঙ্গনে ॥ ৭০
যশোদার যশোদেব নন্দনেরে ধরিয়া ।
ডুবাইল আনি সেই হৃদেতে ফেলিয়া ॥ ৭১
তাহা দেখি সুনন্দ-নন্দন তুই ভাই ।
তাদিগেও সেই হৃদে দিলেন ফেলাই ॥ ৭২
তবে যশোদার ভগ্নী যত আসিছিল ।
সুনন্দ-নন্দন-মাথেরে দধি ঢালি দিল ॥ ৭৩
তারাও হৃদের দধি-হরিদ্রা লইয়া ।
তাহাদের অঙ্গে দেন কৌতুক করিয়া ॥ ৭৪
এইরূপে যাবদীয় নর-নারীগণ ।
দধি দুগ্ধ তৈল ঘৃত করয়ে সেচন ॥ ৭৫
তার মাঝে যে জন এ সব দ্রব্য চায় ।
স্ত্রীরঘ্ননন্দন তাহা আনিয়া যোগায় ॥ ৭৬

যত গোপীগণ, আনন্দিতমন,
উপেখিয়া লাজ ডরে ।
সেচে নিরবধি, দৃঢ়-তৈল দধি,
সুন্দর গান করে ॥ ৭৭

একি আজি মহোৎসব ।
নিজহৃত হৈলে, যে আনন্দ মিলে,
সেহ নহে যার লব ॥ ৭৮
রবি রূপা করি, যদি অন্ত গিরি,
পরবেশ নাহি করে ।

তবে মোরাসব, করি মহোৎসব,
শিশু দেখিবারে ॥ ৭৯
যাকু গৃহ-কাজ, গুরুভর লাজ,
সকল শমন-পূরে ।

ছাড়িয়া এ হৃৎ, পরম কোতুক,
বাইতে নারিব ধরে ॥ ৮০
যশোদা-নন্দনে, না দেখি নয়নে,
স্থির হবে কেন চিত্ত ।
শ্রীরঘুনন্দন, করে নিবেদন,
এই বটে সমুচিত ॥ ৮১

নানা-বিধ বাদ্য আর নতনের সঙ্গে ।
মিশায়া পারক সব গান করে রঙ্গে ॥ ৮২
জয় জয় ব্রজরাজ গোপের প্রধান ।
ত্রিভুবনে নাই যার সম ভাগ্যবান ॥ ৮৩
অতি অদভুত সূত হইল যাগার ।
দেখি যারে হৃষিক হইবে এ সংসার ॥ ৮৪
হবামাত্র যদি শোভা ইহার এমন ।
না জানি যৌবন কালে হইবে কেমন ॥ ৮৫
অতএব আমাদের রাজার সমান ।
বামন দেবের পিতা নহে ভাগ্যবান ॥ ৮৬
শ্রীরঘুনন্দন পুত্র হুয়া ছিল যার ।
সেই দশরথ-তুল্য না হয় ইহার ॥ ৮৭
নৃবাদ্য-গীত-ধ্বনি, শুনি গোপসুধামণি,
আনন্দেতে বিভোর হইল ।
তেজিয়া ধৈর্য লাগে, বাক্য-সমূহ-মাগে,
নাচি বায়ে আরত করিলা ॥ ৮৮
কঁহার নর্তন দেখি, যত গোপ মহাসুখী,
সকলেই লাগিলা নাচিতে ।
মুখে বলে ভালী ভালী, করতলে দেয় ভালী
ব্রজরাজে সেড়ি চারিভিতে ॥ ৮৯
কেহ কেহ লাঠী করে, কাফে নিয়া দধি-ভারে
আনন্দেতে করয়ে নতন ।
মাকো মাকো করে লয়া, দধি চুর্ন ছড়াইয়া,
সকলেই করয়ে সিকন ॥ ৯০
দূরে থাকো গোপীগণ, করি দধি নিক্ষেপণ,
শুভ শঙ্ক করে বার বার ।
সেইত মঙ্গল রব, গীত-বাদ্য-ধ্বনি সব,
ঢাকিল এ সকল সংসার ॥ ৯১
দেখি ত্রজে মহোৎসব, হর সিদ্ধ মুনিসব,
মাহুষের রূপ ধরি ধরি ।
গোপসকলের সঙ্গে, নৃত্য গান করে রঙ্গে,
শ্রীরঘুনন্দনে সঙ্গী করি ॥ ৯২

ব্রজা আর মুনিগণ ধরি বিশ্রবেশে ।
বেদ পড়ি নাচিছেন আনন্দ আবেশে ॥ ৯৩
মহাদেব নর্তনেতে বড়ই পণ্ডিত ।
নাচেন নর্তক হুয়া নর্তক সাহিত ॥ ৯৪
কিন্তু ভাবাবেশ তাঁর সেইত নর্তন ।
সুস্থিতে না পারি ভূমি কাপে যেন যন ॥ ৯৫
শ্রীনারদ মুনিগণ বিদ্যায় বিধান ।
গায়ক সঙ্গেতে মিলি করিছেন গান ॥ ৯৬
আর যত অমর কিন্নর সিদ্ধগণ ।
ভট্ট নট সঙ্গে করে শ্রবন নতন ॥ ৯৭
বিদ্যাধরী কিন্নরী নটীর বেশ ধরি ।
নৃত্য গীত করে সবে আনন্দেতে ভরি ॥ ৯৮
শ্রীরঘুনন্দন সেই সকলের সঙ্গে ।
নাচিয়া নাচিয়া দিবে আনন্দ-তরঙ্গে ॥ ৯৯
পরে নন্দ মহারাজ আনন্দে মগন ।
করিতে লাগিলা নানা ধন বিতরণ ॥ ১০০
এক মণিকাতা তাই পুত্র জ্যোৎসব ।
যত দান কৈলা তাহা কহিবে কে সব ॥ ১০১
দাক্ষণ সকলে দিলা সুবর্ণ রতন ।
সবংস। শুরভী কত নবীন পুসন ॥ ১০২
গায়ক বাদক নট স্তম্ভ ভট্ট বন্দী ।
সকলেই নানা ধনে করিলা আনন্দী ॥ ১০৩
আর যত আসি ছিল ধনকাজী জন ।
সকলেই ধন দিয়া করিলা ভোগণ ॥ ১০৪
শ্রীরঘুনন্দন যেই নতন করিল ।
তাহার পেতন নন্দ-পদপুত্রী নিল ॥ ১০৫
হাঃ শ্রীশীতমালায়াঃ শ্রীনন্দোৎসববর্ণনং নাম
দ্বিতীয়ঃ গ্রন্থনম্ ॥ ২

তৃতীয় গ্রন্থন ।

অথ প্রথম বালালীলা ।
শটায় কোলেতে গোরাক্ষাধ ।
বিহরণে বালক লীলায় ॥ ১
করে ধরি জননীর গুন ।
নহু মৃত্যু কারণ চরণ ॥ ২

কভু কভু হসিত-বদন ।
 করপদ করেন চালন ॥ ৩
 মুখে বুক দেন শচী কভু ।
 তাহে কত ভঙ্গী করে প্রভু ॥ ৪
 তাহা দেখি শচী হৃদিমন ।
 পুন পুন করেন চুম্বন ॥ ৫
 কাছে থাকি এ রত্নবদন ।
 করে সেই শোভা দরশন ॥ ৬

অতি আনন্দিত-মতি, প্রীতি বসি যশোমতী
 কোলে লয়া আপন তনয় ।
 দেখি দেখি চান্দমুখে, লালন করয়ে মুখে,
 প্রেমানন্দ-সাগরে ভাসয় ॥ ৭
 কি কহিল ভাগ্য যশোদার
 যোগী করে যারে ধান, কোলে লয়া সে সন্তান,
 লালন করয়ে সদা তার ॥ ৮
 কভু পয়োধর ধরি, দেয় মুখচন্দ্রোপরি,
 তাহে কিবা শোভা হইয়াছে ।
 যেন নীল শতদল, টুটি রহে অবিকল,
 দুই চক্রবাক-পক্ষি-কাছে ॥ ৯
 প্রভু নিজ দুই করে, ধরি সেই পয়োধরে,
 আধ আধ মুদিয়া নয়ন ।
 চুহু চুহু রব মুখে, চরণ চালন মুখে,
 স্তন-কীর করে আশ্বাসন ॥ ১০
 বেদমন্ত্র-উচ্চারণে, যচ্ছতে আছতি দানে,
 যার প্রীতি অধিক না হয় ।
 কিবা ভাগ্য যশোদার, সেই ভগবান যার,
 স্তন পিয়ে সানন্দ-হৃদয় ॥ ১১
 বদন মিলিয়া কভু, কোতুকে রহেন প্রভু,
 যশোমতী দেন চুম্বনধার ।
 শ্রীরত্নন্দন কর, চন্দ্রদেহে যেন হয়,
 কুন্ত হতো সুধার সঞ্চার ॥ ১২
 যশোদা লইয়া কভু আপনার বুক ।
 পুত্রে রাখি নাচায়েন পরম কোতুকে ॥ ১৩
 স্তনের উপরি প্রভু নতন করয় ।
 নীলগিরি শৃঙ্গে যেন তমাল দোলয় ॥ ১৪
 পয়োধর উপরি শোভয়ে অচিরপ ।
 গাম-কুন্ত মুখে রক্তকমল যেমন ॥ ১৫

কভু বুক উপরিতে করিয়া শয়ন ।
 যশোদা করেন পুত্র-বদন চুম্বন ॥ ১৬
 তাঁর বুক উপরিতে প্রভু কিবা শোহে ।
 নীলপদ্ম-মালা যেন কালিন্দী-প্রবাহে ॥ ১৭
 যশোদার মুখোপরি ক্রকমুখ সাজে
 চন্দ্রের উপরি যেন নীলপদ্ম রাজে ॥ ১৮
 শ্রীরত্নন্দন কহে এ আশ্চর্য্য হয়
 চন্দ্রকাছে নীলপদ্ম অধিক শোভয় ॥ ১৯
 কভু যশোমতী রাণী, মিলি জুড়াই খানি
 ততুপরি স্নেহে শোয়াইয়া ।
 লালন করেন মুখে, শশি-সম পুত্রমুখে,
 মহানন্দে দেখিয়া দেখিয়া ॥ ২০
 একি অতিশয় চমৎকার ।
 যোগিমুনি সব দেবে, যাহার চরণ সেবে,
 তার শির পদে যশোদার ॥ ২১
 কখনো পালঙ্গ ফেলি, তাহে দিয়া স্তন-সী,
 শয়ন করান স্নেহে রাণী ।
 তাহে ভুগী করে আলা, যেন নীল-পদ্ম-মালা
 স্নানযোগেতে জাতকীর পানী ॥ ২২
 কখনো কখনো পুত্র, করপদ চালে নট,
 বসি যেন দোলায় কমল ।
 কভু নিজ করে ধরি, বদন-মাঝারে পুত্রী,
 চুম্বি নিজ পদাঙ্গু-দল ॥ ২৩
 মোর পদ অতিশয়, আমারেও করে স্নেহ,
 এই ভাবে চন্দ্রের চরণ ।
 শ্রীরত্নন্দন রটে, এই কথা সত্য বটে,
 তার স্তন না হয় বর্জন ॥ ২৪
 ইতি শ্রীগীতমালায়াং প্রথম-বালা-লীলাবর্ণনং
 নাম তৃতীয়ং ব্রহ্ম ॥ ৩ ॥

চতুর্থ গ্রন্থন ।

অথ মধ্য-বালা-লীলা ।

শচীর অন্তরে গোরা রায় ।
 খেলা করে বালক-লীলায় ॥ ১
 ভূমিতলে পাতি ছাড়া কর ।
 ভ্রমণ করয়ে নিরন্তর ॥ ২

ভূমির উপরি কড় পড়ি ।
কোতুকেতে দেন গড়াগড়ি ॥ ১
কখনো মাতার কোলে বসি ।
আনন্দে দোলেন হাসি হাসি ॥ ৭
জননী-অসুখী কড় ধরি ।
গমন করেন ধিরি ধিরি ॥ ৭
হেন মতে শ্রীগৌর খেলয়
শ্রীরত্নদন তা ভাবয় ॥ ৬

রোহিণীন্দন-সনে, নন্দন হুগিমনে ।
খেলা করে সজের অঙ্গনে ।
যাহা দেখিবার আশে, ছাড়ি নিজ নিজ বাসে ।
দেবগণ আইলা গগনে ॥ ৭
কিবা খেলে দুই সহোদর
পাতিয়া ধরণী-তলে জাহ্নবী করপদতলে,
নমিতেছ ধরণী উপর ॥ ৮
কতট শ্রীচরণে, বাক্ষিয়াছে সযতনে,
জননীরা বাজত হাসে ।
নয়ন-সময়ে তার শব্দ জনি চমৎকার,
মনে হয় আনন্দ প্রচুর ॥ ৯
কনি কিশোরী ধনি, কে করিল মনে গণি,
মুখ ফিরাইয়া চান পাছে ।
কাহারেও না দেখিয়া কিস্তি শঙ্কিত-হিয়া,
পলায়েন জননীর কাছে ॥ ১০
মণিময় আঙ্গিনায় কড় দেখি প্রতিজ্ঞায়,
পরম আনন্দ কুতূহলে ।
জননীর মুখপানে নিহারেন বনে বনে,
ধরিবারে ধান করতলে ॥ ১১
ধরা নাহি যায় যবে, ক্রন্দন করেন তবে,
তাহা দেখি শ্রীরত্নদন ।
কোলেতে তুলিয়া নিয়া, অশ্রু বস্ত্র সমাপিয়া,
তাহাদিগে করে প্রবেশন ॥ ১২
কড় আপনার ছায়া করি নিরীক্ষণ ।
করে করি মুছিবারে করেন যতন ॥ ১৩
পোছা নাহি গেলে তাহা কুপিত-অস্তরে ।
চাপড় মারেন পুন তাহার উপরে ॥ ১৪
তাঁহে কর-তলে হয় কিস্তি বেদন ।
তাহাতে কাতর হয়্যা করেন ক্রন্দন ॥ ১৫

কখনো জননী দেন সমুখে দর্পণ ।
তাঁহে নিজ-প্রতিবিম্ব দেখি হুখী হন ॥ ১৬
দর্পণের আড়ে জ্ঞান আছে এই মনে ।
পুন পুন পাহু দিক্ দেখেন নয়নে ॥ ১৭
দেখিতে না পাই কিছু পশ্চাতে তাহার ।
সমুখে দেখিয়া পুন হয় চমৎকার ॥ ১৮
এ সকল লীলা দেখি মাতা যবে ভাসে ।
শ্রীরত্নদন দেখে পাড়াইয়া পাশে ॥ ১৯

কড় রাজেশ্বরী, করাতুলি ধরি,
আপনার দুই করে ।
ধিরি ধিরি করি ধরণী-উপরি,
পদ-বিহরণ করে ॥ ২০
কিবা সে মদুর গতি ।
তু উরু পসারি ধর ধর করি,
চলেন শঙ্কিত-মতি ॥ ২১

যদি নন্দরানী *আপনার পানি,
কোতুকে লয়েন কাড়ি,
পদ দুই তিন, গিয়া হয়্যা লীন,
কান্দেন ভাতলে পড়ি ॥ ২২
মরি মরি বলি যশোমতী তুলি,
লইয়া আপন পুকে ।
অঙ্গ-পলী কাড়ি পছি অশ্রুবারি,
চুষ দেন সকোতুকে ॥ ২৩
ও রে রে ধরণি মোর বাতুলি,
ব্যথা পাল্য পড়ি তোতে ।
ইহাই বলিয়া চলল করিয়া,
প্রহার করেন তাঁহে ॥ ২৪
কড় ভিত্তে হাথ দিয়া যত্নাথ,
পাড়াইয়া মহাত্মবে ।
জননীর পানে চান বনে বনে ।
নহু নহু হাসি মুখে ॥ ২৫
তাহা দেখি রানী ডাকেন রোহিণি,
ঝাট আজ এই স্থলে ।
পাড়ালা আপনি মোর নীলমণি,
রত্নরূপা বলে ॥ ২৬
কড় দশ বিশ পোপী একত্র মিলিয়া ।
চক্ষুণ্ডে জিজ্ঞাসা করে হাসিয়া হাসিয়া ॥ ২৭

কই তোর নাসা কই নয়ন শ্রবণ ।
 কই তোর নবনৌত-খাবার বদন ॥ ২৮
 গোপীদেব কখা শুনি নুহ হাত্ত করি ।
 সেই সেই স্থানে হস্ত-পদ্ম দেন হরি ॥ ২৯
 কেহ পুছে কৈ বাপ তোমার জননী ।
 মাতারে দেখান প্রভু তুলিয়া তর্জনী ॥ ৩০
 তাহা দেখি রা' ॥ হয়্যা প্রেমে উনমত ।
 পুত্রে কোলে লয়্যা চুপ দেন শত শত ৩১
 অজ্ঞ কেহ পুছে বাপ কহু কহু শুনি ।
 কি নাম করিলা তোর পূর্ব মহামুনি ॥ ৩২
 এত শুনি প্রভু কৃষ্ণ বলিবারে চায় ।
 কিস্ত রু-অক্ষর মাত্র মুখে বাহিরায় ॥
 কেহ পুছে তোমার দাদার কিবা নাম
 রাম এই কহিতে কহেন প্রভু আম ॥ ৩৩
 আধ আধ শ্রীমুখের সে সব বচন ।
 শুনিতে না পালা হায় এ রত্ননন্দন ॥ ৩৪

কভু ব্রজেশ্বরী কোলে লয়্যা হরি,
 কহেন মুখেতে ভোর ।

মিলহ বদন , হয়্যাছে কেমন,
 দশন দেখিব তোর ॥ ৩৬

একথা শ্রবণ করি ।

হাসিয়া হাসিয়া, বদন মিলিয়া,
 দশন দেখান হরি ॥ ৩৭

কিবা সে উদিত, হয়্যাছে কিদিত,
 যুগল দশন-জ্যোতি ।

কমল-উদরে, যেন শোভা করে,
 মনোহর দুই মোতি ॥ ৩৮

মিলিত বদন, দেখি মুখিমন,
 রাণী দেন ননী তায় ।

যজ্ঞের ঈশ্বর, সানন্দ-অস্তর,
 সেই ননী মুখে খায় ॥ ৩৯

কহে কোনো নারী, দিয়া কর-তারী,
 নাচ দেখি নৌলম্বি ।

তবে পূরি কর, দিব জীর সর,
 মিছিরী মিশায়া ননী ॥ ৪০

ওনিয়া বচন, হসিত-বদন,
 ক্ষর তালি দিয়া দিয়া ।

শ্রীনন্দনন্দন, করেন নর্তন,

মুখে বলি থিয়া থিয়া ॥ ৪১

কভু সব নারী, দেয় করতারী,
 বেড়ি বসি চারি ধারে ।

যশোদা-দুলাল, নৃত্য করে ভাল,
 শ্রীরত্ননন্দন হেরে ॥ ৪২

কভু নিজ সহচরী,- গণ সঙ্গে ব্রজেশ্বরী,
 মিলি নিজ ভবনে বসিয়া

কৃষ্ণের কতন বাণী, আন দেখি পাঠখানি,
 বাপধন ! তুমিহে তুলিয়া ॥ ৪৩

তিনি সেই জননী-বচন ।

পাঠ বরি দুই করে, তুলি লয়্যা স্বজ্ঞঠরে
 ঠেকিয়া করেন আনয়ন ॥ ৪৪

যদি কেহ কহে তাঁরে, ভারি দ্রব্য আনিবারে
 তবে তার নিকটে যাইয়া ।

করতলে করি ধরি, তুলিবারে নাহি পারি,
 কিরি যান হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৪৫

কভু গোষ্ঠ হতে আসি, নন্দ আসিনায় বসি,
 কৃষ্ণ কন পাহুকা আনিতে ।

প্রভু তাহা করে ধরি, তুলিয়া মস্তকোপরি,
 আনি দেন আনন্দিত-চিত্তে ॥ ৪৬

শঙ্করাদি দেব-বৃন্দে, যার পাদ-পীঠ-বন্দে,
 সেই শিরে যার বাধা বহে ।

সে নন্দে য়ে মহিমা, কে কহিবে তার সীমা,
 শ্রীরত্ননন্দন এই কহে ॥ ৪৭

ইতি শ্রীগীতমালায়াং মধ্য-বাল্যলীলা-
 বর্ণনং নাম চতুর্থং প্রস্থব ॥ ৪

পঞ্চম প্রস্থব ।

অথ শেষ-বাল্যলীলা ।

নদীয়া-নগরে প্রভু শ্রীশচী-কুমার ।

বাল্য-ভাব প্রকাশিয়া করয়ে বিহার ॥ ১

সমবয় সহচর সহিত মিলিয়া ।

ধূলী খেলা করে কভু পৃথক্বে বসিয়া ॥ ২

কভু গিয়া নবদ্বীপ-নিবাসি-ভবনে ।

নানা মত চাপলা করেন সখা সনে ॥ ৩

কখনো প্রাক্ষবী-ভীরে করিয়া গমন ।
করেন বালক-মনে হরি-সঙ্কীৰ্ত্তন ॥ ৭
কখনো মাতার কাছে করেন চাপল ।
শ্রীরত্নন্দন মনে ভাবে সে সকল ॥ ৫

বালা-ভাব প্রকাশিয়া, রাম শ্যাম হৃদি-হিয়া
খেলা করে নন্দনের অঙ্গনে ।
যেন পূর্ণশশধর, আর নব জলধর,
সহ যোগে উদিত গগনে ॥ ৬
কি বা দোহে মাতা মায়াযাচ্ছে :
বাঁধি পাঁচ বুটী মাথে, মদিময় খুরী তাথে,
চারি দিকে বাঁধিয়া দিয়াছে ॥ ৭
ললিত মুকুতাগণ, মনোহর লটকন,
ললাটেতে কিবা শোভা পায় ।
নয়নে অঞ্জন সাজে, পদে যেন অলি রাজে,
গোয়োচনা-তিলক নাসায় ॥ ৮
তার আগে মুক্তা দোলে, মদিময় হার গলে,
ভ্রুজে বাতু বন্ধ বিবাজয় ।
করে বালা নব রত্ন, দিয়াছে করিয়া যত,
বুকেতে পদক মদিময় ॥ ৯
কটীতে রসিম ডোর, কনক দ্বার বোর,
গাতি-কালে বাজয়ে মধুর ।
রাগীর আদেশ পাই, শ্রীরত্নন্দন বাই,
পদে দিল পঞ্চম নন্দ ॥ ১০
সমান-বয়স ব্রজ-বালক যাবত ।
রাম কৃষ্ণ মনে আসি মিলিল তাবত ॥ ১১
তাহাদের সঙ্গে মিলি তাঁরা দুই ভাই ।
করেন বিবিধ লীলা সানন্দে সদাই ॥ ১২
কখনও গোবৎস দেখি কৌতুক করিয়া ।
ধরেন পুচ্ছেতে তার নিকটে যাইয়া ॥ ১৩
সেহ যদি তাহে বেগে করয়ে গমন ।
তাঁরাও পুচ্ছ ধরি করেন ধাবন ॥ ১৪
কখনো তাহার বেগে পড়েন ভুলে ।
তত্ৰ পুচ্ছ না ছাড়েন সেহ টানি বলে ॥ ১৫
কখনো কুক্কর-শিঠে করি আরোহণ ।
চাবুক মারেন তারে চলিবারে কন ॥ ১৬
তাহে সেহ ভ্রমে পড়ি করয়ে ক্রন্দন ।
তবে মাতা আসি দেখি কহেন বচন ॥ ১৭

এক করিতেছ তেঁরা সব হায় হায় ।
কুক্কর অলটি বড় চুইলে ইহার ॥ ১৮
অলটি হইলে কেহ কষ্টা নাহি দিবে ।
তবে তোমাদের বিবা কি করি হইবে ॥ ১৯
শ্রীরত্নন্দন কহে নাহি জান রাপি ।
বিবাহ অপেক্ষা না করিবে নীলমণি ॥ ২০
এক দিন গৃহ-প্রবেশিয়া যজ্ঞরায় ।
নিজ করে নবনীত চরি করি শায় ॥ ২১
খাইতে খাইতে নিজ ক্রায়া দেখি ভিত্তে ।
অন্ত মনে করি কহিছেন ভিত-চিতে ॥ ২২
ভাই যদি দেখিয়াছ ভূমি মোর কাজ ।
মাগারে কহিয়া ইহা নাহি দাও দাজ ॥ ২৩
এই নবনীতের অনেক দিব তোরে ।
অথবা সকলি লগ্না ছাড়ি দেহ মোরে ॥ ২৪
এই কথা কহিতে কহিতে যশোমতী ।
আঁতলা তাঁহারে দেখি কহেন শ্রীপতি ॥ ২৫
মাগো দেখিয়াছ মোর আগে কোন জন ।
করিতেছে এই দেখা নবনীতরূপ ॥ ২৬
আমি করিতেছি যত ইহারে বারণ ।
তাহা কিছু নাহি জনে এই দুই জন ॥ ২৭
আমি যদি কর ভুলি দেখ মারিবারে ।
এহ কর তেলে তবে মারিতে আমাব ॥ ২৮
আপনার দেশ মোর উপরি দেলিতে ।
নিজ করননী দিল আমার পানিতে ॥ ২৯
শ্রীরত্নন্দন কহে সকলী তাকিলে ।
মুখের নবনী প্রভু চাকিতে নারিলে ॥ ৩০

তবে বজ্রধরী, পুত্র কোলে করি,
প্রেম-রসে দুঃখ-মন ।
দিয়া চাঁদমুখে, কত চুস মুখে,
তার প্রতি কিছু কন ॥ ৩১
ওরে ওরে বাপ মোর ।
তোমারী ভবন, তোমারী গোশন,
কারে ভয় আছে তোরে ॥ ৩২
দধি দুগ্ধ দূত, ছেনা নবনীত,
যত মন থাকে ওত ।
যারে তারে দিবে, ভ্রমে ছড়াইলে,
বাহে তার মন রত ॥ ৩৩

তুমি চুরি করি, পাও বেঁচি বেঁচি,
নবনী আপন স্বরে ।

এ কথা শুনিলে, গোপী সব গিলে,
গন্ধনা করিবে মোরে ॥ ৩৪

কবে সব জন, আমারে রূপণ,
দিবে নানামত গারী ।

শ্রীরঘুনন্দন, করে নিবেদন,
হরি না ছাড়িবে চরা ॥ ৩৫

হেন কালে লজ্জাগোপী অনেক আসিয়া ।

কহিছেন যশোদারে হারিমা আসিয়া ॥ ৩৬

রাণি তোর পুত্র হল্য বড়ই চপল ।

শুনহ ইহার কথা কহিয়ে সকল ॥ ৩৭

প্রভাতে যাইয়া রূপ মোদের ভবনে ।

ছাড়ি দেয় এককালে বান্দ্য বৎসগণে ॥ ৩৮

যদি কোন জন তাহে তর্জন করয় ।

খল খল করি হাসে নাহি করে ভয় ॥ ৩৯

গোপী সব ধাই যায় বাছুর বান্ধিতে ।

চুরি করি যায় রূপ ছেনা নবনীতে ॥ ৪০

কিছুমাত্র নাহি রাখে মির বপু শেষ ।

যাহা মোরা করিব পতির পরিবেশ ॥ ৪১

মোরা যদি দিই নবনীত শ্রীর সর ।

তাহা নাহি পায় এই তোমার কোড়র ॥ ৪২

অতএব মানি মোরা তোমারো ভবনে ।

কোনো বপু নাহি খায় প্রীতি করি মনে ॥ ৪৩

চুরি করি খাইলেই পিরিত ইহার ।

শ্রীরঘুনন্দন কহে এই কথা সার ॥ ৪৪

শুন গোপী-সকলের বাণী ।

কহিছেন যশোমতী রাণী ॥ ৪৫

তোমাদের শুনিয়া বচন ।

প্রতীতি না করে মোর মন ॥ ৪৬

মোর নৌলমণি শিশু হয় ।

চুরি করা ইথে কি ঘটায় ॥ ৪৭

ভাণ্ড সব থাকয়ে শিকায় ।

কি করিয়া তাহা লাগি পায় ॥ ৪৮

অন্ধকার স্বরে বা রাখিবে ।

তবে এহ দেখিতে না পাবে ॥ ৪৯

শ্রীরঘুনন্দন ভণে শুন ।

নাহি জান তনয়ের গুণ ॥ ৫০

যশোদার কথা শুনি কহে গোপীগণ ।

নাহি জান রাণি নিজ তনয়ের মন ॥ ৫১

গো-রস রাখিয়ে যদি শিকায় উপরি ।

পাতে তবে উদখলে আরোহণ করি ॥ ৫২

যদি রাণি তাহা হতো উপরি শিকায় ।

তবে উদখল এক বালকে চড়াই ॥ ৫৩

তাহার স্বদেহে নিজে করি আরোহণ ।

ভাণ্ড হতো ননী লয়্য করয়ে ভোজন ॥ ৫৪

রাণি যদি তাহা হতো আরো উপরিতে ।

লগুড়ে করিয়া রক্ত করে অধোভিতে ॥ ৫৫

তাহার তলেতে নিজে পসারি বদন ।

রক্ত নিয়া পড়ে দধি করয়ে ভোজন ॥ ৫৬

শ্রীরঘুনন্দন কহে কিবা সে গো-রস ।

যজ্ঞপুর স্রব্ব যাহে করয়ে লালস ॥ ৫৭

যদি বা গোরস রাণি অন্ধকার-বরে ।

রূপ যাবা মাত্র তম পলায়ন করে ॥ ৫৮

এক অঙ্গ-কাঁতি তাহে পরে মণিগণ ।

কিহুপে থাকিবে স্বরে তিমিরের কণ ॥ ৫৯

রাণি অদভুত চোর তোমার নন্দন ।

মণিগণ পরে করে গো-রস-হরণ ॥ ৬০

সখাগণ সহ যদি আপুনি ভুঞ্জয় ।

তাহে আমাদের মনে বেদনা না হয় ॥ ৬১

নিজে খাইবার পূর্বে দেয় কপিগণে ।

ইহা মহিবারে নারি দুখ হয় মনে ॥ ৬২

তার মাঝে যদি কোনো কপি নাহি খায় ।

নিজেও না খায় ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলায় ॥ ৬৩

কহয়ে ভাণ্ডের দোষে না খালা বানরে ।

উচিত না হয় এই ভাণ্ড রাখিবারে ॥ ৬৪

শ্রীরঘুনন্দন কহে শুন ব্রজনারি ।

বানরে বড়ই প্রীতি করেন শ্রীহরি ॥ ৬৫

চুরি করিবার আশে, প্রবেশ করিয়া বাসে,

যদি কিছু দেখিতে না পায় ।

তর্জন-তর্জন করি, ভয়ঙ্কর মুক্তি ধরি,

তবে শিশু বালকে বান্দ্যয় ॥ ৬৬

শুন মোরা বাই হবে, মোদিগেই কহে তবে,

কেমন তোদের শিশু সব ।

প্রবেশ করিয়ে যাহা, কিছু না শুনয়ে তাহা,

কান্দে মাত্র করি উচ্চরব ॥ ৬৭

তবে মোরা শিশু নিয়া, পুষ্যোপর মুখে দিয়া,
পালক্ষেতে করিয়ে শয়ন ।

সেই অবকাশ পাই, কৃষ্ণ অস্ত্র করে ঘাই,
ছেদা ননী করয়ে ভোজন ॥ ৬৮

শিশু না দেখিতে পায়, যদি তবে চোর রায়,
মৃত্ত করে দেব-পূজা-স্থানে ।

যদি আমাদিগে দেখে, তবে করি মহারোখে,
এই কহে অরুণ-নয়ানে ॥ ৬৯

আমি ভ্রগত্তর পতি, তোরা মোর বন্ধু জ্ঞাতি,
পুজিবে অপর কোন দেবে ।

ইহাই ভাবিয়া মনে, দেবতা পূজার স্থানে,
নর কৈহু করিয়া প্রস্রাবে ॥ ৭০

কৈহ যদি কহে চোর, তবে করি শব্দ পোর,
কহে তুই চোর, নহি আমি ।

যত এই গৃহদার, ধন ধাতু ভাণ্ডাগার,
সকলের আমি হই আমি ॥ ৭১

একপে মোদের করে, যত উপদ্রব করে,
প্রাণ কত করিব বর্নন ।

এখন তোমার কাছে, সাধু হেন বসি আছে,
যেন প্রভু শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৭২

গোপীদের বচন শুনিয়া যশোমতী ।

হাসি হাসি কহিছেন তনয়ের প্রতি ॥ ৭৩

একি রে চঞ্চল ব্রজ-বাসিনদের করে ।

এত উপদ্রব কি করিতে হয় তোরে ॥ ৭৪

ইহারা তোমাতে করে স্নেহ অতিশয় ।

ইহাদের প্রীতি তোরে করিবারে হয় ॥ ৭৫

শ্রীকৃষ্ণ কহেন মাতা ইহারা যে কহে ।

এ সকল মিথ্যা হয় কিছু সভ্য নহে ॥ ৭৬

উহাদের বালকে করয়ে অপচয় ।

মোর নাম দেয় কিছু পাবার আশায় ॥ ৭৭

গোপীসব কহে তোরা মাতা দাতা হয় ।

কহ দিতে মোদের মনেতে যাহা লয় ॥ ৭৮

যশোদা কহেন কি লইবে তাহা কহ ।

তারা কহে আমাদিকে নীলমণি দেহ ॥ ৭৯

রাশী ভূপে নীলমণি তোমাদেরই হয় ।

যার ধন তারে দেয়া কেমনে ঘটয় ॥ ৮০

এইমত প্রেমালোপে সবে মধ-মন ।

শ্রীরঘুনন্দন কিছু করিল বর্নন ॥ ৮১

ষষ্ঠ গ্রন্থন ।

অথ বৎস-চারণ-নীলা ।

ভ্রগব্রাহ্মিংশ লয়া দৈবস্ত্র প্রবীণ ।

করিলেন ত্রীপৌরের বিদ্যারত্ন-দিন ॥ ১

দেব-পূজা করি যথাবিধি শুভক্ষণে ।

খড়ী হাতে দিলা অতি আনন্দিত-মনে ॥ ২

তবে প্রভু সখাগণ সহিত মিলিয়া ।

প্রতি দিন পড়িবারে যামি হুথিহিয়া ॥ ৩

গমন-সমন্বয়ে মাতা দেন সাজাইয়া ।

গুরু কাছে যান প্রভু পুস্তক লইয়া ॥ ৪

আপুনি শিখিয়া বিদ্যা শিখান সভারে ।

শ্রীরঘুনন্দন তাহা কহিতে কি পারে ॥ ৫

এক দিন ব্রজরাজ, বসিয়া সভার মাজ
কহিছেন বাঞ্ছনিকরে ।

রামকৃষ্ণ দুটী ভাই, চতুর্থ লক্ষ্মীয়া খাই,

চুকিয়াছে পঞ্চম বৎসরে ॥ ৬

অতএব করি শুভক্ষণে ।

করি শুভ আচরণ, পূজি বুধ-গাতীগণ,

শিখাইতে হবে গোচারণ ॥ ৭

যদ্যত কাণ্ডিকমাস, শুক্ল পক্ষ পরকাশ,

ত্রীদশমী তিথি শুক্লবার ।

আজি রাম দামোদরে, বৎসগণ-চরাবারে,

পাঠাইব গোষ্ঠের মাঝার ॥ ৮

এত কহি পুরোহিতে, আনাইয়া শাস্ত্ররীতে,

পূজা করাইয়া দেবগণে ।

পূজা করি গো-সকলে, রামকৃষ্ণ-করতলে

পাঁচনী দিলেন শুভক্ষণে ॥ ৯

তবে তারা দুই ভাই, জননী নিকটে ঘাই,

কহিলেন বেশ করিবারে ।

শ্রীরঘুনন্দন দাম, পরিপূর্ণ অভিলাষ,

আনি দেয় বস্ত্র অলঙ্কারে ॥ ১০

হেন কালে আলাপিত কৃষ্ণ-সহচর ।

গোষ্ঠ-গমনের বেশ করি মনোহর ॥ ১১

শ্রীদাম সুদাম দাম আর কীদাম ।

সুন্দর অর্জুন শ্বেতকৃষ্ণ বুধনাম ॥ ১২

দেখি গোষ্ঠি যাইবারে উদাত্ত তা সবে ।
 যশোমতী কহিছেন গদ গদ-রবে ॥ ১৩
 ওরে ওরে ত্রীদামাদি ব্রজ-শিল্পগণ ।
 শুন শুন তোরা সবে আমার বচন ॥ ১৪
 নাহি যাও তেঁমরা সকলে বহুদর ।
 ব্রজের মাঝে থাকি চরাও বাছুর ॥ ১৫
 কল কাল গোপালে না দেখি যেন মরি ।
 সব দিন না দেখিয়া রহিব কি করি ॥ ১৬
 অতিশুকোমল হয় বাছুর চরণ ।
 কি করিয়া গোষ্ঠে মাঠে করিবে ভ্রমণ ॥ ১৭
 গোপালের তনু ননৌ পতলৌ যেমন ।
 কি করিয়া সহিবেক রবির কিরণ ॥ ১৮
 দিনে দশবার ননৌ ক্রৌর সর খায় ।
 না খাই কি করি রবে দিন সমুদায় ॥ ১৯
 ত্রীরঘুনন্দন কহে রাণি ধৈর্য ধর ।
 গোচারণ-লীলা-রসে বিধি নাহি কর ॥ ২০
 ত্রীদামাদি শিল্পগণ, করিতেছে নিবেদন,
 মাতা শুন মোদের বচন ।
 কৃষ্ণের লাগিয়া চিতে, নাহি ভাব কোনো মতে
 মোরা সবে করিব যতন ॥ ২১
 দর মাঠে মোরা না যাইব ।
 ব্রজের নিকট-দেশে, থাকিয়া আপন বেশ,
 বাছুর সকল চরাইব ॥ ২২
 নীতল তরুর তলে, বসায়্যা কোমলদলে,
 রাম গ্রাম দুই সহোদরে ।
 মোরা সবে অবিরত, সেবিব হইয়া রত,
 ভৃত্যগণ যেন নৃপ-বরে ॥ ২৩
 যে বাছুর বাবে দুরে, মোরা কিরাইব তারে,
 রাম গ্রামে না হবে যাইতে ।
 ক্ষুধার সময় আনি, মিষ্ট কল পাড়ি আনি,
 ভূঞাইব গোহে ইচ্ছামতে ॥ ২৪
 কিয়া দুই চারি জন, ব্রজে করি আগমন,
 লগ্না বাব ছেনা ক্রৌরসর ।
 রাম-গ্রামে ভূঞাইয়া, মোরা সবে বাটিনিয়া
 অস্থল্যে পুরিব উদর ॥ ২৫
 অবসান হলো দিন, রবিতাপ হবে ক্রৌর,
 বৎস-পাল কিরায়্যা তখন ।

রাম গ্রামে আগে করি, ব্রজেতে আসিব দিগি,
 সঙ্গে করি ত্রীরঘুনন্দন ॥ ২৬
 তবে ত্রীরোহিণী যশোমতী দুই জন ।
 করিছেন রাম গ্রাম বেশ-বিরচন ॥ ২৭
 নীল পটধর্তা বলদেবে পরাইলা ।
 পরিপূর্ণচন্দ্রে যেন জ্বলদ বেড়িলা ॥ ২৮
 ত্রীকৃষ্ণের পরাইলা পীত পট ধর্তা ।
 নব মেখে যেন বিজুরী পরিপাতি ॥ ২৯
 শিখিপক্ষ চড়া দিলা দোহার মাথায় ।
 বেত গ্রাম মেখে যেন ইন্দ্রধনু ভায় ॥ ৩০
 গোবোচনা হিলক করিলা নাসিকায় ।
 ললাটেতে পদ্মাবালি নেত্র মঞ্জে যায় ॥ ৩১
 নাসিকাতে পড়াইলা মুক্তা অবিকল ।
 কর্ণে দিলা মণিময় মকরকুণ্ডল ॥ ৩২
 গলে মোতি-হার হেম-মালা শুভ্রাদাম ।
 ব্রজে তাড় করেতে বলয় অভিরাম ॥ ৩৩
 চন্দন কুমুম মাথাইলা সব গায় ।
 কটিতে কিস্কিনী দিলা গঠিত সোণায় ॥ ৩৪
 চরণে নপুর দিতে রানী যেন যায় ।
 ত্রীরঘুনন্দন কাড়ি লইয়া পরয় ॥ ৩৫
 এত বেশ করি, হেরি আসি ভরি,
 ত্রীরোহিণী যশোমতী ।
 মাতোয়ারা স্থখে, দুই পুত্রস্থখে,
 চন্দন করয়ে কতি ॥ ৩৬
 শিরে দিয়া দরুদান ।
 নেত্রে বারি নরে, গদ গদ স্বরে,
 করয়ে আলীষদান ॥ ৩৭
 করুণ রক্ষণ, সহস্র শোচন,
 পূরব দিকেতে তোরে ।
 দক্ষিণে শমন, পশ্চিমে বরুণ,
 ধনপতি সে উত্তরে ॥ ৩৮
 অধদেশে শেষ, উপরি প্রজেশ,
 ষোর বনে নরহরি ।
 ত্রীরাম ভঞ্জে, জলের তিতরে,
 মীনরূপ-ধারী হরি ॥ ৩৯
 যদি নিশাচর, কেহ ভয়ঙ্কর,
 আসি উপস্থিত হয় ।

করিহ ভাবন, শ্রীরঘুনন্দন,

তবে বাবে সব ভয় ॥ ৪০

তবে জননীর পদে করিয়া প্রণাম ।

গোষ্ঠে শুভ-যাত্রা কৈলা কৃষ্ণ-বলরাম ॥ ৪১

বে রাম-প্রণাম গোষ্ঠে করিলা বিজয় ।

বানী শুভ উপস্থিত সেইত সময় ॥ ৪২

দল-পূর্ব কৃষ্ণ কাঁধে গোপিকা সুন্দরী ।

হাম দিকে পাড়াইল আসি শারি শারি ॥ ৪৩

শঙ্কিত-বিশ্রম ফল পুষ্পধারী ।

গাবী সব পাড়াইল উচ্চপুচ্ছ করি ॥ ৪৪

জয় জয় ধরনি করে যাবত ব্রাহ্মণ ।

শিস্তা বেণু মুরলী বাজায় শিশুগণ ॥ ৪৫

আগে আগে বংস সব উচ্চ পুচ্ছ করি ।

লক্ষ্য দিয়া ধায় মহা-আনন্দেতে ভরি ॥ ৪৬

তবে নন্দ রাম কৃষ্ণ করি আলিঙ্গন ।

কহিছেন গদগদ সজল-নয়ন ॥ ৪৭

আমাদের ধন্যবৃত্তি হয় গো-ব্রহ্মণ ।

এই লাগি করিতেছি গোষ্ঠেতে প্রেৰণ ॥ ৪৮

ভক্তি প্রীতি করি বংসগণে চড়াইবে ।

তবেই মঙ্গল হবে সম্পদ বাড়িবে ॥ ৪৯

ব্রজের নিকট ছাড়ি গর ন বাইবে ।

কোনো মতে কিছু ভয় মনে না করিবে ॥ ৫০

মাঝে মাঝে বাজাইবে মুরলী বিষণ ।

ভজন আসিবে দেখি দিন-অবসান ॥ ৫১

যে আত্মা বলিয়া নন্দে করিয়া প্রণাম ।

শুভ যাত্রা করিলেন কৃষ্ণ-বলরাম ॥ ৫২

শ্রীরঘুনন্দন করে সংমার্জনী ধরি ।

সব আগে যায় পথ পরিষ্কার করি ॥ ৫৩

রাম-দামোদর, প্রথম বাসর,

সে গোষ্ঠে বিজয় লীলা ।

দরশন লাগি, মনে অত্যাশা,

সবে পথে পাড়াইলা ॥ ৫৪

দেখি গোষ্ঠবেশে, মনের আবেশে,

অবশ হইল কায় ।

নয়নেতে জল, গলে অবিরল,

পুলক হইল গায় ॥ ৫৫

বত বিজয়, আর দুই জন,

প্রেম-মদে মাতোয়ার ।

তুলি তুলি পাণি, জীব জীব বাণী,

কহিছেন বার বার ॥ ৫৬

তাঁদের চরণে, সখাগণ সনে,

করি বহু পরণাম ।

আনন্দিত-মন, করিলা গমন,

গোষ্ঠে কৃষ্ণ-বলরাম ॥ ৫৭

পুচ্ছ তুলি তুলি, মহাকুহলী,

আগে আগে বংস ধায় ।

পূন আসি ফিরি, নেত্রে ধরে বারি,

কৃষ্ণের বদন চায় ॥ ৫৮

তাঁদের শরীরে, বুলাইয়া করে,

কদা কন চল চল ।

শ্রীরঘুনন্দন, কহে বংসগণ,

পাইল জনম-ফল ॥ ৫৯

তবে সেই শিশুগণ, অতি উলসিত-মন,

খেলা আরম্ভিল সেই স্থলে ।

তাহে কেহ আগে ধায়, তাহে ছুইবারে ধায়,

আর জন মহাকুহলে ॥ ৬০

জানু কর ভ্রমে পাড়ি; হুগা হাঙ্গা রব ছাড়ি,

মহামত্ত বুঝত যেমন ।

যোগ করি শিরে শিরে, বলে ঠেলাঠেলি করে,

হৃথিমনে দুই দুই জন ॥ ৬১

কোকিল চকোর শিখী, বক আদি বত পাখী,

শব্দ করে যখন যেমন ।

সেইরূপ শব্দ করে, কত নাচে হৃথ ভরে,

মথুরের দেখিয়া নর্তন ॥ ৬২

যে যে পাখী উড়ি যায়, ধরিতে তাঁদের ছায়,

কেহ কেহ করয়ে ধান ।

মৎকর লক্ষ্য দেখি, কেহ লক্ষ্য দেয় হৃথী,

কেহ করে বানরে তর্জন । ৬৩

জলে দেখি নিজ ছায় ইঙ্গিত করয়ে তায়,

পূন দেখি তারে কোপ করে ।

শ্রীরঘুনন্দন কয়, নিরখিয়া সখিগণ,

বাবদীয় অমর অমরে ॥ ৬৪

করি গোষ্ঠে প্রবেশ প্রমোদ-জরে ।

শিশু সঙ্গি কৃষ্ণ বিলাস করে ॥ ৬৫

কত লক্ষ্য লক্ষ্য দৃষ্ট করি ।

কত নর্তন পায়ন তাল ধরি ॥ ৬৬

যব নন্দকি-নন্দন নাচতরে
 তব সঙ্গি সখা সব ভাল ধরে । ৬৭
 মুরলীদল শৃঙ্গ নিনাদ সনে ।
 করি মেলন গায় অনেক জনে ॥ ৬৮
 বলদেব করে কতু নৃত্য ধবে ।
 বর বেণু বাজায়ত কৃষ্ণ তবে ॥ ৬৯
 সুবলার্জুন গাঁওত কৃষ্ণ সহে ।
 রবুনন্দন তোটক ছন্দ কহে ॥ ৭০
 খেলাতে ভুলিয়া আছে সব শিশুগণ ।
 বৎস সব করিয়াছে দূরেতে গমন ॥ ৭১
 তাহা দেখি সকলেই করয়ে ভাবন ।
 কৃষ্ণ কহিছেন নাহি করহ চিন্তন ॥ ৭২
 সবে মিলি বাজাও মুরলী শিক্ষা বাণী ।
 উপস্থিত হইবেক সব বৎস আসি ॥ ৭৩
 তবে সবে শিক্ষা বেণু মুরলী লইয়া ।
 বাজাতে লাগিল নিজ নিজ মুখ দিয়া ॥ ৭৪
 তার মারেক কৃষ্ণ-বেণু অধিক বাজিল ।
 যাহে অল্প বেণু শিক্ষা মুরলী ঢাকিল ॥ ৭৫
 শ্রবণ করিয়া সেই শব্দ বৎসগণ ।
 উচ্চ-পুচ্ছ কৃষ্ণ-কৃষ্ণে করে আগমন ॥ ৭৬
 তবে শিশুগণ দেখি দিন-অবসান ।
 বৎসপালে লয়া কৈলা গোহূলে পয়াগ ॥ ৭৭
 কৃষ্ণ-আগমন-কথা কহিতে গোহূলে ।
 শ্রীরবুনন্দন দাস সব আগে চলে ॥ ৭৮
 এখানেতে ব্রজেশ্বরী, দিন-অবসান হেরি,
 হয্যা অতিশয় উৎকণ্ঠিত ।
 সজল নয়নপুটে, রোহিণীর প্রতি রটে
 গদগদ বচনে কিকিত ॥ ৭৯
 শুন শুন রামের জননি ।
 দিন-অবসান ভেল, ততু ধরে না আইল
 কেন বল রাম-নীলমণি ॥ ৮০
 কহি গেল শিশুগণ, দিন শেষ-নিরীক্ষণ
 করিয়া আসিব ফিরি ঘরে ।
 এখনো না আলা কেন, স্থির নাহি হয় মন,
 কি করিব বলহ আমারে ॥ ৮১
 চিতে না ধৈর্য ধরে, রহিতে না পারি ধরে,
 কি করি, এ গোষ্ঠে পাঠাইয়া ।

চান্দমুখ না দেখিয়া, বুক যায় বিদরিয়া,
 করিলাম হায় কি কুক্তিয়া ॥ ৮২
 দেবতার অনুগ্রহে, বাছারা আইলে গৃহে
 আর গোষ্ঠে না দিব বাইতে ।
 শ্রীরবুনন্দন কহে, এ বচন ভাল নহে
 ত্রিভুবন স্থখী এ চরিতে ॥ ৮৩
 এইরূপ কহিতে কহিতে নন্দরাণী ।
 নিকটে উঠিল শিক্ষা মুরলীর শ্রনি ॥ ৮৪
 তাহা শুনি তার প্রতি কহেন রোহিণী ।
 নাহি কান্দ রাণি ধরে আলা নীলমণি ॥ ৮৫
 আই শুন শিক্ষা বেণু মুরলীর রব ।
 বৎস গর-পুলীতে ঢাকিছে দিক সব ॥ ৮৬
 তাহা দেখি শুনি রাণী বাহিরে আইলা ।
 হেন কালে শিশু সবে বজ্রে প্রবেশিলা ॥ ৮৭
 সেইত সময়ে যাবদীয় ব্রজবাসী
 কৃষ্ণ দেখিবারে দারে দাড়াইলা আসি ॥ ৮৮
 কৃষ্ণ বলদেবে সবে করি নিরীক্ষণ ।
 জয় জয় শ্রনি করে আনন্দিত-মন ॥ ৮৯
 তবে কৃষ্ণ-বলদেব নন্দরে বন্দিলা ।
 তঁহ কোলে করি শির-আধাণ লইলা ॥ ৯০
 পরে মাতাদিগে তারা করিলা বন্দন ।
 কোলে নিলা তাঁরা পুত্রে করি নিশ্চিন্তন ॥ ৯১
 তবে সকলেই গৃহে করিলা গমন ।
 সেবাতে নিযুক্ত হল্যা শ্রীরবুনন্দন ॥ ৯২

ইতি শ্রীগীতমালায়াং বৎস-চারণ-লীলা-
 বর্ণনং নাম ষষ্ঠং প্রবন্ধম্ ।

সপ্তম প্রবন্ধ ।

অথ গোচারণ-লীলা ।

সহচর সনে গোরা রায় ।
 নানা খেলা করে নদিয়ায় ॥ ১
 গোপ-বেশ করিয়া ধারণ ।
 গঙ্গাকূলে করয়ে গমন ॥ ২
 সেখানে দেখিয়া পাবীগণ ।
 আপুনি চরায় স্থখি-মন ॥ ৩

করি কতু হাঁহী হাঁহী রব
ডাকিয়া আনয়ে গাবীসব ॥ ৫
কতু সখা সকলের সঙ্গে ।
বাহ-যুদ্ধ করে নানা রঙ্গে ॥ ৬
ত্রিভঙ্গী হইয়া লাড়াইয়া ।
বেণু বায় কতু সুখিহিয়া ॥ ৬
এ সকল লীলা মন হয়ে ।
শ্রীরঘুনন্দন ধ্যান করে ॥ ৭

শ্রীদাম প্রভৃতি সখা, সব আসি দিলা দেখা,
পন্নভাতে নন্দের ভবনে ।
মুতিয়া আছেন হরি, তাঁহারে ইন্দ্রিত করি,
কেহ সবে মধুর বচনে ॥ ৮
কানায়্যা কেমন ব্যবহার ।
উঠিয়াছে দিনপতি, তথাপি রয়্যাছে মুতি,
এলিহারি যাইরে তোমার ॥ ৯
প্রতিদিন আসি প্রাতে, হবে তোরে আগাইতে,
পথে চালাইতে হবে পাল ।
বনে গাবী না চরায়ে, মোদিগে চরাতে হবে,
এ কেমন তোর ঠাকুরাল ॥ ১০
উঠি কন সখীকেশ, হয়্যাছিল নিদ্রাবেশ,
তেই ছিন্ন করিয়া শয়ান ।
না করহ কেহ রোষ, ক্ষমা কর মোর দোষ,
আর নাহি করিব এমন ॥ ১১
আজ্ঞ হতো বনে গিয়া, তোমাদিগে বসাইয়া,
রাখিব শীতল তরুতলে ।
আমি গাবী চরাইব, তোমাদিগে না কহিব,
মুখে বসি রহিবে সকলে ॥ ১২
অবেষণ করি বনে, আনি নানা স্থানে,
ভুঞ্জাইব তোমা সবাকারে ।
শ্রীরঘুনন্দন ভণে, ইহা না হইলে কেন,
ভকত-বংশল বলে তোরে ॥ ১৩
তবে কৃষ্ণ জননীর নিকটে বাইয়া ।
কহিছেন তাঁর আগে প্রশাম করিয়া ॥ ১৪
মাগো! আসিয়াছে মোর সব সচহর ।
অতএব গোষ্ঠবেশ করহ সচর ॥ ১৫
বশোলা কেহন বাপ! গোষ্ঠে প্রতিদিন ।
বিদায় করিতে আমি হই বড় দীন ॥ ১৬

অতএব আজি তুমি গোষ্ঠে নাহি যাও ।
ভবনে রহিয়া সখা-সহিত খেলিও ॥ ১৭
বনের কঠিন মাটা ভ্রমিতে তাহার ।
চরণে বেদনা কত হয় হায় হায় ॥ ১৮
প্রবির আতপে হয় শরীর মলিন ।
আহার বিহনে পুন হয় অতি ধীন ॥ ১৯
অতএব আজি গোষ্ঠে না দিব যাইতে ।
ভৃত্যগণ লয়া যাকু গাবী চরাইতে ॥ ২০
শ্রীরঘুনন্দন ভণে তন নন্দরাণি ।
কদাচিতো না কহিবে এ সকল বাণী ॥ ২১
জননিক বচন, শ্রবণ করি মাধব
বোলত মধুরিম বোল ।
তননি গোচারণ, বড় সুখে হোয়ত,
কাহে হোয়সি উত্তরোপ ॥ ২২
গুন্দাবন সুখ দাম ।
কোমল নব-বয়স, ছাদিত ধরণীপদ,
সুখকর অনুপাম ॥ ২৩
নিবিড় তরুল-দল, তরুগণ করতলি,
অতিশয় শীতল ছায় ।
হাতে দিনকরকর, পরশিত কদাচিত,
নারই হাম সব গায় ॥ ২৪
অনুত মধুর দল, সখীগণ আনত,
উদর পূরণ হোই তায় ।
শীতল মন্দ, সমীরণ পরশিত,
সতত ছুড়াওত কাষ ॥ ২৫
কোকিল শিখিসব, করত মধুর রব,
তাহা শুনি শ্রবণ বিভোরা ।
শ্রীরঘুনন্দন, বোলত পঙ্কিতল,
শ্রীরঘুনন্দন প্যারা ॥ ২৬
তনি বাণী যশোমতী ছষ্টমনে ।
সুত-বেশ বিধান করে বচনে ॥ ২৭
পুঁছিয়া সব অঙ্গ পাট করিয়া ।
পহিরাওল শীত ধটা কসিয়া ॥ ২৮
শিখিচন্দ্রক-শোভিত চুড় শিরে ।
মণি-মণ্ডিত জাদ ললাট পরে ॥ ২৯
অলকাবলি শোভি ললাটতলে ।
লিখিলা বন-চন্দন-পুষ্পদলে ॥ ৩০

মণিকুণ্ডল অর্পিল কর্ণপুটে ।
 বহু দ্রোণি বিরাজত গণ্ডডটে ॥ ৩১
 গল দেশি কাকন দামছটা ।
 নব গোজিক মোড়িক হারছটা ॥ ৩২
 ভুজ-ভূষণ বাজল বাহ পরে ।
 বলদানবরত্ব দিলেন করে ॥ ৩৩
 ঘন কুঙ্কম পঙ্কহি লেপ করী ।
 করিলা কত চিত্র শরীর তরী ॥ ৩৪
 কটি দেশি হেমময়ী রসনা ।
 ব্রজরাগ-বগ করিলা স্বটনা ॥ ৩৫
 রঘুনন্দন দাস উলাস-মনে ।
 বরনপুর রাজ দিলা চরণে ॥ ৩৬
 রোহিণী তা দেখি, হয়্যা মহাত্মা,
 সাজায়েন বলরাম ।
 নীল ষট ধটা, পরাইলা আঁটা
 কটাতটে অভিরাম ॥ ৩৭
 নীল পাগ মাতে, বাকিলেন তাতে,
 ময়ূরেয় পাখা দিলা ।
 বেড়ি গুহামালে, চম্পকের ফুলে,
 ধরে ধরে সাজাইলা ॥ ৩৮
 মণি বলমল, কাণেতে কুণ্ডল,
 গলে নীল মণিহার,
 ভুজ বাজু দিলা, হাতে হেম বালা
 কটিতে কিঙ্কিণী সার ॥ ৩৯
 পরাণা মধুর, চরণে নপুর ।
 করে রুম্বু বুম্বুমনি ।
 গুগমদে করি, নাসার উপরি,
 তিলক রচিলা ধনী ॥ ৪০
 মাখাইলা চাকু, কুঙ্কম অঙ্কুর,
 ভঙ্গী করি কলেবরে ।
 সেবিত্তে চরণে, শ্রীরঘুনন্দনে,
 সঙ্গী করি দিলা পরে ॥ ৪১
 যশোদা-রোহিণী বেশ করি স্থবিনে ।
 দুই পুত্র অঙ্গে রক্ষা বাকে দুই জনে ॥ ৪২
 আজ রক্ষা করুন তোমার পদতলে ।
 মণিমান আসু বস্ম এ উরু যুগলে ॥ ৪৩
 শ্রী অক্ষুত কটিতট কুঙ্কির হস্তগ্রীব ।
 কেশব-দ্বন্দ্ব উরঃস্থলে সপাণিব ॥ ৪৪

কর্ণদেশ রক্ষা করু তোমার তপন ।
 বিধু বাহ ত্রিবিজ্ঞেয় রাখুন বদন ॥ ৪৫
 রক্ষা করিবেন তোম মস্তকে ঈশ্বর ।
 শ্রীরঘুনন্দন কাছে রবে নিরন্তর ॥ ৪৬
 চক্রে ধরি হরি আপে রাখিয়া তোমায় ।
 তিত্তই রাখিবা পাছে ধরিয়া পদায় ॥ ৪৭
 ধনু ধরি দক্ষিণেতে শ্রীমধুসূদন ।
 খড়্গা ধরি বামদিকে রাখিবা অঙ্গন ॥ ৪৮
 চারি কোণে উরুগায় পাকজন্তু ধরি ।
 উপেন্দ্র গরুড় যুদ্ধে চড়িয়া উপরি ॥ ৪৯
 ভূমিতলে রক্ষা করিবেন হলধর ।
 মৌন-রূপধারী হরি বারির ভিতর ॥ ৫০
 কাননে রাখিবা তোহে প্রভু নরহরি ।
 শ্রীরঘুনন্দন মহাধরের উপরি ॥ ৫১
 তবে নন্দ-গৃহেশ্বরী, বলদেব-করে ধরি,
 অশ্রু করে ধরি দামোদরে ।
 নয়ন গলয়ে বারি, পড়ে পরোধরোপরি,
 কহিছেন গদ গদ স্বরে ॥ ৫২
 মোর বাপ বাপেরে বলাই ।
 গর্গমুনি তোরে বলি,—গিয়াছেন মহাবলী,
 ভূমিত পালিবে নিজ ভাই ॥ ৫৩
 দেখু চালাইয়া যবে, পথে পথে যাবে তবে,
 আগেতে যাইতে নাহি দিবে ।
 যাইতে যাইতে পথে, মাঝেমাঝে ধরি হাতে,
 ক্ষণেক বিশ্রাম করাইবে ॥ ৫৪
 পাইলে তরুর ছায়, লাড়া করাইয়া তায়,
 বিশ্রাম করাবে কতক্ষণ ।
 মাতিয়া বৃষভগণ, করিবেক যবে রণ,
 সাবধান হইবে তখন ॥ ৫৫
 ভ্রমিতে না দিবে বান, কুশাস্ত্রবৃন্ত স্থানে,
 নামিতে না দিবে নদীজলে ।
 উঠিতে না দিবে গাছে, সর্বদা রাখিবে কাছে,
 কুখার ভূগাবে মূল ফলে ॥ ৫৬
 থাকিতে থাকিতে বেলা, সকলে করিয়া বেলা,
 : ॥ ফলে কথি আশ্বিন ।
 শ্রীরঘুনন্দন রটে, প্রেমের স্বভাব বটে,
 হেন হিত বচন-শিক্ষণ ॥ ৫৭

মাতাঙ্গিণে বন্দন করিয়া কুমারাম ।
 পিতার নিকটে দিয়া করিলা প্রণাম ॥ ৫৮
 ি ঠাঁহ কোলে লয়া কৈলা আশীষ বিধান ।
 তবে সকলেই কৈলা গোষ্ঠেতে পরাণ ॥ ৫৯
 হরভী মহিষ বৃষ আগে আগে যায় ।
 তার পাছে পাছে গোপশিশু সব যায় ॥ ৬০
 সকল-পশ্চাৎ যান রাম দামোদর ।
 দেখিতে দাঁড়াল ব্রজবাসী থরে থরে ॥ ৬১
 দেখিয়া করয়ে তারা জয় জয় রব ।
 ছেনা ননী ক্ষৌর নাড়ু দেয় গোপা সব ॥ ৬২
 রাম কৃষ্ণ সকলেয়ে করিয়া সন্মান ।
 গোষ্ঠুলের বাহিরেতে করিলা পরাণ ॥ ৬৩
 দেখিবারে ঠাঁহাদের গোষ্ঠ-বিহরণ ।
 শ্রীরঘু-নন্দন পাছে করিল গমন ॥ ৬৪
 নিরবিয়া বৃন্দাবন, বাবদৌর শিশুগণ,
 হর্যা অতি হরসিত-মন ।
 সকলেই কুহুহলী, আরম্ভ করিলা কেলি,
 যাহা দেখি স্থখী হরগণ ॥ ৬৫
 তুলি আনি গুণ্ডাকল, অশোক তরুর দল,
 ময়ূরের পুচ্ছ নানা ফুল ।
 করি তাহে অলসার, বেশ করে পরিপার,
 গায়ে মাখে গৌরিক হিজুল ॥ ৬৬
 কেহ নানা মতে ফুলে, মালা গাঁথি কৃষ্ণ-গলে,
 এণয়েতে করয়ে অর্পণ ।
 কেহ তাঁর মালা নিয়া, আপনার গলে দিয়া,
 কেহে দেখে সাজিল কেমন ॥ ৬৭
 যদি কৃষ্ণ যান দূরে, তবে কেহ পরস্পরে,
 কে পারয়ে আগে ছুইবারে ।
 এত কহি ধাই শিয়া, কৃষ্ণ-অঙ্গ পরশিয়া,
 মগ্ন হয় হৃষের পাথারে ॥ ৬৮
 কোড়কতে পরস্পরে, শিলা বেণু চুরি করে,
 জানিলে ফেলিয়া দেয় দূরে ।
 সেখানে লইতে পেলে, অঙ্গ জন দূরে ফেলে,
 কান্ধিলে আনিয়া দেয় করে ॥ ৬৯
 বানরের পুচ্ছ ধরি, কেহ চরি বৃক্ষ-পরি,
 তার সঙ্গে লাগিয়া বেড়াই ।
 তারা মুখ-ভরা বেন, করয়ে করয়ে জেন,
 শ্রীরঘুনন্দন গুণ গায় ॥ ৭০

শ্রীদাম কহেন গুন বলাই কানাই ।
 লুকা-লুকি খেলা আজি করহ সবাই ॥ ৭১
 দুই দল করি সখা করহ বটন ।
 দুই দলে রাজা হও তোরা দুই জন ॥ ৭২
 যে বাহারে লুকাইলে বাহির করিবে ।
 সে তাহার কাছে চড়ি কাননে ফিরিবে ॥ ৭৩
 বাহির করিতে না পারিলে যে বাহারে ।
 কাছে করি লইয়া ফিরিবে সে তাহারে ॥ ৭৪
 এত কহি দুই দল বটন করিলা ।
 তাহাতে কৃষ্ণের দল আগে লুকাইলা ॥ ৭৫
 বাহির করিল নন্দ-তনয়ে শ্রীদাম ।
 হুবলেয়ে বাহির করিলা বলরাম ॥ ৭৬
 বলদেব-সঙ্গী আর যত জন ছিল ।
 কৃষ্ণদলে তারা সব ধরিয়া আনিলা ॥ ৭৭
 শ্রীরঘুনন্দন কহে বলি হারী যাই ।
 হুবলের কাছে তবে চটিলা বলাই ॥ ৭৮
 শ্রীদামের কান্দে তুলি লইলা কানাই ।
 বজের ভাবের উপমান দিতে নাই ॥ ৭৯
 হেন মতে আর যে জয়ী বাচার,
 সে তাহার কাছে চড়ি ।
 দ্বিরে হেরি হেরি, বনের মাধুরী,
 ফল মূল পাড়ি পাড়ি ॥ ৮০
 কৃষ্ণ-দল আর বার ।
 বনে লুকাইলা, দেখা না পাইলা,
 বলদেব-দল তার ॥ ৮১
 আগে যে যে জন, কাছে আরোহণ,
 যার যার করিছিল ।
 কাছে তার তার, চড়িয়া বিহার,
 সেহ সেহ আরম্ভিল ॥ ৮২
 তবে নানা কন করিয়া ভ্রমণ,
 যবুনার তটে আসি ।
 শ্রীকৃষ্ণের দল কহেন হুবল,
 মধুর মধুর হাসি ॥ ৮৩
 এইত খেলায় সবাই সখা
 জিনিলেক পরস্পরে ।
 এনে এক খেলী আসি সবে গলি,
 করহ তাহাই পরে ॥ ৮৪

দৃশ্যে দৃশ্যে কর বাত রণে,
 তাহাতে হারিবে থারা ।
 দেখু বুধগণে চড়ি বনে বনে,
 সিন্ধায়া আনিবে তারা ॥ ৮৫
 যুবলের বাণী শুনি ধনি ধনি,
 বলিয়া সকলে হুখে ।
 করে বাত-রণ, যেন মল্লগণ,
 কীরদানন্দ দেখে ॥ ৮৬
 মথুর ধনী বসন আটি পরিলা কটী-দেশতি
 যৈছে নটবর সকল সাঙ্গে ।
 রঙ্গ করি অঙ্গ ভরি, বীর মাটি মাখিলা,
 যাহা নিরখি বীরগণ লাঙ্গে ॥ ৮৭
 কেশ ধরি উচ্চ করি, জট শির বান্ধাই ।
 তঁহি নিবিধ কুহুমদল দেলা ।
 দর্প করি সর্পগম, ভুজ উপরি মাঝই
 তাল সব জনাই করি মেলা ॥ ৮৮
 শুনি সে রব বালক সব, ধরি সমর-কৌতুকে,
 করত হু হু জন সমর বোরে ।
 পহিল কর পকরি কর, কসত কত বেরাই,
 ভুজহি ভুজ পুন ধরত জোরে ॥ ৮৯
 মুণ্ড পরি মুণ্ড ধরি, করত ঘন তাড়না,
 মেঘ যহ মেঘ সহ লাগে ।
 বেড়ি গল ভুজ-যুগল, জোর করি টানই,
 মস্ত করি-মুগল অনুরাগে ॥ ৯০
 কবত কোই কবত কোই, পিরত ধরনীতলে,
 পুন উঠত ধরি সমর-আশে ।
 ঘোর ঘন সোর জিনি- সিংহ-রব গর্জসি,
 কহত রঘুনন্দন বিলাসে ॥ ৯১
 এইরূপ বাহ যুদ্ধ করিতে করিতে ।
 রুক্মদল সকল হারিলা আচসিতে ॥ ৯২
 কহিছেন ক্রীদাম তখন হস্ত করি ।
 কানায়্য তোদের এই রণে হল্য হারী ॥ ৯৩
 অতএব তোরা আন খেতু ফিরাইয়া ।
 বিশ্রাম করিয়ে মোরা এখানে বসিয়া ॥ ৯৪
 এত শুনি কৃষ্ণের বাবত সখাগণ ।
 খেতু ফিরাইতে সবে করেন গমন ॥ ৯৫
 তাহা নিরখিয়া কৃষ্ণ কহিছেন বাণী ।
 তোরা সবে থাক আমি একা খেতু আনি ॥

এত কহি ব্রিভঙ্গ হইয়া দাড়াইয়া ।
 বাজাতো লাগিলা বাণী চান্দ মুখে দিয়া ॥ ৯৭
 তাহা শুনি ক্রীতবল করেন বর্ণন ।
 তাহার সঙ্গেতে গায় কীরদানন্দন ॥ ৯৮
 ওরে সব সহচর, তেজ কথা পরস্পর,
 ছাড়হ অপর সব কাম ।
 হইয়া একাত্মমতি, স্তনহ শ্রবণ পাতি,
 কৃষ্ণ বেণুবব অনুগম ॥ ৯৯
 মরি মরি কিবা এ মাদুরী ।
 শুনিয়া জুড়ায় তমু, অন্তের ধারাজহ,
 প্রাণিহিছে জ্বলয়-ভিতরি ॥ ১০০
 যাহা শুনি দেবগণ, হইয়াছে মুগ্ধমন,
 অই দেখ আকাশমণ্ডলে ।
 নিজ নিজ বাহনতে, রহিয়াছে একচিত্তে,
 বদন ভাসিছে অশ্রু-জলে ॥ ১০১
 বায় ভুলিয়াছে গতি, শ্রীমুনা বেগবতী,
 উদিকৈ করিছে গমন ।
 মকর কচ্ছপ মীন, হস্তা দেখ ভয়হীন ।
 মুখ তুলি করিছে দর্শন ॥ ১০২
 অঙ্কুরিত লতা শাখী, শব্দ ছাড়ি সব পানী,
 এক-মনে করিছে শ্রবণ ।
 মথুর নটন করে, নৃগমব খরে খরে ।
 উৎকৃষ্ট করে আগমন ॥ ১০৩
 মহিম বুধত দেখু, শুনিয়া সখার বেণু
 উচ্চ পুচ্ছ করিয়া আসিছে ।
 নয়নেতে অশ্রুবরে, মুখ হতো তৃণ পড়ে,
 কৃষ্ণমুখ-দর্শন করিছে ॥ ১০৪
 আর দেখ দেহগণ, স্নেহে হস্তা আর্দ্রমন,
 অবিরত দ্রুত বরিষয় ।
 মরি মরি কিবা মেঘ, চাটিছে শ্রামের দেহ,
 কীরদানন্দন নিরঞ্জন ॥ ১০৫
 বলরাম লাগছেন বয়সা সকলে ।
 দেখ দিবাকর খান এবে অন্তাচলে ॥ ১০৬
 অতএব হল্য গৃহ-গমনের কাল ।
 চালাও চালাও সবে নিজ নিজ পাল ॥ ১০৭
 এত শুনি সবে শিতা বেণু বাজাইয়া
 চলিলা গোবুল মুগ্ধ গোদন লইয়া । ১০

এখা যশোমতী দেখি দিন অবসান !
করিতেছেন শর-বারি গমন বিধান ॥ ১০৯
পথিক সকলে দেখি পুছেন আদরে ।
কানাই বলাই আসিতেছে কত দরে ॥ ১১০
কহিতে কহিতে শিখা মুরলীর পদনি ।
শুনিয়া হুঁত হলা ত্রজ-রাজ-রাণী ॥ ১১১
যে দিকে আইল ধনি সেই দিক পানে ।
চাহিতে চাহিতে পাল দেখিলা নয়নে ॥ ১১২
পরে রাণী নিরবধি আপন নন্দন
কহিছেন রোহিনীর সঙ্গ মগন ॥ ১১৩

আ ওত মের, লালন-বদন
নাচি নাচি হেরিয়ে ।

বাগক যত, তাল ধরত,
চর্চ গুরি ধেরিয়ে ॥ ১১৪

ধেনুকাব, রেশম-বর,
চুর বদন রাজ্যে ।

ছরমঙ্গলিত, শরম বিন্দু,
শত শত তর্জি মাঝয়ে ॥ ১১৫

তর্জি বন, পঙ্কজ বন,
ফিরি গোধান রাগিয়ে ।

নলিন-বদন, মলিন ভয়ে,
নিরখী বর দেখিয়ে ॥ ১১৬

কর কিরণ, চুর করণ,
দেখো সপি চাহিয়া ।

নীরদ জহু লালন তহু,
কটিন ভাতু থাকিয়া ॥ ১১৭

কণ্টকময়, সঙ্কট চয়,
গহন গহন ধাবনে ।

রত্ননন্দন, জহু বেদন,
পাওল কত কাননে ॥ ১১৮

এইরূপ কহিতে কহিতে আগে গিয়া ।

পুত্র কোলে নিলা রাণী বাহু পসারিয়া ॥ ১১৯

শত শত চূপ দিয়া মুখ-শতদলে ।

পৌছান মুখের ঘাম বসন-অকলে ॥ ১২০

শ্রীঅঙ্গে দুলাল রাণী আপনার বর ।

কহিছেন এই কথা গদ-গদ-স্বর ॥ ১২১

ওরে মোর বাপের ঠাকুর বাপধন ।

গোচারণ করি স্বরে কৈল আগমন ॥ ১২২

মলিন হয্যাছে রবিতাপে চান্দমুখ ।

দেখিয়া বিদরিয়া বাইতেছে মোর বুক ॥ ১২৩

চল চল বাপ ভোরে স্বরে লয়া যাই ।

শরীর শীতল কর নবনীত বাই ॥ ১২৪

এইরূপ কহিতে কহিতে ব্রজেশ্বরী ।

কৃষ্ণের লইয়া গেলা বাটীর ভিতরি ॥ ১২৫

রোহিনীও বলরামে কোলেতে লইয়া ।

যশোদার পাছে পাছে গেলা হুঁসিহিয়া ॥ ১২৬

তবে স্নান করাইয়া হুঁসীতল জলে ।

ভুগাইলা মাখন মোক্ষ মিষ্টকলে ॥ ১২৭

নিচিহ্ন পালকে তারা করিলা শয়ন ।

চরণ-সেবন করে শ্রীরত্ননন্দন ॥ ১২৮

ইতি শ্রীশ্রীতমালয়াং গোচারণলীলা-
বর্ণনং নাম সপ্তমং পদ্যম্ ॥ ৭ ॥

অষ্টম গ্রন্থ ।

অথ শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ ।

দেখি পোরা চান্দ্রের মাধুরী ।

মুখ সব নদীয়ার নারী ॥ ১

তেজি তারা গৃহের ব্যাপার ।

সদা দান করয়ে তাঁহার ॥ ২

কখনো বসিয়া নিরঞ্জন ।

গুণগান করে সখী মনে ॥ ৩

ভাবে তাঁরে পাবার উপায় ।

দিনে দিনে ক্ষীণ হলা কার ॥ ৪

কভু তাঁরে পাইয়া সপনে ।

অতি আনন্দিত হয় মনে ॥ ৫

কান্দে পুন হারাইয়া তাঁর ।

শ্রীরত্ননন্দন সমুদায় ॥ ৬

ত্রিজগত-মনোহারী, কৃষ্ণের মাধুরী হেরি,
দুঃখভার রাজ্য ছুঁতি ।

হয্যাছেন মুগ্ধ-চিত, অতিশয় উৎকর্ষিত,
তাঁরে কন বিশবা ললিতা ॥ ৭

শ্রীরসপি পুছিয়ে তোমার ।

দিন দুই তিন তোহে, দেখি অন্ত মন কাহে,
 কহ কহ তাহা মোসবার ॥ ৮
 ভোজনে না দেখি মুখ, সদাই মলিন মুখ,
 ছাড় মুহ দীঘল নিবাস ।
 নাহি কর অঙ্গবেশ, বন্ধন না কর কেশ,
 নাহি পর মনোহর বাস ॥ ৯
 শুক শারী না পড়াও, কতু বীণা না বাজাও,
 নাহি কর কখনো সঙ্গীত ।
 প্রিয়সহচরী মেলি নাহি দেখি পাশা খেলি,
 হাস্ত নাহি দেখি কদাচিত ॥ ১০
 বসি একা নিরঞ্জে, কি ভাবহ মনে মনে,
 তাহা কিছু না পারি বুঝিতে ।
 শ্রীরঘুনন্দন রটে, তোমাদের যোগ্য বটে,
 প্রিয়সখী-জন্ম জ্ঞানিতে ॥ ১১
 সখীদের বাণী শুনি রাখা ঠাকুরাণী ।
 লজ্জা লাগি কহিতে নারেন কিছু বাণী ॥ ১২
 দীঘল নিবাস ছাড়ি অধ করি মুখে ।
 লিখেন ধবণীতল কর-পদ-নখে ॥ ১৩
 তাহা দেখি পুনর্বার বিশাখা ললিতা ।
 কহিছেন অতিশয় হইয়া দুখিতা ॥ ১৪
 সখি না কহিছ কেন জন্মের কথা ।
 তোর দশা দেখি মোরা পাই বড় ব্যথা ॥ ১৫
 প্রিয়সখি প্রিয়সখি বল মোসবারে ।
 কিন্তু তাহা মিছা মানি এই ব্যবহারে ॥ ১৬
 প্রিয়সখী বলয়ে তাহারে সন জন ।
 যাহার নিকটে কিছু না রহে গোপন ॥ ১৭
 যদি প্রিয়সখী-মাঝে মোদিগে গণিবে ।
 তবেত জন্ম-কথা কহিতে হইবে ॥ ১৮
 শ্রীরঘুনন্দন কহে এমত চাতুরী ।
 না থাকিলে হবে কেন রাই-সহচরী ॥ ১৯
 শুনি এত সখীদের বাণী ।
 কহিছেন রাখা ঠাকুরাণী ॥ ২০
 সখি কি করিব নিবেদন ।
 কহিতে না ক্ষুরে বচন ॥ ২১
 মোর মন অতি চুরাচার ।
 কিছু কথা রাখে না আমার ॥ ২২
 করে এই অভিলষ বাহা ।
 লাজ খাই কে কহিবে তাহা ॥ ২৩

ইথে তেরা নাহি ভাব ব্যথা ।
 কহ কিছু অন্ত ভাল কথা ॥ ২৪
 শ্রীরঘুনন্দন নিবেদয় ।
 ইহা হতো ভাল কি আছয় ॥ ২৫
 রাখার বচন, করিয়া শ্রবণ,
 অতিশয় দুখি-মন ।
 ছল ছল আঁখি, রাই-মুখ দেখি,
 ললিতা বিশাখা কন ॥ ২৬
 সখিরে ! বুকিত আশয় তোর ।
 তোমার পিরিত্তি, বড় লাজ প্রতি,
 মোসবার প্রতি খোর ॥ ২৭
 সখার সমাজ, হতো যদি লাজ,
 হ্যা তব বড় প্রিয়া ।
 ভাব তারে লয়া, থাক মুখী হয়্যা,
 মোদিগে বিদায় দিয়া ॥ ২৮
 সব সহচরী, বলি মোরা করি,
 মনে যেই অভিমান ।
 তাহা মিছা জানি, ব্যথিত পরাণী,
 না রাখিব আর প্রাণ ॥ ২৯
 শ্রীরঘুনন্দন, করে নিবেদন,
 ধনি ধনি দুই জনে ।
 গুপ্ত আশয়, বেকত না হয়,
 এমত চাতুরী বিনে ॥ ৩০
 এত কহি ললিতা বিশাখা দুই জন ।
 উঠিয়া সেখান হতো করেন গমন ॥ ৩১
 তাহা দেখি শ্রীরাধিকা করেতে ধরিয়া ।
 বসাইলা পুনর্বার ঘটন করিয়া ॥ ৩২
 কহিব কহিব করি ভাবিছেন মনে ।
 কিন্তু লাজে নিঃসরে না বচন বদনে ॥ ৩৩
 হেন কালে কৃষ্ণ-শশী বাজিল কাননে ।
 তাহা শুনি রাখা কন সজল-নয়নে ॥ ৩৪
 কি কহিব প্রিয়সখি ! আপন দশায় ।
 ডুবাষ্টল কর আর নয়নে আমার ॥ ৩৫
 মোর কান শুনি অই মূল্যের গান ।
 মোহিত হয়্যাছে নাহি শুনে শব্দ আন ॥ ৩৬
 অই ডাকাতিয়া শশী যে জন বাজায় ।
 তাহারে দেখিয়া আঁখি ডুবায় রাখায় ॥ ৩৭

এই কিবা শুক পাইছে দেখি তায় ।
সেই হতে অস্ত্র পানে কখনো না চায় ॥ ৩৭
ইহাদের সঙ্গী হইয়াছে দুই মন ।
কিশোরীর বুকি নাহি রহিল জীবন ॥ ৩৮

কহেন ললিতা ঠাকুরাণী ।
না বুঝিহু সখি তোর বাণী ॥ ৩৯
কত জন মুরদী বাজায় ।
কি করিয়া আনিব ইহায় ॥ ৪০
দেখিয়াছ যাহারে নয়নে ।
কহ তাহা বিশেষ বচনে ॥ ৪১
তাহা শুনি কে বটে জানিবে ।
তবে যে উচিত তা কহিব ॥ ৪২
শুনিয়া কিশোরী এ বচন ।
কহিছেন সজল-নয়ন ॥ ৪৩

দামাজন সঙ্গে করি, আনিতে যমুনা-বারি,
আসি বাটে করিলা গমন ।
সেই কালিন্দীর কলে, কদম্ব তরুর মূলে,
দেখিহু পুরুষ একজন ॥ ৪৪
প্রিয় সখি নাহি জানি তায় ।
মনে অনুমান করি, মদন শরীর ধরি,
আসিয়াছে ভ্রমিতে এখায় ॥ ৪৫
ইন্দীবর নীলমণি, নবীন-নীরদ জিনি,
অঙ্গ-কাতি করে ঢল ঢল ।
যাহার ছটায় করি, গগন ধরণী বারি,
হইয়াছে অধিক শ্রাহল ॥ ৪৬
কিবা সে মুখের ঠাট, আলো করি আছে বাট
জিনি কোটি কোটি শশধর ।
তাহে নাচে হুই আঁধি, যেমন বগ্নন পার্থী,
নীলশতঙ্গের উপর ॥ ৪৭
জোড়া ভুরু তুঙ্গরি, তাহা কি বর্ণিতে পারি,
মনে হয় কামের কমান ।
অধর বাজুলী জিনি, তাহে দিয়া দাঁশীখানি,
করিতেছে সুমধুর গান ॥ ৪৮
বাহ পীন সুদীঘল পরিদর বন্ধ-হল,
মাঝা ধীন জিনিয়া কেশরী ।
পৌত ধনী পরিধান, বনমালা লসমান,
গুঞ্জাহার তাহার উপরি ॥ ৪৯

ময়র পাখের চড়া, তাহে শুভা মালা বেড়া,
ললাটে অলকা বিলম্বিত ।
কটাক্ষ ভঙ্গিতে করি, সেইত লইল হরি,
হরি হরি কিশোরীর চিত্ত ॥ ৫০

রাধিকার কথা শুনি হুঁধী দুইজন ।
হইলেন অতিশয় আনন্দিত-মন ॥ ৫১
কিহু পিরিত্তির রীতি পরীক্ষা করিতে ।
কহিছেন কিছু কথা কর্ণশ শুনিতে ॥ ৫২
প্রিয়সখি বুঝিলাম তোমার আশয় ।
তুমি দেখিয়াছ যারে সে নন্দতনয় ॥ ৫৩
ক্রীড়ায় তাহার নাম দেখিতে সুন্দর ।
সেই ত বাজায় আই বেগু মনোহর ॥ ৫৪
কিহু করি মোরা তোরে হিত উপদেশ ।
নাহি কর তুমি তাহে মনের আবেশ ॥ ৫৫
আয়ানের ভার্যা তুমি রাজার নন্দিনী ।
পতিব্রতা কহে তোহে, সকল কামিনী ॥ ৫৬
পিরিত্তি করিলে পর-পুরুষের মনে ।
অধম হইবে আর অশ্রু ভুবনে ॥ ৫৭
অতএব স্থির কর আপনার মন ।
কিশোরি শুনহু তুমি মোদের বচন ॥ ৫৮
প্রিয়সখি-বচন শ্রবণ করি কত-জ্ঞপ
মৌন ধরিয়া রহি রাই ।
দীর্ঘ নিশাস বহত, স্বন লোচন ধরত,
কহত মুখ চাই ॥ ৫৯
সখিরে কি করব অভাপিনি হাম ।
করহু' যতন বহু' 'তবহু' না বিচুরত,
নয়ন মন নবধন গ্রাম ॥ ৬০
যদি বহি পড়ন্তিহি, অরুণ হামারি দিঠি,
তঁহি তঁহি দুরতঁহি সোই ।
তঁহি তঁহি পুন দরশনহি পাওত,
তোহে চিত্ত ধির নাহি হোই ॥ ৬১
নয়ন মুদিত করি, রহিয়ে যবাই হাম,
তব চাঁদি করত প্রকাশ ।
তঁহি পুন হোয়ত, যব অন্তরহিত,
তব সব হোত উদাস ॥ ৬২
প্রবণ-মুরলী-রব, কিছু নহি স্তনতঁহি
আন যব মানত শূল ।

শ্রীরঘুনন্দন, করঘোড়ি বোলত,

হোই প্রেম দৃঢ়মূল ॥ ৬৩

যদি কোনো মতে স্থির করিতাম মন ।

তোরা তাহা ঘুচাইলি করি কি মন্থন ॥ ৬৪

শুনাইলি কি দুই অক্ষরময় নাম ।

মজিল তাহাতে কর্ণমণ অল্পপাম ॥ ৬৫

কিবা দুই অক্ষরের বিচিত্র মাধুরী ।

যার আগে বীণার নিনাদে তুচ্ছ করি ॥ ৬৬

শ্রবণে অন্তধারা যেন ঢালি দিল ।

গাইবারে রসনার শোভ বাঢ়াইল ॥ ৬৭

মনে মোর ডুবাইল আনন্দ-পাথারে ।

একি গঢ়িয়াছে নাম অহন্তের সারে ॥ ৬৮

মরি মরি এমত মধুর যার নাম ।

না জানি সে বটে কত মাধুর্যের ধাম ॥ ৬৯

অতএব আশ্বাদিতে সে মাধুর্যরাসি ।

হইব তাহার কাছে বিনামূলে দাসী ॥ ৭০

শ্রীরঘুনন্দন কহে এইত উচিত ।

কৃপালাভ নাহি হয় বিনা এ পিরিত ॥ ৭১

কি করিব সখি লয়া কুল ।

সেই রঃ পাইবারে, যেই কুল বিঘ্ন করে

তারে আমি মানি মহাপুল ॥ ৭২

কি করিব লইয়া ধরম ।

সেই রঃ পাইবারে, যে ধরমে বিঘ্ন করে,

তারে আমি মানি অধরম ॥ ৭৩

কি করিব সখি লয়া লাজ ।

সেই রঃ পাইবারে, যেই লাস্ত্র বিঘ্ন করে,

সেই লাজে মানি আমি বাজ ॥ ৭৪

কি করি লয়া গুরুজন ।

সেই রঃ পাইবারে, যেই গুরু বিঘ্ন করে,

তারে আমি মানি হুরুজন ॥ ৭৫

কি করিব সখি লয়া পতি ।

সেই রঃ পাইবারে, যেই পতি বিঘ্ন করে,

শ্রীকিশোরী কহে সে বিপতি ॥ ৭৬

গুরু গণন আমি না করি গণন ।

সখি ! পাই যদি তার শুনিতে বচন ॥ ৭৭

লোকের নিন্দন আমি মনে নাহি গণি ।

যদি শুনিবারে পাই তার বেণুধ্বনি ॥ ৭৮

পতির তর্জনে আমি ভয় নাহি করি ॥

যদ্যপি দেখিতে পাই তারে আখি ভরি ॥ ৭৯

ধরম করম সব পারি ছাড়ি বারে ।

যদি কালাচান্দ রূপা করয়ে আমারে ॥ ৮০

কোনো লোক হতে তব লাজ নাহি বাসি ।

যদি বংশী-বদন আমারে করে দাসী ॥ ৮১

শ্রীরঘুনন্দন কহে করজোড় করি ।

মরি মরি ভাবের বালাই লয়া মরি ॥ ৮২

আর যে কহিছ সখি ফিরাইতে চিত ।

তাহাত হইতে নারে কখনো উচিত ।

শুনিয়াছি আমি বহু পণ্ডিতের ঠাই ।

দণ্ড-অপহরণ হইতে পাপ নাই ॥ ৮৩

আমিহঁ দেখিয়া মাত্র তাহার চরণে ।

দুপিয়াছি ধন মন শরীর জীবনে ॥ ৮৪

তবে তাহা কি করিয়া ফিরিয়া লইব ।

ফিরিয়া লইলে পাপে নিমগ্ন হইব ॥ ৮৫

যদি সেহ এ সকল না করে পৌকার ।

তথাপি ফিরিয়া নেয়া অযোগ্য আমার ॥ ৮৬

শ্রীরঘুনন্দন বলে নাহি ভাব ধনি ।

তোমার প্রেমেতে বান্ধা যাবে নীলমণি ॥ ৮৭

এইরূপ শ্রীরাধিকা কহিতে কহিতে ।

কোকিল লাগিল কুত নিনাদ করিতে ॥ ৮৮

তাহা শুনি শ্রীরাধিকা মুগ্ধিত হইয়া ।

ভ্রমতলে পড়িলেন অঙ্গ আছাড়িয়া ॥ ৮৯

তাহা দেখি শ্রীললিতা একি একি বলি ।

বহু পসারিয়া কোলে লইলেন তুলি ॥ ৯০

পাখালেন বিশাখা ত্রিমুখ নীতজলে ।

তথাপি প্রবল মোহ কিছু নাহি টলে ॥ ৯১

তবে তাঁরা কান্দিয়া উঠিল হাহা করি ।

তাহা শুনি আইলেন ষত সহচরী ॥ ৯২

কেহ চন্দনের পঙ্ক অঙ্গেতে মাখায় ।

কেহ জলে আর্দ্র করি চামর ঢুলায় ॥ ৯৩

কেহ অঙ্গে দেয় সুকোমল পদ্মদল ।

কেহ উচ্চ রবে ডাকে হইয়া বিকল ॥ ৯৪

ললিতা কহেন একি বিধি-বিষটন ।

মেধ কক্ষণ হল্য সে চান্দবদন ॥ ৯৫

যেই মাত্র এই কথা কাণে প্রবেশিল ।

কক্ষ নামাভাস শুনি কিশোরী চাহিল ॥ ৯৬

তাহা নিরখিয়া, সব সখীগণ,
কিঞ্চিৎ আশাস পাই।

এক কালে সবে, কোলাহল করে,
আছে গো আছে গো রাই ॥ ৯৮
হও সবে সাবধান।

পুনরপি যাহে, মোহ নাহি হয়,
কর সবে সে বিধান ॥ ৯৯

গদ গদ রবে, শ্রীরাধিকা কন
কিছু না করিতে হবে।

যে নাম কহিল, শ্রীমতীললিতা
তাঁতে গান কর সবে ॥ ১০০

ভুনিতে ভুনিতে, যদি আই নাম,
খটে মোর প্রাণ ক্ষয়।

অপর ক্ষণে, তবে তারে পাব,
এই আশা মনে হয় ॥ ১০১

আহা মরি মরি, নামের মাধুরী,
দেখিলে তে সহচরী।

উহাই পাইয়া, জলে বাঁপ দিয়া,
মরিবেক এ কিশোরী ॥ ১০২

ললিতা কহেন সখি স্থির কর চিত।

এতক উৎসেপন করা না হয় উচিত ॥ ১০৩

রমণীর পৈয়া হয় সান্নাট তর।

তাহাই পরিয়া সহি থাক দুখশর ॥ ১০৪

রাধিকা কহেন যে কহিলে সত্য খটে

কিস্ত সখি মোর প্রতি ইহা নাহি খটে ॥ ১০৫

কোটি কোটি বাণ-বাট করি পরশর।

বৈরথ মানিবে করিয়াছে প্রবর ॥ ১০৬

তাহাতে মলয়-বায়ু হইয়া সহায়।

দগ্ধ করিতেছে নিরবধি মোর কাষ ॥ ১০৭

দহিতে পারয়ে বায়ু দহনের মিত।

সখাকর দাহ করে এন অশুচিত ॥ ১০৮

কিন্তু সেহ হয় পরলের সহোদর।

এ লাগি কিরণে করি দাহে কলেশর ॥ ১০৯

শ্রীরবন-দন কর জোর করি কহে।

এ সকল তাপের কারণ কহু নহে ॥ ১১০

জল বরিষন করি, জগত জুড়াওত

অতি নীতল নব মেহা।

সো মনু লোচনপথ, যব আঙুত
বহত দহত হতদেহা ॥ ১১১

কিয়ে মেয়ে কয়েমকী দোষ।

অগমহ রহ তাঁহি, নীতল যো কহু,
সব কর মনু তুমু শেষ ॥ ১১২

মধুকর-গুঞ্জিত, শিখি-কোকিল-রব

প্রবণহি বজর সমান।

সুরভি কুমুকুল, নবনীল-দল,

পরশনে দহতহি প্রাণ ॥ ১১৩

কপূর চন্দন, কুমুম কি সৌরভ,

যব প্রাণিত মনু নাশা।

বিষভক্ষণজনু, তনু জরি যাওত

ন রহত জীবন-আশা ॥ ১১৪

ইহ সব দুখ আর, সহন না যাওত

অতয়ে কহিয়ে গেরি বেরি।

অনুমতি দেহ সকলে, মিলি যমুনা অবগাহত,

এ কিশোরী ॥ ১১৫

এত কহি শ্রীরাধিকা করেন ক্রন্দন।

ললিতা বিশাখা তারে করেন সান্ত্বন ॥ ১১৬

প্রিয়সখি না কান্দ না কান্দ তুমি আর।

তোর মুখ দেখে দুক কাটে মোসবার ॥ ১১৭

করিন সকলে মোরা উচিত উপায়।

যেহেণে তোমাতে প্রেম করে আশ্রয় ॥ ১১৮

যাব মোরা তার কাছে কোনো ছলা করি।

কহিব তোমার দশা সকল বিবরি ॥ ১১৯

তাহা শুনি অশ্রু হইবে দয়া তার।

সব জন কহে তারে গুণা-পারাণার ॥ ১২০

এত কহি যাইতে উদ্যত দুই জন।

হেন কালে বৃন্দাদেবী কৈলা আগমন ॥ ১২১

তাঁরে দেখি শ্রীকিশোরী বসিয়া আসনে।

কহিতে লাগিল। কিছু মধুর বচনে ॥ ১২২

আজি বড় মঙ্গল বাসর।

বাহে তুমি আলো মোর ষর ॥ ১২৩

তুমি বৃন্দাবনের ঈশ্বরী।

তোমায়ে দেখিতে বাস্য করি ॥ ১২৪

কহ কহ বনের কুশল।

তাল আছে পানপ সকল ॥ ১২৫

সব পাছে আছে কল কুল ।
 সুখেতে আছয়ে পাখিকুল ॥ ১২৬
 হরিণ সকল সুখে আছে ;
 অগিগণ গান করে পাছে পাছে ॥ ১২৭
 কি লাগিয়া এথা আগমন ।
 কিশোরীয়ে কহ সে কারণ ॥ ১২৮
 রাধিকার কথা শুনি আনন্দিত-মতি ।
 রূপাদেবী কহিতে লাগিলা তাঁর প্রতি ॥ ১২৯
 রাধে তোহে মধুর-ভাষিণী সবে কহে ।
 তোমাতে মধুরবাণী অগস্ত্য নহে ॥ ১৩০
 রূপাবনে আছে বস তরু পশু পাখী ।
 তব রূপা-পাণ্ডি-বলে তারা সব সুখী ॥ ১৩১
 একমাত্র আছে বড় হৃথের কারণ ।
 রূপাবন-চন্দ্র সদা অতি দুখি-মন ॥ ১৩২
 বনেতে আসিয়া তঁহি ধেমু না চরাণ ।
 না আনি বিজনে বসি কি করেন ধ্যান ॥ ১৩৩
 মাঝে মাঝে ভক্তার ছাড়েন ঘনে ঘন ।
 জিজ্ঞাসা করিলে কেহ কিছু নাহি কন ॥ ১৩৪
 কখনো কহেন কিছু বিলাপ-বচন ।
 কহিব কিশোরি তাহা করহ শ্রবণ ॥ ১৩৫
 আহা মরি মরি, জনম-ভিতরি,
 দেদিন হবে কি আর ।
 বাহে সে রমণী, সবগুণ-ধনি,
 নিরখিব আরবার ॥ ১৩৬
 কিবা সে বরণ, জিনি সুবরণ,
 বিজুরী জিনিয়া ছটা ।
 কিবা সে বদন, যার এক কণ,
 নহে শশধর-ঘটা ॥ ১৩৭
 কিবা সে নয়ান, হরিণী-সমান,
 বন্ধিম চাহনী তার ।
 অতি বিলক্ষণ, সে ভুরু-নাচন,
 সদাই জগয়ে জায় ॥ ১৩৮
 কিবা সে অধর, মুনি-মনোহর,
 আগিছে সদাই চিতে ।
 কিবা পয়োধর, সমান সুন্দর,
 পারি না উপমা দিতে ॥ ১৩৯
 নিতম্ব ঐশ্বর, গমন মন্দর,
 'জিনি মাতা গজরাজে ।

কিশোরী রমণী,— কুল-শিরোমণি,
 বুটে সে জ্বন-মাজে ॥ ১৪০
 এত শুনি শ্রীরাধিকা নিবাস ছাড়িয়া ।
 কহিতে লাগিলা শ্রীরূপারে সম্বোধিয়া ॥ ১৪১
 সখি তঁহি হন সর্বগুণের ভাজন ।
 ত্রিভুবনে অতুলিত পুরুষ-বতন ॥ ১৪২
 লাগিয়াছে হেন মতে যে তাঁর অভরে ।
 তেন নারী নাহি দেখি গোকুল-নগরে ॥ ১৪৩
 অতএব আমি মনে অনুমান করি ।
 দেখিয়া থাকিবা তঁহি কোনহ অমরী ॥ ১৪৪
 রূপাদেবী কহিছেন তাঁহে পুনর্বার ।
 নরেন্দ্র নন্দিনি মোর কথা শুন আর ॥ ১৪৫
 এই তার বিলাপ শুনিয়া কাছে গিয়া ।
 পুছিলাম আমি বস বতন করিয়া ॥ ১৪৬
 তাহাতে আমার প্রতি যে কহিলা হরি ।
 কিশোরি শুনহ তাহা অবধান করি ॥ ১৪৭
 সে দিন যমুনা-কূলে, কদম্বতরুর মূলে,
 আমিহ ছিলাম দাঁড়াইয়া ।
 হেন কালে একনারী, লইতে যমুনা-বারি,
 আলা স্বর্ণ-কলস লইয়া ॥ ১৪৮
 তার রূপ করি নিরীক্ষণ ।
 মদন-বাণের বায়, আমিহ অবশ-কার,
 হইলাম প্রায় অচেতন ॥ ১৪৯
 পরে তার জানিবারে, পুছিলাম সুবলে,রে,
 সেহ মোরে দিল পরিচয় ।
 বৃষভানু-নৃপ-সুতা, অভিমত্যা-পরিণীতা,
 রাধা নাম অই নারী হয় ॥ ১৫০
 সেই রমণীর লাগি, আমি হইয়া অনুগামী,
 ফিরি সদা কানন-মাকার ।
 কোথাও না পাই সুখ, কিসে যাবে এই দুখ,
 উপায় না দেখি কিছু তার ॥ ১৫১
 শুনিয়া কৃষ্ণের কথা, আমি পাই বড় ব্যথা,
 আপাসিয়া আসিয়াছি তার ।
 কিশোরি আমার গর্জ, বাহে নাহি হয় বর্জ,
 তাহা তোহে করিতে বুঝায় ॥ ১৫২
 এতেক বৃন্দার বাণী রাধিকা শুনিয়া ।
 চাহিলা ললিতা-পানে আঁখি দ্রাইয়া ॥ ১৫৩

ললিতা কহেন বৃন্দা তুমি হও দেবী ।
 ধর্ম শিক্ষা করে কত নারী তোহে সেবি ॥ ১৫৫
 তুমি কহ করিতে অধর্ম-আচরণ ।
 শোভা নাহি পায় তব মুখে এ বচন ॥ ১৫৬
 রাজকন্তা কুলবধু নিজে হয় সতী ।
 উচিত না হয় হেন কথা ইহা প্রীতি ॥ ১৫৭
 অতএব তুমিহ তাঁহারে কহ গিয়া ।
 আপনার মন স্থির করহ বুদ্ধিয়া ॥ ১৫৮
 বৃন্দাদেবী কহেন ললিতা শুন কথা ।
 আমি আদিয়াছি বহুক্ষণ হল্য এথা ॥ ১৫৯
 তোমাদের আলাপন কিশোরী সাহিত ।
 শুনিবারে হয়্যাছিহু আমি পুকারিত ॥ ১৬০
 শুন হে ললিতে, দিশাখা সহিতে,
 যে কহিলে রাধিকারে ।
 শুনিয়াছি তাহা, রাধিকাও যাহা,
 কহিলা শুন তোমা সবারে ॥ ১৬১
 হেরিহু রাধার, বিরহ-দশার,
 পরিপাটী অতিশয় ।
 শুনিহু বিলাপ, আর অপলাপ,
 মোর আগে না ঘটয় ॥ ১৬২
 আর কহি শুন, আমারেও গণ,
 তোরা সহচরী-ভাগে ।
 তবে কি কারণ, করহ গোপন,
 প্রিয়-কথা মোর আগে ॥ ১৬৩
 আমি বৃন্দাবন, করিয়ে রক্ষণ,
 বহুদিন আশা করি ।
 রাধা শ্রামরায়, বিহরিবে তায়,
 দেখিব নয়ন ভরি ॥ ১৬৪
 তোরা এ লাগিয়া, সরল হইয়া,
 মোরে দাও অনুমতি ।
 আমি আনি গিয়া, সঙ্গেতে করিয়া,
 কিশোরীর প্রাণপতি ॥ ১৬৫
 ললিতা কহেন তবে প্রকাশি ছন্দ ।
 সখি যে কহিলা তুমি সব সত্য হয় ॥ ১৬৬
 আমাদেরও দিবা নিশি এই বাহ্য মনে ।
 রাধা-কক্ষ বিলাস দেখিয়ে বৃন্দাবনে ॥ ১৬৭
 কিন্তু বড় চপলস্বভাব দেখি ভারে ।
 শঙ্কা হয় মনে পরে হুখ দিতে পারে ॥ ১৬৮

এই লাগি কোনো কথা প্রকাশ না করি ।
 কিন্তু বড় কাণ্ড হয়্যাছে সহচরী ॥ ১৬৯
 বৃন্দাবন কোনো শঙ্কা মনে না করিবে ।
 রাধিকার গুণে সব বিষ নিবারিবে ॥ ১৭০
 ইহারে পাইলে তঁহ রসিক হুমতি ।
 না চাহিবে কভু অস্ত্র রমণীর প্রীতি ॥ ১৭১
 অতএব কোনো চিন্তা না কর অন্তরে ।
 অনুমতি দাও আনি গিয়া সে নাগরে ॥ ১৭২
 শ্রীরবনন্দন কহে বৃন্দা ধনি ধনি ।
 ভাল দত্ত করিয়াছে প্রভু যত্নমণি ॥ ১৭৩
 ললিতা বোলত মধুরিম ভায় ।
 সহচরি তুমি যাহ নাগর-পাশ ॥ ১৭৪
 সবজন লোচন পঙ্খ ছাপায় ।
 বকুল কুঞ্জপর আনবি তায় ॥ ১৭৫
 হাম সব রাইক-বেশ বনাই ।
 প্রথম রজনী মিলব তঁহি যাই ॥ ১৭৬
 ইহ শুনি বৃন্দা হুখিত পরাণ ।
 নাগর নিকট হি করল পরাণ ॥ ১৭৭
 ললিতা সকল সখীজন সঙ্গে ।
 রাইক-বেশ বনাওত রঙ্গে ॥ ১৭৮
 শ্রীরবনন্দন ধনি ধনি মানি ।
 বসন বিভূষণ দেওত আনি ॥ ১৭৯
 ললিতা যতনে ধরিয়া চিরণী ।
 চিকুরে করিলা বর বেশিফলী ॥ ১৮০
 তঁহি কাপন ঝল দিলা বাজিয়া ।
 নব মালতি-দাম-সনে কসিয়া ॥ ১৮১
 শুভ মোতি সিঁধি দিল ভাল পরে ।
 তঁহি দিল্লর চন্দন চিত্র করে ॥ ১৮২
 দিল শূন্যর কুণ্ডল কর্ণপুটে ।
 নিরখি শশিমণ্ডল দর্প টুটে ॥ ১৮৩
 গজমোতিক বেশর দাস পরে ।
 ধরিয়া তুলি গণি হি চিত্র করে ॥ ১৮৪
 তহু চন্দন পল্লী হি লিপ্ত করি ।
 সিত কপূক বাঙ্গল বক্ষ-পরি ॥ ১৮৫
 হিম স্তরপটী কটাতে পিচ্ছিল ।
 তঁহি মালতি-কোরক কাকি দিলা ॥ ১৮৬
 মুকুতায়া হার দিলেন গলে ।
 গজকুম্বকি দাম উরোজকলে ॥ ১৮৭

ভুজই মণিকল্প তাড় ধরে ।

রত্ননন্দন নপুংসক লেই করে ॥ ১৮৭

রাই ধনি চলই বন-মাজে,

নন্দন-চন্দ্রমুখ-দরশ-রস-লালসে,

তেজি কুল ধরম-ভর্য লাজে ॥ ১৮৮

কুঞ্জ জিনি মুগ্ধ পট, অঙ্গ সব ঢাকিয়ে,

ছোড়ি রস-হাস-পরিহাসে ।

পান তলু পান কুচ, আর-নত হোগয়া

মস্ত গজ-গমন পরকাশে ॥ ১৮৯

গন্ধ লোভে অঙ্গ অলি, বদন-সরসৌ-রূপে

পড়ত কত করি মধুর রাবে ।

গীত শুনি ভীত ধনি, কর কমল চালয়া,

বারণ কর নাই করি ভাবে ॥ ১৯০

কষ্ট করি অষ্ট নব, চরণ চলি যাইয়ে,

পুত্রত সখি কুঞ্জ কত দরে ।

শ্রাম তহু ধাম দিগি, শ্রীতলন কর তরী,

তাহে করি মগ্ন-দয় ধরে ॥ ১৯১

কোই অঙ্গ সোই মগ্ন, বটব কিয়ে ভাগমে,

নয়ন-পথ আওব সোই বাহে ।

শ্রেষ্ঠগণ শ্রেষ্ঠতম, শ্রীললিতা বোলই,

ভাবয়সি কিশোরি তুই কাহে ॥ ১৯২

এইরূপ আলাপনে চলিছেন রাই ।

এখানে বকুল-কুঞ্জে কহেন কানাই ॥ ১৯৩

পূজাদেবি দেখ হলা রজনী অধিকা ।

এখনো না আইলেন কেন শ্রীরাধিকা ॥ ১৯৪

বুনি লোক-ধন্য-ভয়ে কাতর হইয়া ।

অভিসারে করিতে না পারিয়াছে শ্রিয়া ॥ ১৯৫

কিন্তু তার গুরুজন কেহ কিছা পতি ॥

আনিয়া আমাতে ভাব করিল ব্যাহতি ॥ ১৯৬

তাহা বিনে স্থির নাহি হয় মোর মন ।

বিকিতেছে কোটি কোটি শরেতে মদন ॥ ১৯৭

অগ্নি হেন লাগিতেছে শরীর করুণ ।

কোকিল ভ্রমর রব বজর যেমন ॥ ১৯৮

মলয় পর্বত লাগে বিধ হেন পাথ ।

কি করিব কহ শ্রাণ রাধিতে উপায় ॥ ১৯৯

আজি যদি নাহি পাই আমি সে কিশোরী ।

তবে বুনি কেহে শ্রাণ রাধিতে না পারি ॥ ২০০

কহিছেন বৃন্দা দেবী তাঁথ ।

নাহি ভাব নটবর রায় ॥ ২০১

যেন ভাব রাধার তোমাথ ।

তাহে কোনো সন্দেহ না ভায় ॥ ২০২

লোক-ধন্য-ভর্য হেয়গিগয়া ।

সেই তারে আনিবে টানিয়া ॥ ২০৩

অই দরে কর বিলোকন ।

দেখা যায় বিজুরী যেমন ॥ ২০৪

এ রাধার অঙ্গ-ছটা বটে ।

তাহা বিনে অস্তে নাহি বটে ॥ ২০৫

অন্তএব না ভাব বকারি ।

আসিতেছে তোমার কিশোরী ॥ ২০৬

এখানেতে শ্রীরাধিকা চমকি উঠিয়া :

কহিছেন শ্রীললিতা প্রতি সম্বোধিয়া ॥ ২০৭

সখি আসিতেছে কার গন্ধ চমৎকার ।

মাতাইল অভিযয় নাসিকা আমার ॥ ২০৮

একি পদ-চন্দন-কপূর-সার নিয়া ।

বিধি রচিয়াছে ইহা কৌতুকী হইয়া ॥ ২০৯

আম দেখ সখি অই কুঙ্কর ভিত্তর ।

উদয় হয়্যাছে বুনি শ্রাম সুধাকর ॥ ২১০

ইন্দ্র নীলমণিময় শরী না হইলে ।

হেন শ্রাম-জ্যোৎস্না ভুবনেতে নাহি মিলে ॥ ২১১

ললিতা কহেন চল কুঞ্জ-ভিতরেতে ।

যার গন্ধ যার জ্যোৎস্না পারিবে আনিতে ॥ ২১২

তবে গিয়া কুঞ্জ দ্বারে, দেখি রাধা নটবরে,

অন্তরেতে পাইয়া তরাস ।

ললিতারে দৃঢ় করি, বাহ পসারিয়া ধরি,

কহিছেন গদগদ ভাষ ॥ ২১৩

শ্রিয়সখি চলহ ভবন ।

মনে যত আশা ছিল, সে সকল পূর্ব ভেল,

আর এখা নাহি প্রয়োজন ॥ ২১৪

ললিতা কহেন বাণী, ভাল বটে বিনোদিনি,

তোর আশা হইল পূরণ ।

মোদের যে আশা আছে, তাহা পূর্ণকর পাছে,

গৃহে লয়্যা করিব গমন ॥ ২১৫

কহেন শ্রীমতী রাই, যদি শুনিবারে পাই,

তবে সেই আশা পূর্ণ করি ।

কহেন ললিতা হাসি, সখি রূপা পরকাশি,
 মেঘকোলে দেখাও বিজুরী ॥ ২১৬
 এত পরিহাস শুনি, কিছু না কহেন ধনৌ,
 অধ করিয়াছেন বচন ।
 কিশোরীমোহন দেখি, নিকটে আসিয়া সুখী
 কহিছেন মধুর বচন ॥ ২১৭
 শশিমুখি মুখ তুলি চাহ একবার ।
 দেখিয়া জুড়াকু মন-নয়ন আমার ॥ ২১৮
 কোকিলের নাদে কর্ণ হয়্যাছে তাপিত ।
 প্রিয়-কথা কহি কর সুধার সিক্তিত ॥ ২১৯
 মদন-জ্বরেতে তনু জ্বলিছে নিতান্ত ।
 শ্রীঅঙ্গ পরশ দিয়া তাপ কর শান্ত ॥ ২২০
 আহা মরি কিবা তপ ছিল ললিতার ।
 খার বলে আলিঙ্গন পায়্যাছে তোমার ॥ ২২১
 জানিতে পারিলে আমি সেই তপ করি ।
 বাহে পাই তব আলিঙ্গন আশা ভরি ॥ ২২২
 ললিতা বলেন শুন তপ মো সবার ।
 সেবা করি মোরা সদা এইত রাখার ॥ ২২৩
 সেই বলে হইয়াছি এ ভাগ্যভাজন ।
 ইহা গিনে অজ্ঞ নাহি ইহার সাধন ॥ ২২৪
 তুমি যদি এমন হইতে কর মনে ।
 তবে কিশোরীর সেবা করহ যতনে ॥ ২২৫
 কৃষ্ণ কন প্রিয়ে আসি বহুহ আসনে ।
 সেবন করিয়ে আমি তোমার চরণে ॥ ২২৬
 প্রেমানন্দ-স্বর্ণ-জলে করি পাশ্য দান ।
 রোমাঞ্চ দরবাক্ষরে অর্ঘ্যের বিধান ॥ ২২৭
 তিলক চন্দনে করি গন্ধ সমর্পিষ ।
 আপনার হস্ত-বস্ত্র-পদ-পুষ্প দিব ॥ ২২৮
 তব অঙ্গস্পর্শে তাপ অগ্নি নিবাইবে ।
 সেই ধূম ধূপদানে উচিত হইবে ॥ ২২৯
 কোকিল মণিতে হবে প্রদীপ উজ্জ্বল ।
 নৈবেদ্যে উচিত আছে এক বিষকল ॥ ৩০০
 যদি তুমি নৌকার করহ রূপা করি ।
 তবেই আমিহ তাহা সমর্পিতে পারি ॥ ২৩১
 যে হুকু এক্ষণ আমি বসি পুষ্পাসনে ।
 সেবাতে নিযুক্ত কর এই ভৃত্য জনে ॥ ২৩২
 এত কহি তাঁর কুর বক্রিয়ারে চান ।
 ললিতায় ছাড়িয়া কিশোরী দূরে যান ॥ ২৩৩

নাগর কহেন, ললিতা দেখিলে,
 রাধিকার ব্যবহার ।
 সেবক জনেতে, সেবিতে চাহিল,
 না করিলা অস্বীকার ॥ ২৩৪
 ললিতা কহেন, বুঝিছ তোমার,
 জন্মে ভক্তি নাই ।
 ভক্তি বিহনে, দেবতা প্রসাদ,
 কদাচিত নাহি পাই ॥ ২৩৫
 পুন হরি কন, সাধকের যদি,
 ভক্তি না থাকে চিতে ।
 উত্তর সাধক, দেবতারে আনি,
 পারয়ে নিকটে দিতে ॥ ২৩৬
 তুমিহ আমার, উত্তর সাধক,
 হইয়াছ এ ভজনে ।
 অতএব মোর, কাছে আনি দাও,
 নিজ সহচরী জনে ॥ ২৩৭
 বিশাখা বলেন, * তুমিকি জান না,
 দেবতা পূজার বিধি ।
 দেবতার দেহে, কল্প অঙ্গভাস,
 না করিলে নহে সুধি ॥ ২৩৮
 তাহা শুনি হরি, ভাল ভাল বলি,
 কিশোরী নিকটে গেলা ।
 রূদ্ৰাদেবীসনে, ললিতা বিশাখা,
 কুঞ্জের বাহির চেলা ॥ ২৩৯
 কৃষ্ণ কাছে দেখি রাখা চান পালাইতে ।
 শুক হইয়াছে তনু নারিলা ঘাইতে ॥ ২৪০
 তবে কৃষ্ণ কোলে করি তুলিয়া লইয়া ।
 কুঞ্জের ভিত্তিরি গেলা স্থপিত হইয়া ॥ ২৪১
 ভয়ে কাঁপিছেন রাই ধর ধর করি ॥
 কহিবারে আরস্তিলা তাঁর প্রতি হরি ॥ ২৪২
 প্রিয়ে তুমি ঈশ্বরী আমিহ ইহ দাস ।
 অশ্রুচিত মোরে দেখি তোমার তরাস ॥ ২৪৩
 আর শুন এ বিষয়ে কিবা আছে ভয় ।
 ভ্রমর পরশে পুষ্প পীড়া কোথা হয় ॥ ২৪৪
 রাধিকা কহেন তার মুহু মুহু তাঁর ।
 মুহু মুহু মুহু নার না করহ অন্তর ॥ ২৪৫
 মু মু মু মু মুগ্ধবক্তাব হই মোরা ।
 তু তু তু তু তুমিহও কল্প রসে তোরা ॥ ২৪৬

তত তব মোরে বল করা যোগ্য নয় ।
 কক কলিকাতে কোথা অলি লুক্ক হয় ॥ ২৪৭
 কিশোরীর বচন শুনিয়া শ্রাম রায় ।
 বিনয় করিয়া পুন কহিছেন তাঁর ॥ ২৪৮
 শুন শুন প্রাণপ্রিয়ে, আমি কিছু নিবেদিয়ে,
 শ্রবণ করহ দিয়া কাণ ।
 তুমি নিজ অঙ্গ দিতে, যদি ভয় কর চিতে,
 তবে নাহি রহে মোর প্রাণ ॥ ২৪৯
 শুন শুন তাহার কারণ ।
 ক্রুদ্ধ হয়্যা পদশয়, বিদ্ধি করে জর জর,
 করি শর-সমূহ-বর্ষণ ॥ ২৫০
 তব মুখ-সুধাকরে, যদি পাই দেখিবারে,
 তবে মোর নেত্র হুথ পায় ।
 তব কথামৃত ধারে, যদি পাই শুনিবারে,
 তবে মোর শ্রবণ জুড়ায় ॥ ২৫১
 শ্রীমুখ সৌরভ তব, যদি হয় অনুভব,
 তবে তাপ যায় নাসিকার ।
 তব প্রেম-আলিঙ্গন, যদি পাই একক্ষণ,
 তবে তহু জুড়ায় আমার ॥ ২৫২
 যদি ও অবরামৃত, পাই আমি যত কিবিত্ত,
 তবে মোর জিহ্বা হয় বির ।
 না পাইলে এ সকল, কিশোরি কি আছে ফল,
 যত করি স্নানি এ শরীর ॥ ২৫৩
 কৃষ্ণের বচন শুনি রাধা ঠাকুরাণী ।
 মৃদু হাস করিলা কহিলা কিছু বাণী ॥ ২৫৪
 তবে অভিপ্রায় বুঝি নাগর উহার ।
 আরম্ভিলা পুরিবারে বাহ্য আপনার ॥ ২৫৫
 আছে ভয় আছে অভিলাষ অভিশয় ।
 সেই দুই রাধিকারে হৃদিকে টানয় ॥ ২৫৬
 নানা নানা করেন চুমন আলিঙ্গনে ।
 কিন্তু বিষ না করেন করাদি-চালনে ॥ ২৫৭
 হেন মতে শ্রীকৃষ্ণের আশা পূর্ণ করি ।
 নিবেদন করিছেন তাঁহারে কিশোরী ॥ ২৫৮

নাগর-শেখর, সব শুণাকর,
 পুরুষ-রতন তুমি ।

আনাইয়া দূরে, কানন-ভিতরে,
 কত হুথ দিলু আমি ॥ ২৫৯

নাহি কর মোরে রোষ ।
 আপন কিস্করী, বলি মনে করি,
 কমা কর সব দোষ ॥ ২৬০
 আমি যুগধিনী, কিছুই না জানি,
 তব হুথ হবে যায় ।
 তাহে মোর প্রতি, কভু অপরিভি,
 কর না নাগর-রায় ॥ ২৬১
 আমি গুণ-হীন, পরের অধীন,
 তাহে নানা দোষাশ্রয় ।
 তুমি যে স্বীকার, করিলে আমার,
 এ কেবল দয়া হয় ॥ ২৬২
 যদি জয়াস্তরে, বিভুদ্ধ-অস্তরে,
 করি থাকি পূণ্যচয় ।
 কিশোরী-মোহন, তবে এই জন,
 প্রতি নহ নিরদয়, ॥ ২৬৩

শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে কহ একি কথা ।
 তোমা লাগি বনে আসি মোর নাহি ব্যথা ॥ ২৬৪
 তোহে পাব বলি যদি পরিচয় জানিতে ।
 তবে পারি আমি দাবানলে প্রবেশিতে ॥ ২৬৫
 তুমি মোর প্রাণধন কর্তে হেম দাম ।
 মদ্যই চন্দ্রে ধরি এই হয় কাম ॥ ২৬৬
 তুমি যে তেজিলে মোর লাগি ধর্ম-কুলে ।
 বিকাইনু তব কাছে আমি এই মূলে ॥ ২৬৭
 তোমার যে রূপ গুণ-লাবণি অপার ।
 ইহার তুলনা নাহি ভুবন-মাবার ॥ ২৬৮
 এই সকলেতে মুগ্ধ হয়্যা মোর মন ।
 তোমা বিনে অস্ত্র নাহি ভাবে একক্ষণ ॥ ২৬৯
 অর্থাৎ তোমা বিনে অস্ত্র দেখিতে না চায় ।
 প্রিয়ে জান আপনার অধীন আমার ॥ ২৭০
 কৃতজ্ঞলি হয়্যা কহে শ্রীরব্ধনন্দন ।
 দোহাঁর অধীন বট তোমা হুইজন ॥ ২৭১

ইতি শ্রীগীতমালায়াং শ্রীরাধিকার্যঃ পূর্ব-
 রাগবর্ণনং নাম অষ্টমং গ্রন্থনম্ ॥ ৮

নবম গ্রন্থন ।

অথানুরাগ ।

সখি গৌর চিত্তচোর নহনে দেখিয়া ।
নাহি হয় মন জয় যতন করিয়া ॥ ১
আহা মরি হেন নারী কেবা আছে ভবে ।
সে বদন বিলোকন করি স্থির হবে ॥ ২
দেখিমাতে বাহা গাত্রে অবশতা পায় ।
কোথা আছি করিতেছি কিবা নাহি ভায় ॥ ৩
সে দীঘল শতদল-সমান নয়ন ।
নিরখিয়া কেবা হিয়া করিবে ধারণ ॥ ৪
পুন তায় যবে চায় বিলাস করিয়া ।
তবে পারে হরিবারে মদনের হিয়া ॥ ৫
তাহে কতি গুণততি না হয় গণন ।
উপমান দিতে স্থান ত্রৈবন্দন ॥ ৬

এক দিন বসিয়া সন্ধ্যায় ।
রাধিকা কহেন লগিতায় ॥ ৭
ত্রৈবন্দন রূপের মাধুরী ।
সখি করে জাঁখি মন চুরী ॥ ৮
কতি নব জলধর জিনি ।
চুয়াইয়া পড়য়ে লাবণী ॥ ৯
মুগ্ধশলী জন-মনোহারী ।
তাহার তুলনা দিতে নারি ॥ ১০
তাহে ভুরু ভঙ্গিম চাহনী ।
যাহা দেখি মজরে কামিনী ॥ ১১
অধর রঙ্গিম সুগঠন ।
বলিহারি ত্রৈবন্দন ॥ ১২
দশনকে জোতি, মুখাকর নিন্দাই,
মণিময় মুকুর কপোল ।
গরুড়-পরব-হর, নাস' সুন্দর,
তঁহি মুকুতাঘন দোল ॥ ১৩
পেগু'য়ে সখি কিয়ে বনোয়ারী ।
-সুন্দর, ভুজ যুগদোলনে,
বিকল করই সব নারী ॥ ১৪
নীল ধরাধর, ভট পরিসর,
উর তঁহি রোমানলী শোভা ।

কেশরী জিনি মাঝা, নাতি সরোবর,
নারী-মন-ঝব লোভা ॥ ১৫
স্বামকদলী জিনি, উরুধুগ হুবলনি,
ধলকমলিনী-সম-চরণা ।
নখশশিমণ্ডল, কিরণহি বলমল,
রত্নবন্দন জন-শরণা ॥ ১৬
ত্রৈবন্দন বেশ সখি ভুবন মোহন ।
নিরখিয়া কে ধরি করিতে পারে মন ॥ ১৭
চরণে শোভয়ে কিবা কনকনপুর ।
মানিনী কামিনী যনে যেই করে চুর ॥ ১৮
ভড়িত-তুলিত-পীত পট-পরিধান ।
তা দেখি রাধিতে পারে মানিনী কি মান ॥ ১৯
কটীভটে সুবর্ণ-শিকলী অভিরাম ।
নারীচিহ্ন করী ধরি বাহে বান্ধে কাম ॥ ২০
গুকের উপরি পরিকার হার মাছে ।
সুন্দরী ধারা যেন স্থিরতট-মাছে ॥ ২১
আপাদলস্থিত বন-মালা দোলে তায় ।
যার গন্ধে অলিপণ মাতি মাতি ধার ॥ ২২
শিরে শিগি-শিগি মুকুট শোভমান ।
ত্রৈবন্দন সেই রূপ করে ধ্যান ॥ ২৩
ত্রিভঙ্গী হইয়া, সখি দাঁড়াইয়া,
কদম্বতরুর ছায় ।
দুরলী বাজায়, সেই শ্যামরায়
তাহা কি কহনে যায় ॥ ২৪
কিবা সে মগ্নরত্ননি ।
যাহা করি পান, করি অমৃমান,
এই সুখ-ভরসিনী ॥ ২৫
যেই ধনি স্তনি, অমর কামিনী-
সকল মোহিত হয় ।
ধন্য কেশপাশ, পরিধান বাস,
তাহা কিছু না জানয় ॥ ২৬
দমনার জল, করি কলকল,
ফুল-অভিমুখে ধার ।
হরিণী সকল, নেত্রে করে জল,
জ্বাঘের নিকটে বাস ॥ ২৭
তনিয়া সে রব, কুলের গৌরব,
বৈরব রাধিতে পারে ।

হেন কুলনারী, ভুবন-ভিতরি,
নাহি পাই দেখিবারে ॥ ২৮
সেই বেণুগান, হরিয়াছে কাণ,
রূপ হরিয়াছে আঁখি ।
রহিতে না পারি, অন্ধে কিশোরী,-
মোহনেরে নাহি দেখি ॥ ২৯

যে দিনে গামের রূপ দেখিতে না পাই ।
সে দিনে রে ভুর্দ্বিন বলিয়া আমি গাই ॥ ৩০
যে রাত্রিতে দেখিতে না পাই সে বদন ।
সে রাত্রিরে কালরাত্রি মানে মোর মন ॥ ৩১
যদি বিধি না করিত মোরে কুলনারী ।
দেখিতাম তবে নিরবধি বংশীধারী ॥ ৩২
পারিতাম যদি পঙ্কস্বরূপ ধরিতে ।
ভ্রমিতাম তার সঙ্গে দেখিতে দেখিতে ॥ ৩৩
কি কবিতা পাব সখি তাহার দর্শন ।
সে উপায় কহি স্থির কর মোর মন ॥ ৩৪
কিশোরীর কথা শুনি লগিতা হুমতি ।
সমুচিত কহিতে লাগিলা তাঁর প্রতি ॥ ৩৫

সখি স্থির কর নিজ চিত ।
নাহি হও এ উৎকণ্ঠিত ॥ ৩৬
কোথা আছে এবে বংশীধারী ।
তাহা কিছু জানিতে না পারি ॥ ৩৭
যদি থাকে পিতার নিকটে ।
তবে তার দেখা নাহি হুটে ॥ ৩৮
কিন্তু থাকে নিকটে মাতার ।
তবু দেখা হুন্মত্ত তাহার ॥ ৩৯
যদি থাকে সখাদের সনে ।
কে যাইতে পারিবে সেখানে ॥ ৪০
অতএব থাক খৈয়া ধরি ।
কালি তারে দেখিবে কিশোরি ॥ ৪১

এইরূপ কহেন লগিতা ।
হেন কালে বৃন্দা আসি, কহিছেন হাসি হাসি,
কুঞ্জে চল কীত্তি-চুহিতা ॥ ৪২
বনমালা তোমা লাগি, হর্যা অতি অনুরাগী,
পাঠাইলা লইতে তোমার ।
অতএব বেশ করি, চল চল হে হৃন্দরি,
নিলস করিতে না ঘুরায় ॥ ৪৩

শুনিয়া সকল সখী, বেশ করে হর্যা হৃদী,
মৃগমদ অঙ্গেতে লেপিল ।
পরাইল নীল শাটী, নীলমণি পরিপাটী,
ইন্দীবর-মালা গলে দিল ॥ ৪৪
তবে সখীগণ-সঙ্গে, চলিলা রাধিকা রঙ্গে
বনমাগি-দর্শন করিতে ।
শ্রীকিশোরী-অনুচরী, তাহুল সঙ্কিত করি
লইয়া চলিয়া হৃদি-চিত্তে ॥ ৪৫
চলিলা পরিপূর্ণ সুষাংস-মুখী ।
বনমাগি বিলোকন লাগী হৃদী- ॥ ৪৬
গতি-গন্ধিত মন্তকরি-গমনা ।
মদমাদিত দিব্য পিকৌ-বচনা ॥ ৪৭
পদনপুর-কঙ্কণ-কিঙ্কিণীয়ে ।
চলিতে চলিতে করিয়া ধ্বনিরে ॥ ৪৮
নবরঞ্জিনী সঙ্গিনী শোহনিরে ।
বরবেণি-ভূজঙ্গিনী দোলনিরে ॥ ৪৯
তিমিরাত্ত পগহি মন্দগতি ।
চলিলেন কিশোরী হৃদিতমতি ॥ ৫০
এখানেতে কালাচান্দ পাঠায়্য বৃন্দায় ।
ব্যাকুল হইল অতিশয় উৎকণ্ঠায় ॥ ৫১
আইসেন কুঞ্জের বাহিরে একবার ।
প্রবেশ করিছেন পুন মাঝে তার ॥ ৫২
করেন পল্লব পাতি শয্যা বিরচন ।
মনে মনে এইরূপ করেন চিন্তন ॥ ৫৩
গিয়াছেন বৃন্দা আনিবারে মোর প্রিয়া ।
এখনো ফিরিয়া না আইলা কি লাগিয়া ॥ ৫৪
বুঝি প্রিয়া-গুরুজন নিকটেতে আছে ।
যাইতে পারেন নাই বৃন্দা তার কাছে ॥ ৫৫
কিন্তু তার পতি করি থাকিবে উর্জুন ।
এই লাগি প্রিয়া করে নাই আগমন ॥ ৫৬
এইরূপ কহিতে কহিতে সখী-সনে ।
শ্রীরাধিকা প্রবেশিলা নিকুঞ্জভবনে ॥ ৫৭
তাহা নিরীকণ করি কিশোরী-মোহন ।
আগে বাড়ি লইতে করিলা আগমন ॥ ৫৮
তাহা নিরখিয়া, লগিতা হৃন্দরী,
পাছে কল্পি রাধিকারে ।
পরিহাস-রস,- লালস-মানস,
কহিছেন নটগরে ॥ ৫৯

চপল নাগর, হর্য সাবধান,
না ছুয়া সখীর ডগ্ন ।
আজি ত্রুত করি, আছে মোর সখী,
কালি পূজিবেক তামু ॥ ৬০
বন্দ্যার বচন, রাখিতে এখানে,
করিয়াছে আপমন ।
না থাকিবে আজি, তোমোর নিকটে
বাইবেক নিকেতন ॥ ৬১
নাগর কহেন, তোমার কথায়,
প্রতীতি না হয় মোর ।
তবে আমি ইহা, সত্য করি মানি,
যদি সখি কহে তোর ॥ ৬২
নলিতা কহেন, ত্রুতে আছে সখী,
আজি না কহিবে কথা ।
আমাকে কিশোরী- প্রতিনিধি জান,
নাহি ভাব ইতরথা ॥ ৬৩
কর কন প্রতিনিধি হয় যে বাহার ।
করয়ে সকল কর্ম সে জন তাহার ॥ ৬৪
অতএব তুমি আজি থাক মোর পাশে ।
তব সখী দরে থাকি দেবন বিলাসে ॥ ৬৫
কহেন ললিতা দেবী মরিয়াম লাজে ।
মোর প্রতি হেন কথা কহু নাহি সাজে ॥ ৬৬
যে জন পানীর গান শুনিয়া ভুলিবে ।
তাহারী নিকটে তুমি এ কথা কহিবে ॥ ৬৭
রাধিকা কহেন যদি না থাকে তুলিয়া ।
তথাপি থাকিতে হয় শ্রামকাছে গিয়া ॥ ৬৮
আপনার ইষ্ট বা অনিষ্ট যে করণ ।
প্রতিনিধি হলো তাহা করে সব জন ॥ ৬৯
নাগর কহেন বলিহারি তোহে রাখে ।
ধখার্ব কহিয়া পূর্ণ কৈল মোর সাথে ॥ ৭০
কিশোরি তোমার কথা পরমাণ করি ।
ললিতা আহন এবে নিরুদ্ভ-ভিতরি ॥ ৭১
হাসি হাসি পুন, কহেন ললিতা,
লনহ নাগরগার ।
নিধির ঘটনা, অতি অকৃত্ত ।
কিছু বুঝা নাহি যায় ॥ ৭২
যাবত বরতে, থাকিত রাধিকা,
আমারেও তদবধি ।

ইহার সকল, করম করিতে,
হতা হর্যা প্রতিনিধি ॥ ৭৩
এহ বিধি কলে, বচন কহিয়া,
করিলেক ত্রুত ভজ ।
আমি প্রতিনিধি, বুজি ইহারে,—
লগ্যা কত রস-রস ॥ ৭৪
এতেক কহিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
লগ্যা সব সহচরী ।
চতুরা ললিতা, বাহিরেতে গেলা,
এথা রাধি ক্রীকিশোরী ॥ ৭৫
তবে বনবাণী, মহা কুতূহলী,
ধরিয়া রাখার করে ।
বচন করিয়া, আসনে লইয়া
বসাইলা সমাগরে ॥ ৭৬
সজল-নয়নে, মধুর বচনে,
কহিছেন বনোয়ারি ।
আমার লাগিয়ে, তুমি পাও পিয়ে,
কত দুখ বেরি বেরি ॥ ৭৭
আহা মরি মরি, কুহুম-উপরি,
যে চরণ থুতো বেখে ।
তাহাতে করিয়া, আইলে চলিয়া,
কি করিয়া বন-পথে ॥ ৭৮
মোর কোলে দিনে, থাকিয়া শুবনে,
ভর পাও অলি দেখি ।
সে তুমি কি করি, রজনী ভিতরি,
বনে আলো শশিমুখী ॥ ৭৯
কহেন কিশোরী, শুন বনোয়ারি,
কি গুণ তোমার আছে ।
বাহে করি টানি, কুলের কামিনী,
আনহ আপন কাছে ॥ ৮০
তুমি সুধমর, তোমা লাগি হয়,
যে সকল ব্যবহার ।
তাহে দুখ-ভর, কিরূপে ঘটয়,
এ কিশোরী সাধী তার ॥ ৮১
ক্রীরাধারে পুন কহিছেন নটবর ।
সত্য কহ শ্রিয়ে বুচিয়াছে সব ডর ॥ ৮২
অধামুখী হর্যা নহু নহু হাত করি ।
কহিছেন ক্রীকেশের রাধা নিরি নিরি ॥ ৮৩

প্রাণবন্ত তুমি সর্ব্ব ভয় নাশ কর ।
 তোমার নিকটে কি থাকিতে পারে ডর ॥ ৮৪
 কিন্তু তুমি এক ভয় নার ঘৃণাইতে ।
 সঙ্গ কালে হয় বাহা বিচ্ছেদ হইতে ॥ ৮৫
 ত্রীশূন্য কহেন মরি খালাই লইয়া ।
 গড়িয়াছে নিধি তোহে প্রেমসার দিয়া ॥ ৮৬
 প্রেমময়ী বট তুমি হোর আফ্লাদিনী ।
 যেমন মধুর রূপ ততোধিক বাণী ॥ ৮৭
 প্রেম শিখিবারে আমি শিষ্য হব তোরা ।
 শিখাইতে হবে দয়া কবিতা কিশোরি ॥ ৮৮

তবে রাধা মদনমোহন ।
 কাম-কেলি-রসে নিমগন ॥ ৮৯
 রসের সাগর যতুনি ।
 ত্রীরাধিকা রস-তরঙ্গিনী ॥ ৯০
 দৌহার মধুর আলাপন ।
 তনি সুখী দৌহার শ্রবণ ॥ ৯১
 অঙ্গ সুখী অঙ্গ-পরশনে ।
 আঁখি সুখী মুখ-বিলোকনে ॥ ৯২
 অঙ্গ-গন্ধে নাসা আমোদিত ।
 রসনা অধর-রসে শ্রীত ॥ ৯৩
 পাই হেন রসের হিলোর ।
 কিশোরী-কিশোর দৌহে ভোর ॥ ৯৪

ইতি ত্রীগীতমালায়াং ত্রীরাধায়া অনুরাগ-
 বর্ণনং নাম নবমং অঙ্কনম্ ॥ ৯

দশম অঙ্কন ।

অথ বাসক-সজ্জা ।

গোরাচান্দ এখনী আসিবা এই মনে ।
 ভক্তগণ সাজায়েন ত্রীবাস অঙ্গনে ॥ ১
 সম্মার্জনী ধরিয়া করিয়া সম্মার্কন ।
 চন্দন-কুসুম-জলে করিলা সিকন ॥ ২
 নানাবর্ণ কুসুম তাহাতে বিছাইলা ।
 উপরিতে কুসুমেরী চন্দ্রাতপ দিলা ॥ ৩
 ধারিতে কদলী তরু করিয়া রোপণ ।
 করিলেন অলপুণ কলস হা নি ॥ ৪

পাখালিতে গোরাচান্দ-চরণযুগল ।
 ঐরব্বন্দন আনি রাখিলেক জল ॥ ৫
 বনচারি আওব রাই-গৃহ-মাজ ।
 তনি সখীমণ্ডল কর ধনি সাজ ॥ ৬
 চাঁচর চিকুরে বনাওল বেণী ।
 যৈছন দিনকর-তনয়া-বেণী ॥ ৭
 হুঁই দেই মালতি কুসুমকি মাল ।
 যমুনা জল জহু হংসকি জাল ॥ ৮
 নৈখি নৈখি মণিময় নৈখি উজিয়ায়ী ।
 জলদ উপরি জহু অচল বিজুরী ॥ ৯
 সিন্দুর-বিন্দু ললাটটি দেলা ।
 দিগু উপরে রবি উদিত কি ভেলা ॥ ১০
 চন্দন-বিন্দু দেই চহু পাশে ।
 রবি বেড়ি তারকগণ জহু ভাসে ॥ ১১
 নৈখি দেওল কাজর-রাখা ।
 কমল-উপরি জহু আল দিল দেখা ॥ ১২
 নাসাশিখর দেই গজমেতি ।
 নলকে যৈছন তারকমেতি ॥ ১৩
 ঐরব্বন্দন পত্নী বাহা দেখি ।
 হোয়ন মুখিত বিবাদ উপেক্ষী ॥ ১৪

মণিময় মুকুর মনোহর গণ্ডাতি
 বস্ত্র পত্রাবলী লেপা ।
 শ্রবণযুগলে মণিবৃণ্ডল দেওত
 দিগু লজ্জিত বাহা দেখী ॥ ১৫
 পয়োধর উপরি মকরী বস্ত্র
 লেখল চন্দন ঘনরস ডারী ।
 গলিত-কনক-রস-চিত্রিত-কপক
 বায়ল কসি দিয়া ডোরী ॥ ১৬
 নুত্নতাহার মনোহর মণিময়
 পদক কনক-কৃত দাম ।
 কর্ণতি দেওল বৃথী কুসুমকি মালা
 অতি অনুপাম ॥ ১৭
 ভুজবৃক্ষ সন্দর হাড় পরাওল
 তঙ্গন চুড়ী বালা ।
 নবজলধর-সম বসন পিকাল
 বাকল কিশি-নাসা ॥ ১৮

চরপাতি পকম বাজন নপুর

দেহে ঘণ্টা র রঙ্গে ।

প্রায়শ্চন্দন করল হুরকিত

নবযাবক-রসপক্ষে ॥ ১৯

পাই-বেশ দেখি স্থখী সব সহচরী ।

গৃহ সাজাইতে আরতিলা বহু করি ॥ ২০

অন্তর চন্দন-জলে করিয়া সেচন ।

সংসার্তনী করে বরি করিলা মার্জন ॥ ২১

মস্তাকুর রোপণ করিয়া ঘরদেশে ।

জলপূর্ণ স্বর্ণ কুণ্ড দিলা তার পাশে ॥ ২২

চিত্র চন্দ্রাতপ আরোপিলা গৃহমাঝে ।

মুক্তাময় ঝালর ঘাঘাতে বহু সাজে ॥ ২৩

সরিকার পালকে পাতিয়া পটতুলি

কুণ্ডপরি পুষ্প বিছাইলা শোটা ফেলি ॥ ২৪

লিঙ্কিত তাম্বুলে পূর্ণ মস্তৃট রাখিলা ;

শাপি শাপি মণিময় প্রদীপ জালিলা ॥ ২৫

দেহ-বেশ-শোভা দেখি আনন্দিত-মন ।

প্রাক্ষিপ্যেবা করিছেন হৃদয়ে ভাবন ॥ ২৬

আজি বদ্ধ নিকুঞ্জে করিলে আগমন ।

কহিব না আমি তারে কোনহ বচন ॥ ২৭

যখন আসিবে সেহ অঙ্গ পরশিতে ।

দরেতে যাইব তব না দিই ছুইতে ॥ ২৮

করিবে যখন সেহ কাঙ্ক্ষিত বিনতি ।

তখন মুচকী হাসি কহিব ভারতী ॥ ২৯

বিহার সময়ে আজি না করিব লাজ ।

না করিতে কহিবে করিব সেই কাজ ॥ ৩০

তাহার ঘাঘাতে স্থখ করিব তাহাই ।

দাস নিশা কি করিব ঘাঘে স্থখ নাই ॥ ৩১

পরে বাক্যাইব তারে আপনার কেশ ।

করাইব নতন করিয়া সব বেশ ॥ ৩২

পরে দৌড়ে এক শেজে করিব লগন ।

সখীগণ কাছে আসি করিবে বীজন ॥ ৩৩

প্রায়শ্চন্দন দাস সময় জানিয়া ।

টানিবে দোলন পাখা বাহিরে থাকিয়া ॥ ৩৪

হেন মতে রাই করত আশ;

কতু নিরখত দেহ-বাস,

কতু করতঁহি নর্ঘ হাস,

গদ-গদ-গদ ভাবে ।

হেনই সময়ে নাগরাজ,

করিয়া দিব্য নটর-সাজ,

আঙল দেখি সখীসমাজ

কহত রাই-পাশে ॥ ৩৫

দেখহ সখি নয়ন ডারি,

আঙত স্বরে বংশীধারী,

গোকুল-পুর-মুখতী নারী,—

চিত্ত হরলকারী ।

নীলরতন জলদ-শ্যাম,

জিনিয়া কোটি কোটি কাম,

শশধর শত লক্ষধাম,

ধৈর্য-ধন হারী ॥ ৩৬

বাক্যপতি-সম নয়ান,

ইন্দ্রদীর জিনি নয়ান,

এবং শূকটাক্ষ-বাণ,

বাকিম ভক্ত-চাপে ।

চুড়িহি কত কুমুম পক্ষ,

গুণ মাল কেকি-পুক্ষ,

ইন্দ্রধরুর করয়ে তুক্ষ,

মন্দ পবন কাপে ॥ ৩৭

চিত্রিত-চন্দন কুমুম-পাতি,

হৃন্দর পিনিয়া মধুর ভাঁতি,

মণি-কুণ্ডল বহল কাতি,

গগনগুণ সাজে ।

মণকলকরি-কলত-ভণ্ড,

জিনি দোলই বাতদণ্ড,

করত দৌই লণ্ডভণ্ড,

গোকুলবংশীভণ্ডে ॥ ৩৮

গিরিতট-দম উর বিশাল,

তর্জি দোলত মুকুতা-মাল,

কনক-মুখি-দাম ভাল,

দৌরভে অলি ধাপে ।

কটিতে শোভে পাতবাস,

গজবর জিতি প্রান্ত-বিলাস,

রব্বন্দন নাম দাস,

সঙ্গ করি আয়ে ॥ ৩৯

বনমালী আঙল নিরাপি কিশোরী,

কাঁপল বমনে বদন হাসি খোরী ॥ ৪০

লাজহি বোল কহন নহি পার ।
 সখীজন হরি লেউ ভই আঙসার ॥ ৪১
 পই পিয়া কয় ধরি লই লই হাস ।
 মেজহি বৈঠি বোলয়ে মূহ ভাষ ॥ ৪২
 পিয়ে কাহে ঝাঁপসি বসনহি বয়না ।
 নিরখি সুখিত হউ মনু হুঙ্ক নয়না ॥ ৪৩
 চান্দ উদিত এই পিয়ে আপনারে ।
 নিরখিতে নাহি দেই কতু কি চকোরে ॥ ৪৪
 নাগর যৌঠি বচন শুনি তোরী ।
 মূহ মূহ হাসত সরস কিশোরী ॥ ৪৫
 ত্রীললিতা কহে, শুন শুন ওহে,
 বনমাণি মোর খণী ।
 অলপ সুখতে, কে পায় দেখিতে
 সখীর বদন-খানী ॥ ৪৬
 তুমিত সতত, গো-চারণে রত,
 ধরম কি তা না জান ।
 তবে কিপ্রকারে, * পাবে দেখিবারে,
 রাধিকার শ্রীবদান ॥ ৪৭
 বনমালী কন, শুনহ বচন,
 আশুহ বড় হুঙ্কতী ।
 তোমার সজনী, সুরতরঙ্গিনী,
 ইহারে পরশি নিতি ॥ ৪৮
 হেমবিরচন, দুই ত্রিলোচন,
 পুজি নিতি শতদলে ।
 তবে কি কারণ, প্রিয়র বদন,
 দরশন নাহি মিলে ॥ ৪৯
 বিশাখা বলয়ে, আমার জদয়ে,
 ইথে পরতীত নয় ।
 শুনিয়া নাগর, রাখা-পয়োধর,
 ধরিতে উদ্যত হয় ॥ ৫০
 তাহা দেখি সুখী, হয়্যা সব সখী,
 গৃহের বাহিরে গেলা ।
 কিশোরী-কিশোর প্রেমরসে তোর,
 বিলাসে মগন ডেলা ॥ ৫১
 ইতি ত্রীগীতমালায়া বাসকসজ্জা-বর্ণনঃ
 নাম দশমঃ প্রহসনম্ ॥ ১০ ॥

একাদশ প্রহসন ।

অথ উৎকর্ষিতা ।

শ্রীবাস অঙ্গন সাজাইয়া তত্ত্বজন ।
 গোরচান্দ আগমন করি প্রতীক্ষণ ॥ ১
 দেখিতে প্রভুর নৃত্য আশা হয় চিতে ।
 কণ্ঠে বিলম্ব তার না পারে সহিতে ॥ ২
 অধিক হইলা যবে রজনী কিকিত ।
 তাহা দেখি সকলে অধিক উৎকর্ষিত ॥ ৩
 করেন সকলে তাঁরা মনে অনুমান ।
 কি হইল কেননা আইলা ভগবান ॥ ৪
 শ্রীরঘুনন্দন দাস করে নিবেদন ।
 বুঝি আমাদিগে আজি করিলা বকন ॥ ৫

দেহ-গেহ সাজাইয়া রাই ।
 রহিলা নাগর-পথ চাই ॥ ৬
 সংস্কৃত সময় বহি গেলা ।
 ততু বনমালী না আইলা ॥ ৭
 তবে অতি উৎকর্ষিত-মন ।
 ললিতার প্রতি কিছু কন ॥ ৮
 সখি হলা অধিক রজনী ।
 এখনো না আলা গুণমণি ॥ ৯
 না বুঝিয়ে ইহার কারণ ।
 স্থির নাহি হয় মোর মন ॥ ১০
 বুঝি কোনো সখা গেছে কাছে ।
 লেই অনুরোধে পিয়া আছে ॥ ১১
 কিবা পদা পথেতে পাইয়া ।
 সখীকাছে নিল ভুলাইয়া ॥ ১২
 কি কহিব কহনা বিচারি ।
 এত কহি কাশ্মেন কিশোরী ॥ ১৩
 রাখায় বচন শুনি কহেন ললিতা ।
 সখি কেন হইতেছে এত উৎকর্ষিতা ॥ ১৪
 বনমালী এখনো করিবে আগমন ।
 কি লাগিয়া হইতেছে সজল-নয়ন ॥ ১৫
 এখনো অধিক নাহি হয়্যাছে রজনী ।
 ইথে কেন উত্তরল হও নাহি জানি ॥ ১৬
 ওষ তপ্ত অতিশয় বশ কসীধারী ।
 তোহে ছাড়ি ভজিতে পারে কি অন্য নারী

অতএব স্থির কর আপনায় মন ।
কিশোরী হৃষের কালে হৃষ কি কারণ ॥ ১৮
ইতি শ্রীগীতমালায়াং উৎকৃষ্টিতাবর্ণনং
নামৈকাদশং গ্রন্থনম্ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ গ্রন্থন ।

অথ বিপ্রলক্ষা ।

বহি গেল অধিক রজনী ।
না আইলা গোরা গুণমনি ॥ ১
তাহে হৃষি না হয়। ভক্তগণ ।
করিছেন সকলে রোদন ॥ ২
হায় কেন করুণা-সাগর ।
হল্যা আজি কঠিন-অন্তর ॥ ৩
করি নাই কিছু দোষ মোরা ।
জবে কেন না আইলা গোরা ॥ ৪
সাজাইলু কীর্তনের স্থান ।
সে সব হইয়া গেল আন । ৫
শ্রীরঘুনন্দন পড়ি কাশে ।
স্নানয়েতে ধৈর্য না থাকে ॥ ৬

হেন আলাপনে, সখীজন-সনে,
রহিলা নিকুঞ্জে রাখা ।
এখানে নাগর, সাজিলা সত্বর,
তঁার সঙ্গে করি সাধা ॥ ৭
যাইতে যাইতে, পথে আচম্বিতে,
দেখা হল্য পদ্মা-সনে ।
সেহ ধরি করে, লগ্না গেল তঁারে,
চন্দ্রাবলী-নিকেতনে ॥ ৮
করুণা বিধারি, অশ্রু বংশীধারী,
রহিলা তাঁহার বাসে ।
এখানে শ্রীমতী, অতি দুঃখমতি,
কহেন ললিতা-পাশে ॥ ৯
দেখহ সজনি, এইত রজনী,
ভূতীর এহর ভেলা ।
আমারে বিসরি, শশী বংশীধারী,
আর কার কাছে গেলা ॥ ১০

কহ সহচরি, আমিহ কি করি,
কি সে জুড়াইবে ভর ।
কিশোরী-মোহন, লাগি মোর মন,
অনলে দহিছে জর ॥ ১১
বিরহ-তপন-তাপে, নীরস তরু-বন,
মদন-হতাশন দহই ।
তাহে অতি কাড়র, প্রাণ হরিণগণ,
কি করব তাহা নাহি বুঝই ॥ ১২
কি করব রে সখি কহনা উপায় ।
বনোয়ারি বিহনে, বিকল বড় অন্তর
ধৈর্য ধরণ না যায় ॥ ১৩
ভবন-কলেবর, সাজ করলি যত,
সব ভেল বিপতি-সমান ।
এলাগিয়া এই সব, অতি দরে ডারহ,
দেখি মোর পোড়য়ে নয়ান ॥ ১৪
করলই মন যাহা, খাপত মনোরথ,
ভে গেল সকল বিনাশ ।
সো সব ভাবি অব, তরু জাগি যাওত
না রহত জীবন-আশ ॥ ১৫
কি করব কহি যাব, কৈছে জুড়াওব
কহ প্রাণ রহয়ে যাহার ।
শ্রীরঘুনন্দন, করজোড়ি নিবেদয়ে,
ধনি বিঁচ করি আপনায় ॥ ১৬

শ্রিয়সখি কি রূপে করিব মন স্থির ।
পামর শরীরে দেখি জলয়ে শরীর ॥ ১৭
এ পামরে কোন জন কহে সুধাকর ।
কিয়ণ-পরশে বার পুড়িছে অন্তর ॥ ১৮
এই চুট হরি ছিল নিজ গুরু-দার ।
বিরহিণী বিনাশিতে ভয় কি ইহার ॥ ১৯
গৃহ-মাবে থাকিলে ইহার বার ভয় ।
মলয়-পবন কিন্তু বারণ না হয় ॥ ২০
জগতের প্রাণ বায়ু সব লোকে কর ।
ইহার পরশে কেন শরীর জলয় ॥ ২১
শ্রিয় সখি মোর অঙ্গে দাও আচ্ছাদন ।
ইহার পরশ আর না হয় সহন ॥ ২২
অথবা কি হবে অঙ্গে আচ্ছাদন দিলে ।
বধিতেছে রব করি ভ্রমর-কোকিলে ॥ ২৩

কর্ণেতে অঙ্গুলি দিলে এ দায় এড়াই ।
 কিস্ত মদনের হাতে পরিজ্ঞান নাই ॥ ২৩
 চন্দয়ে থাকিয়া এহ ছাড়ে শরণ ।
 কি করিয়া হইবে ইহার নিবারণ ॥ ২৪
 অধিক অসহ হয় এ সকল বাণ ।
 অন্তএব কিশোরীর নাহি রহে প্রাণ ॥ ২৫
 কহিতে কহিতে, এই সব কথা,
 আর না নিঃসরে বাণী ।
 থির-দিগী হয়্যা, ভুতলে পড়িলা,
 শ্রীরাঙ্গিকা ঠিকুরাণী ॥ ২৬
 তাহা নিরখিয়া সব সহচরী,
 পাইয়া অধিক ত্রাসে ।
 কি হলা বগিয়া, করিয়া ব্যাঙ্কলা,
 মেড়িলেন চারি পাশে ॥ ২৭
 শ্রীললিতা কোলে, তুলিয়া লইয়া,
 ডাকিছেন নাম ধরি ।
 শ্রীবিশাখা দেন, বদন-কমলে,
 পুন পুন শীত বারি ॥ ২৮
 শ্রীচিত্রা করেন, চন্দন লেপন,
 পুন পুন কণ্ঠবরে ।
 শ্রীচন্দ্রকলতা, করেন বীজন,
 চামর ধরিয়া করে ॥ ২৯
 অধিক যতনে, হেন উপচার,
 করিছেন বারে বার ।
 তথাপি কিঞ্চিৎ, চেতনা না হলা,
 কোনো গতে শ্রীরাধার ॥ ৩০
 তবে শ্রীবিশাখা, কহেন ও সখি,
 চাহি দেখ বনমালা ।
 শুনি কৃষ্ণনাম, কিশোরী চাহিলা,
 নয়ন-যুগল মেলা ॥ ৩১
 তবে অতিশয় হুখে হইয়া কুপিত ।
 কহিছেন শ্রীললিতা রাধার কিঞ্চিৎ ॥ ৩২
 রাই মুকুন্দাম আমি তো বড় দুঃখ ।
 নাহি জান কিসে হুখ হয় কিসে দুঃখ ॥ ৩৩
 এখনো মরিয়া ছিলা যার উপেক্ষণে ।
 তারি নাম শুনি পুন পাইলি চেতন ॥ ৩৪
 শ্রীরাধা বলেন সখি কি বটে না জানি ।
 কাণে প্রবেশিল যেন সুধা-ভরদিনী ॥ ৩৫

মরিতাম যদি তবে ভালই হইত ।
 তোরাই করিলি কেন মোর এ অহিত ॥ ৩৬
 এখন করিব কি তা কর উপদেশ ।
 কিসে মোর নাহি হয় আর হেন কেশ ॥ ৩৭
 ললিতা কহেন সখি শঠ আলো এখা ।
 না কহিয় তুমি তার সনে কোনো কথা ॥ ৩৮
 না চাহিয় তার পানে প্রসন্নমনে ।
 না কহিয় তারে দিতে মোদিগে আসনে ॥ ৩৯
 যখন করিবে সেহ কাকুতি বিস্তর ।
 মোরাই তাহারে দিব উচিত উত্তর ॥ ৪০
 মান করি যদি হুখ দিতে পার তারে ।
 কিশোরি নারিবে তবে হেন করিবারে ॥ ৪১

ইতি শ্রীগীতমালায়াং বিপ্রলঙ্কারবর্ণনং
 নাম দ্বাদশং ব্রহ্মনং ।

ত্রয়োদশ ব্রহ্মন ।

অথ পণ্ডিতা ।

কড় গোরা মানিনী রাধিকা ভাসে ভোর ।
 ছল ছল নয়ন-যুগলে গলে লোর ॥ ১
 উতপত নিখাস ছাড়েন বনে বন ।
 নখেতে ধরণী-তল করেন লেখন ॥ ২
 দামোদর অতি চাহি কহেন বচন ।
 কঠিনের রীতি তোরা করিলে দর্শন ॥ ৩
 পরের বেদন নাহি জানে যেই জন ।
 তার সনে প্রীতি করে অতি অভাজন ॥ ৪
 শ্রীকৃষ্ণনন্দন কহে হয়্যা জোড়কর ।
 কে বুঝিতে পারে প্রভু তোমার অন্তর ॥ ৫

হেন মতে রজনী ভেল অংশেষ ।
 বনমালা কুঞ্জে করল পরবেশ ॥ ৬
 ললিতা কহে দেখ বর নারি ।
 আশুত কুঙ্ক-ভবনে বনয়ারী ॥ ৭
 যামিনী আদি অলস-স্তর-ভোর ।
 চলিতে চরণ চলি নহি ঠোর ॥ ৮
 অরুণ নয়নযুগ আধ-বিকাস ।
 অধর নিরখি নহি রহ তঁহি হাস ॥ ৯

কণ্ঠি তাড় চিহ্ন উজ্জিয়ার ।
 নখ-পদ উরুহি ফুরত অনিবার ॥ ১০
 নিরধিয়ে শোভা ইহ চিত্তহারী ।
 সকল করহ নিজ নয়ন কিশোরী ॥ ১১
 রাই কহত সখি, অদভূত রূপ দেখি,
 জনম সফল ভেল মোর ।
 শশধর উপরি, আধ মুদিত হেরি,
 রাতা জলরূহ-জোর ॥ ১২
 কিবা এহ নহে অপরূপ ।
 দিন্মুর দিনকর, নখ পদ শশধর,
 নিরুড়ে হই অনুরূপ ॥ ১৩
 জগত ইহ বত আলি, কুহুমি ঠি করু কেলি,
 নহি বৈঠত ফল উপরি ।
 অপর বিশ্বকল, উপরি ঠি বৈঠল,
 লোচন কাজর ভমরী ॥ ১৪
 বোলি ঠি শশিকলা, জগত করই আলা,
 অধিক না দেখি কতু আন ।
 ইহ কত নখশশি- কলা রহে পরকাশি,
 নিরখি ছড়ায় পরাণ ॥ ১৫
 কোন করম ফলে, ইহ দরশন মিলে,
 মহচরি কহ না বিচারি ।
 ললিতা বোলত, নিশি জাগরতত,
 ফল ইহ-হেতু কিশোরী ॥ ১৬
 নমালী বলেন শুনহ ধনি রাই ।
 মি যাহা কহিতেছ সে সব মিছাই ॥ ১৭
 হৃদ্যবনে অমুর আইল একজন ।
 শুনি বুঝিবারে আমি করিহু গমন ॥ ১৮
 সেই লাগি রক্তমাটা মাগিছিনু গায় ।
 গিয়াছে স্বামে আছয়ে মাথায় ॥ ১৯
 অধেষিতে রাজি হল্য অবসান ।
 তেই জাগরণে রাতা হয্যাছে নয়ন ॥ ২০
 কেনে তাহারে করিতে অধেষণ ।
 কণ্ঠক লাগিয়া অঙ্গ করিল খণ্ডন ॥ ২১
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে পরশিল বিব-লতা ।
 এই লাগি অথরে হয্যাছে মলিনতা ॥ ২২
 এ সকলে অন্তবোধ তব কেন হয় ।
 দুঃখির দৃষ্টি দিনে ভ্রাস্ত কড় নয় ॥ ২৩

ললিতা কহেন ভাল ভূলাও কিশোরী ।
 কুরুপে ঢাকিবে বুকে চন্দন-মকরী ॥ ২৪
 ললিতা বচন, শুনি বনোয়ারি,
 বাজ পাই অতিশয় ।
 কি কব কি কব, করেন ভাবনা,
 মুখে বাণী না সরয় ॥ ২৫
 লাঞ্জে কৈল এক বড় উপকার,
 শ্বেদ-জল নিকসিল ।
 বাহাতে করিয়া, মকরীর চিন-,
 সকল মিটিয়া গেল ॥ ২৬
 তবে ললিতারে, কহেন দেখিলে,
 কোথায় মকরী চিন ।
 এক অদভূত, থাকিতে নয়ন,
 দরশন কেন কৌন ॥ ২৭
 ললিতা কহেন, যতেক কহিলে,
 বুঝা হল্য সৈসকল ।
 সখি দিল তব কর, দে বরমে আর,
 কেন কর ছল ॥ ২৮
 কিশোরী কহেন, অক্লান্ত-সমরে,
 হইয়াছে বড় ভ্রম ।
 হেই গড়ে ঘাম, যমুনাঘ্র মান,
 করি কর উপশম ॥ ২৯
 পুন হি কহত বনয়ারী ।
 দুঃখ পিয়ে, নিজ গুণ নহি,
 জানসি বোলসি পরশিতে বারি ॥ ৩০
 শত কোটি চন্দ- শুলীতল তব তনু,
 দেহ যদি পরশিতে মোয় ।
 মহারণ ছরম, বরম সব মীটই,
 অতিশয় মুখ মনু হোয় ॥ ৩১
 রাই কহত পুন, চন্দ্রাবলি দৃঢ়,
 পরশে না মিটল বেহ ।
 উত্তপত মনু তনু, পরশে সো মীটব,
 কোন কহল তুঝ এহ ॥ ৩২
 তুহ'মুঝ প্রিয়তম, হিত কহি তোহে হাম,
 নাহি রহ তুই এহ ঠাম ।
 হামারি কলেবর, তপ্ততপন লাগি,
 তাপ পাণ্ডবি অন্তপাম ॥ ৩৩

কিশোরিক নিঠুর, বচন শুনি বনমালী,
 ছল ছল অরুণ-নয়ন।
 করযুগ জোড়ি, কহত অতিকাতর,
 খেদািঁ মলিন বয়ান ॥ ৩৪
 সুন্দরি তুমি মোর জীবন উপায়,
 তুমি যদি মোর প্রতি, হইবে নিঠুরমতি,
 তবে কেবা রাধিবে আমার ॥ ৩৫
 শরণ আগত জন, যদি করে দোষণ,
 তবু উপখেতি না যায়।
 বিনি গোবে তুমি মোকে, উপেখিছ কি প্রকারে,
 এ ত হয় বড় অপছায় ॥ ৩৬
 যদি করিয়াছি দোষ, মানিয়া করিছ রোষ,
 তবে কর দণ্ড আচরণ।
 বাকি কর্তে লতা-ডোরে, ভুতলে ফেলিয়া মোরে,
 বুকে কর পর্বত চাপন ॥ ৩৭
 কিশোরী কহেন শুন, যে তব জীবন ধন,
 তার কাছে করহ পূজা।
 যদি কর অপরাধ, প্রাইয়া মন সাধ,
 করিবে সে এ দণ্ড বিধান ॥ ৩৮
 মোরা উদাসীন হই, দোষ নিতে যোগা নই,
 দণ্ড করা কথা রহ দূরে।
 ত্রায়নন্দন কর, বুঝিবারে কে পারয়,
 তোমার মনের ভঙ্গীভরে ॥ ৩৯
 পুন গদগদ রবে, বনমালী বোলত,
 জানইঁ জদয় তৌহারী।
 মন দরশনে তুই, বড় হৃথ পাওসি,
 খিতি অনুচিত ইহ মেরী ॥ ৪০
 এ লাগিয়া অব, হাম যাঁহা তাঁহা,
 যাওব তুই এক রাধবি বোলে।
 কতু কতু নিজ গলে, পহিরবি তুই,
 ইহ মনোহর মুকুতা-মালা ॥ ৪১
 ইহ কহি নিজগল, হার নেই কর,
 দেওল রাইক-চরণে।
 চরণ উচালনে, দূরীই ডারল,
 গোরা অরুণিডনয়নে ॥ ৪২
 হাছা কি হওল, কোমল পদযুগে,
 বেধিল কঁত মণিদাম।

এত কহি নিজ করে, রাইক পদযুগ,
 পরশই পাইঁ বনগ্রাম ॥ ৪৩
 তাহে অতি রোষি, হৃথবী বিম্বী,
 ভেল বোলন কছু নাহি আন।
 রঘুনন্দন কহে, কোনই বুঝব,
 রাইক-মান-অমান ॥ ৪৪
 রাধিকার অনাদর দেখি বংশীধারী।
 চলিলেন অস্ত্র ঠাঁই সে নিকুঞ্জ ছারী ॥ ৪৫
 যান যান পুন পুন ফিরি ফিরি চান।
 তথাপি না শাস্ত হল্য রাধিকার মান ॥ ৪৬
 বিশাখা বলেন তবে শুনহ সুন্দরি।
 রাধিতে পারিবে মান দেখহ বিচারি ॥ ৪৭
 যদি নাহি পার তবে বলহ এখন।
 ফিরাইয়া নটবরে করি আনয়ন ॥ ৪৮
 কিশোরী কহেন যদি ভাল বাস মোরে।
 না কর উহার নাম সত্য কহি তোরে ॥ ৪৯

এখা বনমালী, দ্বিপুথনে গিয়া,
 বিরহেতে উত্তরোল।
 নয়ন-জলেতে, আকুল বয়ান,
 কহিছেন এই বোল ॥ ৫০
 হায় কি করিমু অনুচিত!
 সঙ্কেত করিয়া, পিয়া উপেখিয়া,
 রহিলাম আন ভিত ॥ ৫১
 আশা মরি মরি, আমারে পাইবে,
 এই আশা মনে করি।
 কত হৃথ পাই, পিয়া গোঁয়াইল,
 জাগি সব বিভাবরী ॥ ৫২
 মোরে দেখি পিয়া, যে কিছু কহিল,
 সরলের মত কথা।
 তাহা ভাবি ভাবি, মন স্থির নহে,
 অতিশয় পায় বাখা ॥ ৫৩
 সজল অরুণ, নয়ন-যুগল,
 কম্পিত-অধর হয়্যা।
 গদ গদ ভাবে, যে কিছু কহিল,
 মনে পড়ে রত্যা রত্যা ॥ ৫৪
 পরাণ অধিক, সরবল ধন,
 মোর হয় সে কিশোরী।

তাহা বিনে প্রাণ, অধিক বিকল,
 স্থির করিবারে নারি ॥ ৫৫
 তবে বংশীধারী স্থির করিবারে চিতে ।
 আরভিলা গান করিবারে মুরলীতে ॥ ৫৬
 কিবা সুমধুর সেই মুরলীর গীত ।
 হরে বাহে জগতের সকলের চিত ॥ ৫৭
 শত পাখি বাহা শুনি ক্রন্দন করয় ।
 মৃদু তুলিবে তাহে এ আশ্রয় নয় ॥ ৫৮
 । কি কব তরু হয় মুকুলিত ।
 ॥ শ পলয়ে নদী-জল উছলিত ॥ ৫৯
 সেই শক-সুখা-নদী রাখিকার মনে ।
 বশিরা নিবাইল মান-হৃৎশনে ॥ ৬০
 বে মান গেল হল্য বিরহ উদয় ।
 কিশোরী কহেন তবে আপন হৃদয় ॥ ৬১
 ইতি শ্রীশ্রীতমালায়াং শ্রুতিতাবর্ণনং নাম
 ত্রয়োদশং গ্রন্থনম্ ।

চতুর্দশ গ্রন্থন ।

অথ কলহান্তরিতা ।

কলহান্তরিতা রাখা ভাবে ।
 কতু পই গোরো মনে ভাবে ॥ ১
 ধিক্ ধিক্ ধিক্ রহ মোরে ।
 উপেখিহু তেমন নাগরে ॥ ২
 পিয়া কত করিল কাকুতি ।
 কিছু না শুনিহু মুঢ়মতি ॥ ৩
 সে সকল ভাবিয়া এখন ।
 দহিতেছে তমু প্রাণ মন ॥ ৪
 করিবে কে হিত আচরণ ।
 দেখাইবে সে চান্দ বদন ॥ ৫
 ক্রিয়দ্বন্দ্বন দাস কহে ।
 এতু তাঁরে দেখ নিজ দেহে ॥ ৬

বাহার চরণ, দেখিতে বাসনা,
 করে সব ব্রজনারী ।
 সেহ মোর প্রতি কত না সাধিল,
 না চাহিহু তুঁ কিরি ॥ ৭

ধিক্ ধিক্ রহ মোরে ।
 হায় হায় তেন, বহু উপেখিহু,
 দারুণ মানের তরে ॥ ৮
 আপন গলায়, মকুতার হার,
 পিয়া দিল করে ধরি ।
 মানের পরবে, তাহা না লইল,
 কেলি দিহু পায়ে করি ॥ ৯
 বে কর হৃদয়ে, ধরিতে বাসনা,
 কমলা করয়ে নিতি ।
 তাহে মোর পদে, ধরিল তথাপি,
 না চাহিহু তার প্রতি ॥ ১০
 মোর অনাদরে হৃষিত হইয়া,
 রাঙ্গ-কিশোর গেল ।
 তথাপি তাহারে নাহি ফিরাইহু,
 সে সব হইল শেল ॥ ১১
 এইরূপ ভাবেন কিশোরী,
 নয়ন-মুগ্ধে গলে বারি ॥ ১২
 চতুরা বিশাখা তা দেখিয়া ।
 কহিছেন ঈষত হাসিয়া ॥ ১৩
 সখি একি অপরূপ দেখি ।
 ছল ছল কেন তব আখি ॥ ১৪
 ছোড়সি দীঘ নিশাস ।
 বোলসি কিছু নাহি ভাষ ॥ ১৫
 লেখসি নখে করি ধরণী ।
 রহসি মলিন অধ-বয়সী ॥ ১৬
 কহ নিজ ভাব কিশোরী ।
 তাহে হেন দেখিতে ন পারী ॥ ১৭
 শুনি বিশাখার বাণী, সজলনয়নী ধনী,
 কহিছেন গদ গদ ভাষ ।
 কি কহিব সহচরী, না হেরিয়া বংশীধারী,
 হোয়ত সকলী উদাস ॥ ১৮
 সখি রে কহিব কি হুখ আপনার ।
 মোর তমু-কন পশি, বিরহ-দহন রাশি,
 পোড়াইয়া করে ছার ধার ॥ ১৯
 অই বংশীরব তায়, সুংকার সমান তায়,
 আলি দিছে সেই হৃৎশন ।
 কে করিবে পরিত্রাণ, কিরূপে রহিবে প্রাণ,
 ভাষি স্থির নাহি হয় মন ॥ ২০

ধিক্ রহ বিধাতারে, যে সৃজিল অবলারে,
 তাহে পুন ঘটগোলমান ।
 যার লাগি শ্রিয় জন, দুখ পায় অসুখণ,
 কিছু নাহি সুখ-সংবিধান ॥ ২১
 আমি করি সেই মান, সকল-জগত-প্রাণ,
 শ্রিয়তম উপেখিহু হরি ।
 অতএব বিব খাই, দিসা কালীদেহে যাই
 জীবন তেজিবে এ কিশোরী ॥ ২২
 রাই বচন শুনি দুখিত পরাণী ।
 ললিতা বোলত মধুরিম বাণী ॥ ২৩
 সহচরি রোআসি কাতর কাহে ।
 বাহুসি কাহে বা উপেখিতে দেহে ॥ ২৪
 তোহে উপেখিয়া কাহা যাওন কান ।
 আনব তুঝ গুণে টানি এখান ॥ ২৫
 যদি তাবত নহি পার বিরহিতে ।
 চলিয়ে তব হাম তাকো টুড়িতে ॥ ২৬
 হাম হুচতুরমাতি তুই সহচরী ।
 আনি মিলাওন তোহে বনোয়ারী ॥ ২৭
 কহি ইহ বাত আশামি কিশোরী ।
 ললিতা চলত যাহা মুরলীধারী ॥ ২৮
 ললিতারে নিরখি কহেন বংশীধারী ।
 সুন্দরি কি করিছেন এখন কিশোরী ॥ ২৯
 এখনো কি তাঁর মান না হয়্যাছে লয় ।
 মোর প্রাতি হয় নাই কিবা রূপোদয় ॥ ৩০
 ললিতা কহেন করিতেন হুই কাজ ।
 কহিতে এ সব কথা নাহি হয় লাভ ॥ ৩১
 তোহে উপেখিয়া সখী কহিলা আমারে ।
 পুষ্প আনয়ন কর সূর্য্য পূজিবারে ॥ ৩২
 এক মাস ব্রত ধরি তাঁহারে পূজিব ।
 কোনো পরপুরুষের মুখ না দেখিব ॥ ৩৩
 অতএব আসিরাছি কুহুম লহিতে ।
 তাহার নিকটে পীত হইবে যাইতে ॥ ৩৪
 এত শুনি বনমালী নিবাস ছাড়িয়া ।
 কহিছেন ললিতারে কাকুতি করিয়া ॥ ৩৫
 'কি হইবে প্রাণসখি কহ কহ মোরে ।
 শ্রিয়া বিনে জন্ম বৈরব নাহি ধরে ॥ ৩৬
 যদি মান নাহি যায় না থাকু সুন্দরি ।
 দেখাও তাহারে এক বার যুক্তি করি ॥ ৩৭

ললিতা কহেন যদি দেখিবে কিশোরী ।
 নারীবেশ ধরি চল তব বংশীধারী ॥ ৩৮
 তবে নারীবেশ বংশীধারী ।
 চলিলা ললিতা অসুন্দরি ॥ ৩৯
 ত্রীললিতা নিজে থাকি ঘারে ।
 পাঠাইলা শ্রামে অভ্যন্তরে ॥ ৪০
 তাঁরে দেখি পুছেন কিশোরী ।
 কে বট তুমি হও সুন্দরি ॥ ৪১
 রজমাল্যে লাবণ্য এমন ।
 কারো নাহি হয় দরশন ॥ ৪২
 শ্যাম কন বৃন্দাবনেবরি ।
 আমি হই বৃন্দা-সহচরী ॥ ৪৩
 তুমি মান কর্যাছ নাগরে ।
 শুনি পাঠাইলা সখী মোরে ॥ ৪৪
 বনমালী তোমার লাগিয়া ।
 ভ্রমে লুটে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ৪৫
 শুনি কান্দি কহেন কিশোরী ।
 সখি তুমি যাহ তুরা করি ॥ ৪৬
 মোর বাক্যে কহিবে বৃন্দারে ।
 পীত লয়া আসিতে তাঁহারে ॥ ৪৭
 ললিতাও তথায় গিয়াছে ।
 না জানি কি লাগি না আসিছে ॥ ৪৮
 বুঝি সেই ব্রজের পরাণ ।
 মোর প্রাতি কৈলা অভিমান ॥ ৪৯
 এত কহি কান্দেন কিশোরী ।
 তাঁহারে কহেন বংশীধারী ॥ ৫০
 বৃন্দাবনেবরি, না কান্দ না কান্দ,
 শ্রির কর নিজ মনে ।
 আমি বনমালী, আনি মিলাইব—
 এখনো তোমার সনে ॥ ৫১
 সেই তব গুণে, বশ অতিশয়,
 নিজে তব দাস মানে ।
 তোমারে ছাড়িয়া কার কাছে যাই,
 জুড়াইবে নিজ প্রাণে ॥ ৫২
 ত্রীরাবিকা কন, আজি হতো তুমি,
 হলো মোর সহচরী ।
 আশ দিব তোরে, প্রেম আলিঙ্গন,
 আন শ্রামে ফরা করি ॥ ৫৩

এত কহি রাই, হু বাত পসারি ।
নাগরের গলে ধরি ।

পরশে জানিয়া, জড়িত হইয়া ।

রহিলা হৃথেতে ভরি ॥ ৫৪

কিছু কাল পরে, গদ গদ রবে,
কহে শঠ শঠবাণী ।

তাহা শুনি জানি, সহচরী মন,
দূরে গেলা হৃথিপ্রাণী ॥ ৫৫

তবে বনমালা, প্রিয়া কোলে করি,
পালকে বসিয়া কন ।

প্রিয়ে দয়াময়ি, দয়া পরকাশি,
কর দোষ ক্ষমাপণ ॥ ৫৬

চকল-স্বভাব, মধুক হয়,
ভ্রমে কুমদিনী-বনে ।

তত্ৰ পহুমিনি, তাহার সে দোষ,
কদাচিতো নাহি গণে ॥ ৫৭

ভুমি মোর প্রাণ, সরবস দন,
হও নয়ানের তারা ।

তোমার বিরহে, কিশোরি আমার,
ক্ষণ হয় যুগ পারা ॥ ৫৮

রাই কন শুন বংশীবাদী ।

বিবেচনাইন হয় নারী ॥ ৫৯

যা বিনে ক্ষণেক না বাচয় ।

মান করে তাহাতে দুর্জয় ॥ ৬০

দেখ কোথা গুণাকর ভূমি ।

কোথা নানা দোষাত্ম্য আমি ॥ ৬১

আমি তোমা প্রতি করি মান ।

অতি অহুচিত এ বিধান ॥ ৬২

ভুমি রূপাময় শিরোমণি ।

নাথ্যমোরে সে দোষ না গণি ॥ ৬৩

মোর মান করিতে ভ্রম ।

নারী-বেশ করিলে ধারণ ॥ ৬৪

রসিক-শেখর বংশীবাদী ।

তবে দাসী হয় এ কিশোরী ॥ ৬৫

এত কহি শ্রীরাধিকা করেন ক্রন্দন ।

টবর করিছেন তাহারে সান্বন ॥ ৬৬

করি অকলঙ্ক করিয়া মার্জন ।

সহস্র সহস্র বার করেন চুম্বন ॥ ৬৭

অবে দোহে অতিশয় আনন্দ উন্নাস ।

নানা কেলি করি কৈলা পূর্ব অভিলাষ ॥ ৬৮

পরে শ্রীরাধিকা কন দেখে প্রাণেশ্বর ।

বেশ-ভূষা-হীন হল্য মোর কলেশ্বর ॥ ৬৯

সখী সব দেখিয়া করিবে পরিহাস ।

লাঞ্জে কিরূপেতে মুখ করিব প্রকাশ ॥ ৭০

তাহা শুনি সুখিত কহেন বংশীবাদী ।

আমি বেশ করি দিব তোমার কিশোরি ॥ ৭১

ইতি শ্রীগীতমাগায়াৎ বলহাভুরিতা-বর্ণনং ॥

নাম চতুর্দশং গ্রন্থনম্ ॥ ১৪

পঞ্চদশ গ্রন্থন ।

অথ স্বাধীন-তর্জকা ।

ভকতের বশ পত্ৰ গোরা ।

ভকত-প্রণয়-রসে ভোরা ॥ ১

ভক্ত জনে যাহা নিবেদয় ।

রূপা করি তাহাই করয় ॥ ২

বাক্য করে যাহা ভক্ত জন ।

পট্ তাহা করয়ে পূরণ ॥ ৩

ভক্ত যাহা বাঞ্ছা না করয় ।

ভাল হলে তাহাও করয় ॥ ৪

শ্রীরত্নন্দন ইহা জানি ।

সেবে তাঁর চরণ দুখানি ॥ ৫

রসিক-শেখর তবে করে তুলী ধরি ।

রাধিকার পরোধরে লিখেন মকরী ॥ * ৬

কিন্তু সেই চিত্র গরিপূর্ণতা না পায় ।

দোহাকার স্বর্গভলে গলি গলি যায় ॥ ৭

তাহে অতিশয় হৃৎ হয় দুই-মনে ।

পাই দোহে দোহাকার অঙ্গ পরশনে ॥ ৮

বিশেষত দেখি রাধিকার পরোধরে ।

রূপের জন্ম হৃৎ টলবল করে ॥ ৯

* তবে বনরায়ী, মৃগ-মদে করি, রাধিকার
পরোধরে । কত শত বার। পঁ ছিয়া পঁ ছিয়া;
নানামত চিত্র করে ॥

তারপর গণ্ডদেশে চন্দনেতে করি ।
 নানাবিধ পত্রাবলী দিখিলেন হরি ॥ ১০
 সেই পত্রাবলী কিবা শোভিল কপোলে ।
 নানামত মুক্তা যেম দর্পণের তলে ॥ ১১
 মৃগমদ-তিলক করিলা নাসিকায় ।
 সর্গ-তিল পুষ্পে যেন মধুকের ভায় ॥ ১২
 ললাটেতে সিদ্ধিরে বিন্দু সমর্পিল ।
 শশি-মণ্ডলেতে যেন রবি দেখা দিল ॥ ১৩
 শ্রীরঘুনন্দন রটে রবি কোন্ ছার ।
 ক্ষণ কাল নাহি রহে রক্তিম্বা যাহার ॥ ১৪

সেই সিন্দুরের চারি পাশে ।
 বিন্দুদিল। চন্দনের রসে ॥ ১৫
 যেন বেড়ি প্রান্তের তপন ।
 উদয় করয়ে তারাগণ ॥ ১৬
 নয়নেতে দিলেন অঞ্জন ।
 শতদলে শ্রমর যেমন ॥ ১৭
 কুঙ্কিত কুণ্ডলে বৈদ্যি করি ।
 কুন্দমূল দিল। তরুণি ॥ ১৮
 কিবা তাহে সাজে সেই ফুল ।
 যমুনায় যেন প্রোষ্ঠীকুল ॥ ১৯
 হেম-সিঁথি বান্ধিলা সিঁথায় ।
 যেম যেন বিজুরী খেলায় ॥ ২০
 তাহে দোলে মুকুতার কারা ।
 বিজুরী নিকটে যেন তারা ॥ ২১
 নাসিকায় দিলেন বেশর ।
 বাহে দোলে মোতির কালর ॥ ২২
 সে সাজিল বদন-মাঝারে ।
 তারা যেন চাক্ষুর উপরে ॥ ২৩
 শ্রীরঘুনন্দন নিবেদয় ।

কেটি তারা তার ভুলা নয় ॥ ২৪

হুই কাণে দিলা কর্ণমূল মণিময় ।
 স্তব্ধ বৃহস্পতি যেন করিলা উদয় ॥ ২৫
 অসিত কাঁচলী বান্ধিলেন পরোধরে ।
 নব মেঘ ঢাকে যেন সুরমের-শিখরে ॥ ২৬
 ছিন্ন মুক্তাহার সব গাঁথিয়া যতনে ।
 গলে দিরা কহিছেন হসিত-বদনে ॥ ২৭
 তুমি বড় ভাগ্যবান হও মুক্তাহার ।
 শ্রীরা-পরোধরে স্কা করছ বিহার ॥ ২৮

কটিতে কিস্কিনী-দাম করিয়া বন্ধন ।
 চরণে যাবক দিতে করিলা গ্রহণ ॥ ২৯
 তাহা দেখি শ্রীরাধিকা ধরি ক্লম্ব করে ।
 কহিতে লাগিলা তাঁরে পদপদ-স্বরে ॥ ৩০
 যাবক রগ্যাছে পূর্বমত মোর পায় ।
 ইহা নাহি দিতে হবে বন্ধু হে তোমায় ॥ ৩১
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন যদি ইহা না পরিবে ।
 তবে মোর করা বেশ তেজিতে হইবে ॥ ৩২
 এত কহি বল করি কিশোরীমোহন ।
 যাবক রঞ্জিত কৈলা কিশোরীচরণ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীগীতমালায়াং স্বাধীনভর্তৃকা-বর্ণনং
 নাম পঞ্চদশং গ্রন্থনম্ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ গ্রন্থন ।

অথ রাধিকার রাজ্য ।

এক দিন শ্রীধামাদি ভকত যতক ।
 ভক্তিরাজ্যে গৌরের করেন অজিমক ॥ ১
 বসাইয়া দিব্য সিংহাসনের উপরে ।
 গঙ্গাজল বহু ষট ঢালে তাঁর শিরে ॥ ২
 চৌদিকে বেড়িয়া হয় হরি-সংকীর্তন ।
 মদঙ্গ মন্দিরা শ্রী বাক্যে সন্ধান ॥ ৩
 পূর-নারীগণ করে উলু উলু রব ।
 কুমুম বর্ষণ করে প্রিয় ভক্ত সব ॥ ৪
 শ্রীরঘুনন্দন জয় জয় শব্দ করি ।
 নাচি নাচি ফিরে সুখে দিয়া করতায়ী ॥ ৫

কত বনয়ারি, নানা কেলি করি,
 বৃষভাসু-সুতা-সনে ।
 আনন্দিত-মনে, হসিত-বদনে,
 কহিছেন সখীগণে ॥ ৬
 শুন সখীসব বাণী ।
 আছে চিরদিন, এক আশা-মোর,
 পুরাহ সকলে শুনি ॥ ৭
 এই বৃন্দাবনে, নিরুদ্ভ-ভবনে,
 শ্রীরাধারে করি রাজ্য ।

যাহার যে মন, করহ সেবন,
কেহ কেহ হও প্রজা ॥ ৮
তনি সখী বৃত, আনন্দিত-চিত,
ভাল ভাল ভাল বলি ।
রূ-সিংহাসনে, বসায়্য রাধারে,
রাজা করে কুহলী ॥ ৯
হেম-বটে করি, যমুনার বারি,
আনি দেয় সখীগণ ।
নিগ্ন করে করি, করিছেন হরি,
অভিসেক-আচরণ ॥ ১০
তবে সখীগণ, পরায়্য বসন,
দিব্য বেশ বনাইলা ।

কিশোরী-মোহন, লইয়া চন্দন,
ভালে রাজ-টিকা দিলা ॥ ১১

জন্ম হইল্য ঝর চতুর্থা ললিতা ।
তার প্রতিনিধি ত্রিবিধাখা সূচরিতা ॥ ১২
ধরিল কুম-ছত্র চিত্রা-দেবী মাথো ।
ঐশ্বর্যকল্যা মে তাপুল দেয় হাথে ॥ ১৩
ভূদ্বিধ্যা ইন্দ্রেরা চামর ঢুলায় ।
বসুদেবী হৃদেবী রাধার বশ পায় ॥ ১৪
অম্ব জয় ত্রিরাধিকে বৃন্দাবনেশ্বরী ।
অম্ব জয় জগতমোহন মনোহারী ॥ ১৫
অম্ব জয় বনমালি-বান্ধ-পুর্ভিকরা ।
অম্ব জয় বিপক্ষ-রমণী-মদ-হরা ॥ ১৬
অম্ব সখী চাতকী-আনন্দ-কাদম্বিনী ।
সকল আদি কিশোরী-শিরোমণি ॥ ১৭

তবে অতিশয় আনন্দিতা ।
ঐশ্বর্যেরে কহেন ললিতা ॥ ১৮
তন ওহে বনমালি বাণী ।
কি সেবা লইবে কহ তনি ॥ ১৯
সখী সব সেবা পাঁটি নিল ।
যার যে বাসনা মনে ছিল ॥ ২০
হেন সেবা আর নাহি দেখি ।
যাহাতে তোমার নাম লেখি ॥ ২১
তুমি কহেন বংশীধারী ।
মোর সেবা আছে বড় ভারী ॥ ২২
আমি রাজ্যে কোতোয়াল হব ।
গজ-অর-সুকরী কিরিব ॥ ২৩

কিবা গুণ জানেন কিশোরী ।

যাহে কোতোয়াল হল্য হরি ২৪
তবে কোতোয়াল হল্য প্রভু বনয়ারী ।
রাধিকার জয় ঘোষে কুহু কুহু কিরি ॥ ২৫
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সবাকার অদর্শনে ।
রাধিলা আপন বাঁশী ললিতা-বসনে ॥ ২৬
তবে রাধিকার আগে কয় ঘোড় করি ।
নিবেদন করিতে লাগিলা বংশীধারী ॥ ২৭
বৃন্দাবনেশ্বরী তন মোর নিবেদন ।
মোর বংশী চুরী করিলেক কোন জন ॥ ২৮
তুমি বিলাখা কহে গৃহ গৃহ হাসি ।
ভাল হল্য চুরী গেল কুল-নাশ বংশী ॥ ২৯
এবে কুলবতীকুল মান-রক্ষা হবে ।
গৃহে থাকি নারী মন হৃদে বৃন্দাইবে ॥ ৩০
কিশোরী কহেন সখি ভাল না কহিলে ।
রাজ্যের অখ্যাতি হবে এমন করিলে ॥ ৩১
ললিতা চতুর-মতি, কন বংশীধারী শ্রুতি,
তুমি নিজে কোতোয়াল হয়্য ।
নিজে নারি রাধিবারে, রাজ-আগে কি প্রকারে,
এ কথা কহিছ লাজ খাজ্য ॥ ৩২
মাগো মাগো মোরা মরি বাব এই লাজে ।
রাজ্যের অখ্যাতি হবে, সখি সব লোষ পাবে,
হেন জন রাধিলে এ কাজে ॥ ৩৩
কহিছেন বংশীধারী, রাজ-প্রিয়-জনে চুরি,
যদি করে রাজ-বিদ্যমান ।
কোটাল হইতে তার, কি হইতে পারে আর,
রাজ-অগ্রে নিবেদন যিনে ॥ ৩৪
তনি বাণী রাখা কন, সখী সব এ কেমন,
করিলেক কেবা এই কাজ ।
গুণ বাণ এক পাব, হরি কি হইল লাভ,
সকলেরে দিল মহালাজ ॥ ৩৫
কিশোরীর কথা শুনি, কহে সব সখী বাণী,
মোরা কিছু বাণীর না জানি ।
বাহ্যরে সন্দেহ করে, কোটাল ধরিয়া ডারে,
দেখুক আপন রহ বাণি ॥ ৩৬
বনমালী কন, মোর হৃদ মন,
সন্দেহ করয়ে সবে ।

তাহার প্রত্যয়, যে করিলে হয়,
 তাহাই করিতে হবে ॥ ৩৭
 মন শঙ্কা করে, কাঁচুলী ভিতরে,
 বাঁশী রাখিয়াছে কেহ ।
 অতএব তাহা, প্রকাশ করিয়া,
 আমারে প্রত্যয় দেহ ॥ ৩৮
 ললিতা বলয়ে, তাহাই করিব,
 রাজারে জিজ্ঞাসি আসি ।
 এতক কহিয়া, উঠিতে পড়িল,
 বসন হইতে বাঁশী ॥ ৩৯
 তবে কন গ্রাম, দেখে দেখে কাগ,
 বন্দাবন-পটোখরি ।
 কর আত্মপন, ইহার যেমন,
 দণ্ড হয় স্থিতিচারি ॥ ৪০
 কিকিত কুপিতা, কহেন ললিতা,
 শুন জন মহারাজি ।
 কোটাল-কপটে, বাঁশী মোর পটে,
 রাখিছিল এই মানি ॥ ৪১
 যদি না মানহ, তবে আত্মা দেহ,
 উহারে শাসন করি ।
 কিশোরী সঙ্গতি, করুক শপতি,
 তোমার চরণ ধরি ॥ ৪২
 তাহা শুনি ভাল ভাল বলি ।
 স্নদয়ে সাহস করি, চলিলেন বংশীধারী,
 দিব্য করিবারে কুতূহলী ॥ ৪৩
 তাঁহারে নিকটে দেখি, সশঙ্কিত শশিমুখী
 নিজ-পদ ঢাকেন বসনে ।
 ওখাপি বলেতে হরি, তাঁহার চরণোপর,
 নিজ কর দিলা স্থিতিমানে ॥ ৪৪
 সে পদ-পরশ-মুখে, বচন না ফুরে মুখে,
 কল্পিত হইলা বনমালী ।
 তাহা দেখি সখীগণ, অতি আনন্দিত-মন,
 হাস করে দিবা করতালী ॥ ৪৫
 ললিতা কহেন বাঁশী, দেখিলে হে মহারাজি,
 ধর্মবল আপন গোচরে ।
 মুখে বাক্য নাহি ফুরে, কল্প হয় কলেবরে,
 অব্যাহত কোথা দিবে ভরে ॥ ৪৬

অগ্নি সখী কহে ভাল, হইয়াছে কোতোয়াল,
 মিথ্যা পর-অবদান-কারী ।
 মোর নীতি অনুসারে, করি এবে প্রতীকার,
 কিশোরীর আত্মা অনুসারী ॥ ৪৭
 কহিতে কহিতে কেহ লইল মুরলী ।
 কেহ মস্তকের চূড়া লইতেছে খলি ॥ ৪৮
 কেহ কাটি লয় মৃত্তা মালা শুদ্ধাহার ।
 উত্তরীয় লয় কেহ করি বলাংকার ॥ ৪৯
 জাহা দেখি হাসিয়া ত্রীরাধারানী কন ।
 সখী সব মোর আগে অস্ত্রার কেমন ॥ ৫০
 না হইতে না হইতে রাজ-আত্মাপন ।
 বড় অনুচিত হয় দণ্ড আচরণ ॥ ৫১
 সখী সব কহে এত বড় অবিচার ।
 রাজা হয়্যা চোর-পক্ষ করয়ে সীকার ॥ ৫২
 অতএব এখানেতে থাকা অনুচিত ।
 চলা চল যাই মোরা অস্ত্রত তুরিত ॥ ৫৩
 এত কহি কিশোরীর বদন চাহিয়া ।
 সকলে বাহিরে গেলা হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৫৪
 তবে নিরঞ্জন দেখি ।
 রাই-সিংহাসনে, উন্মিলা বসিলা,
 বনমালী হয়্যা মুখী ॥ ৫৫
 তবে প্রেমময়ী, প্রেমে গদ গদ,
 কহিছেন রস-রাজে ।
 নাগর এ কাজ, করিয়া আমারে,
 ডুাইলে মহারাজে ॥ ৫৬
 কহিবে সকলে, এমত রমণী,
 না দেখিয়ে ত্রিঙ্গগতে ।
 নিজে রাজা হয়্যা, কোটাল করয়ে,
 আপনার প্রাণনাথে ॥ ৫৭
 কন বনয়ারী, শুন হে স্থন্দরি,
 তোমার পিরিতি রসে ।
 বশ হয়্যা আমি, যে লীলা করিয়ে,
 তাহে কোন জন হাসে ॥ ৫৮
 এমন পিরিতি, জগত-ভিতরে,
 আছয়ে কোথা বা কার ।
 এ লাগি ইহার, উপমার স্থান,
 থাকিবেক কোথা আর ॥ ৫৯

কিশোরী-চরণ, করিয়া স্বরণ,
কীর্তনন্দন ভণে ।

রাধা-মাধবের, প্রেমের উপমা,
নাহি লক্ষ্য-নারায়ণে ॥ ৬০

২৩ শ্রীমতীমালিনারায়ণ রাধা-রাজ্য-বর্ণনং
নাম বেড়ণং গ্রন্থনম্ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ গ্রন্থন ।

অথ চন্দ্রাভিষার ।

একদিন গোয়া জিহ্মদি ।
পৌরোদাসে কহিছেন বাণী ॥ ১
কহ কহ কহ হে বাকব ।
ক করিয়া পাইব মাধব ॥ ২
না দেখিতে পাইয়া তাঁহারে ।
নাহি পারি স্থির হইবারে ॥ ৩
না দেখিয়া সে চান্দবদন ।
কথা দিন করয়ে গমন ॥ ৪
যদি কিছু থাকয়ে উপায় ।
কহি স্থির করহ আমার ॥ ৫
শ্রীবদনন্দন নিবেদয় ।
এ ভাব কে বুঝিতে পারয় ॥ ৬

একদিন বৃন্দাবনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।
মনমানী সুবলেরে লাগিলা কহিতে ॥ ৭
সখা আজি হই তিন দিন রাখিকায় ।
দেখিতে না পাই মন আকুল চিন্তায় ॥ ৮
ভুনিয়াছি রোষ করি জটলা তাহারে ।
রাখিরাছে নাহি দেখ বনে আসিবারে ॥ ৯
কিন্তু তারে নাহি দেখি স্থির নহে মন ।
অতএব কর কিছু উপায় রচন ॥ ১০
এত ভুনি ভাল বলি স্থল চলিলা ।
বাইতে বাইতে পথে ভাবিতে লাগিলা ॥ ১১
আমি রাই বেশ ধরি রহিব ভবনে ।
মোর বেশে তারে পাঠাইয়া দিব বনে ॥ ১২
ইহা হলো জটলা না পারিবা লখিতে ।
হে গোরা পাইয়া সখা স্থান হইবে চিত্তে ॥ ১৩

এত ভাবি গিয়া কিছু দূর ।
নিজ বেশ করিলা মধুর ॥ ১৪
নীল পাগ বাকিলা মাধার ।
নীল জামা পরিগেলেন গার ॥ ১৫
কমলের মালা ধরে ধরে ।
পরিগেলেন বৃকের উপরে ॥ ১৬
সব অঙ্গ অচ্ছাদন করি ।
লইলেন বিচিত্র উত্তরী ॥ ১৭
তবে গিয়া জটিলার ধারে ।
আরস্তিলা কহিতে তাহারে ॥ ১৮
কিশোরীর জননী আমায় ।
পাঠাইলা পুছিতে তোমায় ॥ ১৯

ভুনিয়াছি মোর কত হই তিন দিন ।
হয়্যা আছে শয়ন-ভোজন-পান-হান ॥ ২০
অতএব সুবলেরে করিয়ে প্রেরণ ।
কহিবে এ সকলের তুমিহ কারণ ॥ ২১
জটলা কহয়ে সব কথা সত্য হয় ।
কিন্তু তার কারণ আমার বেধা নয় ॥ ২২
তুমি গিয়া জিজ্ঞাসা করহ রাখিকারে ।
যদি কহে তবেই পারিবে জানিবারে ॥ ২৩
তবে শ্রীসুবল গেলা রাধার ভবনে ।
তারে জিজ্ঞাসেন রাধা উৎকর্ষিত-মনে ॥ ২৪
সুবল বলহ কোথা আছেন নাগর ।
করিছেন কিবা তাহা কহয়ে সজর ॥ ২৫
দাসীকে করেন মনে বয়স কিশোর ।
কহ কি লাগিয়া এখা আগমন ভোর ॥ ২৬
সুবল কহেন রাই, তোহে না দেখিতে পাই,
সখা মোর বড়ই কাতর ।
উপেথিয়া গোচারণ, সখা সঙ্গে বিহরণ,
ভ্রমে সদা বনেরে সিতর ॥ ২৭
বিহরণে তোমা মনে, সখা যেই যেই বনে,
তথা তথা করিয়া গমন ।
দেখিতে না পাই তোহে, নয়ন ঢাকয়ে লোহে,
নিখাস ছাড়য়ে মনে মন ॥ ২৮
সম্প্রতি সে বৃন্দাবনে, থাকিরা হুণিত মনে,
পাঠাইলা মোরে তোহে নিতে ।
অতএব একবার, কর তুমি অভিষার,
স্তম্ভ জানে হুণিত করিতে ॥ ২৯

রাধিকা কহেন সখা, না পাই তাঁহার দেখা,
 আমিহ মরমে আছি মরি ।
 শান্তরী রাক্ষসী ধারে, বসি আছে কহ তারে,
 ভুলাইব কিবা বুদ্ধি করি ॥ ৩০
 সুবল কহেন ধনি, • মোর এই বেশ খানি,
 ধরি তুমি দাসী সঙ্গে নিয়া ।
 কহিয়াছ অটিলারে, বুঝাইলু রাধিকারে,
 ভোজন করিবে হুঁধিহিয়া ॥ ৩১
 আমি ধরি তব বেশ, গৃহে করি পরবেশ,
 থাকিয়া করিব সর্ব কাজ ।
 তুমিহ আইলে ফিরি, আমি, নিজ-বেশ ধরি,
 কিশোরি যাইব বন-মাজ ॥ ৩২
 তবে ভাল বলি রাধা গেলা গুপ্ত দেশে ।
 দাসী-পরিবৃত্তি করি দিল চুই বেশে ॥ ৩৩
 কিবা পরিপাটি বেশ হইল দৌহার ।
 তাঁহারাই বঃ দেখি পাইলা চমৎকার ॥ ৩৪
 তবে ঐরাধিকা ধারে করিষা গমন ।
 অটিলারে কহিতে লাগিলা এ বচন ॥ ৩৫
 পুছিসু আমিহ রাধিকারে সব কথা ।
 কহিলেন আমার-শরীরে ছিল ব্যথা ॥ ৩৬
 আজি হইয়াছে সে সকল অবসান ।
 অতএব করিব ভোজন স্নান পান ॥ ৩৭
 পুনশ্চ ভোজন কালে আমিহ আসিব ।
 যদি নাহি ভুঞ্জে তবে কহি ভুগাইব ॥ ৩৮
 এত কহি তিঁহ যবে পয়াণ করিলা ।
 একদাসী কুন্ত কাঁখে পশ্চাতে চলিলা ॥ ৩৯
 ক্রমে ক্রমে চুই অনে গেলা বৃন্দাবনে ।
 বরজকিশোর দেখি ভাবিছেন মনে ॥ ৪০
 একি একা আসিতেছে সখা ।
 বুঝি পায় নাই তার দেখা ॥ ৪১
 অথবা অটলা আছে ধারে ।
 পারে নাই শ্রিয়া আসিবারে ॥ ৪২
 কি হইবে কি করিব হায় ।
 মন স্থির করা নাহি যায় ॥ ৪৩
 কাছে দেখি কহেন বিকল ।
 কি হইল কহরে সুবল ॥ ৪৪
 কেন না আইল মোর শ্রিয়া ।
 তাহা বিনে স্থির নহে হিয়া ॥ ৪৫

কৃষ্ণ-কথা কিশোরী শুনিয়া ।
 কহিছেন কপট করিয়া ॥ ৪৬
 প্রিয়সখা ক্রিয়াম অনেক বতন ।
 না পারিলু করিতে রাখারে আনয়ন ॥ ৪৭
 তাঁহার শান্তরী আছে বসিয়া দুয়ারে ।
 না পারিল আসিবারে কোনহ প্রকারে ॥ ৪৮
 যদি কহ তবে চন্দ্রাবলী আনি গিয়া ।
 বিলাস করহ আজি তারেই লইয়া ॥ ৪৯
 ক্রীড়ক কহেন সখা সুখার পিয়াস ।
 হুঙ্গপান করিলে কি পায় কতু নাশ ॥ ৫০
 কি করিব রাই-অঙ্গ পরশ বিহনে ।
 স্থির করিবারে নারি আপনার মনে ॥ ৫১
 এত কহি ছল ছল যুগল নয়ন ।
 নিঃশাস ছাড়েন ব্রজকিশোর সঘন ॥ ৫২
 কিশোরী কহেন পুন, সখা মোর কথা শুন,
 রমণীর বেশ ধরি তুমি ।
 যদি যাও মোর সনে, • রাধিকার নিকেতনে,
 তবে মিলাইতে পারি আমি ॥ ৫৩
 ক্রীড়ক কহেন তাই, করিয়ে আমিহ তাই,
 নারী-বেশ ধরা কোন কর্তব্য ।
 যা করিলে পাই প্যারী, তাহাই করিতে পারি,
 এই মোর সঙ্গের মন্তব্য ॥ ৫৪
 কহিয়া এতক বাণী, রসিকের শিরোমণি,
 ধরিলেন রমণীর বেশ ।
 দেখি রাধিকার দাসী, করি মূহু মূহু হাসী,
 কহিতেছে বচন বিশেষ ॥ ৫৫
 যেন অতি চমৎকার, হল্য বেশ দৌহারকার,
 তেনই হইবে বুঝি কাম •
 অতএব এখা আর, অবস্থান যোগ্যবার,
 যোগ্য নহে যাই নিজ-ধাম ॥ ৫৬
 এত কহি সে কিস্করী, আনিবারে গেল বারি,
 কৃষ্ণ বুঝি তাহার বচন ।
 হর্যা আনন্দি-মন, করি লুট আলিঙ্গন,
 কিশোরীরে করেন চুম্বন ॥ ৫৭
 নিকৃৎ-ভিতরি তবে বেদীর উপরি ।
 বসি রাধিকার প্রতি কহেন ঐহরি ॥ ৫৮
 শ্রিয়ে আজি যেন বেশ হর্যাছে দৌহার ।
 কল্পিতে হইবে তদুচিত ব্যবহার ॥ ৫৯

কমলবদনি মোরে বাম দিকে করি ।
 বস্ত্র বাহাদিয়া মোর স্বর্কের উপরি ॥ ৬০
 আর আর বস্ত্র কর্তৃ আমার আছর ।
 সে সব করিয়া তুষ্ট করহ জদয় ॥ ৬১
 কৃষ্ণবাণী শুনি কৃষ্ণ-আহ্লাদিনী রাই ।
 কহিলেন বাহা কৃষ্ণ করিলা তাহাই ॥ ৬২
 পরে কহিছেন রাধা হর্যা তীতমন ।
 কিরূপে করিব বঙ্গ-গৃহেতে গমন ॥ ৬৩
 দেখ মোর বেশ সব হইয়াছে হত ।
 করি দাও তুমি মোর বেশ পূর্বমত ॥ ৬৪
 সুবল আছরে মোর বেশ ধরি ধরে ।
 এই বেশভূষা দিতে হইবে তাহারে ॥ ৬৫
 তবে কৃষ্ণ নিজকরে সানন্দ হইয়া ।
 কিশোরীর পূর্ববেশ দিলেন করিয়া ॥ ৬৬
 হেন কালে জল নিয়া আইল কিকরী ।
 রাধিকা চলিলা ধরে তারে আগে করি ॥ ৬৭
 ধারের পাশেতে বসি আছরে জটিল ।
 তারকাছে গিয়া তারে পুছিতে লাগিলা ॥ ৬৮
 রাধিকা কি করিতেছে জানহ আপনি ।
 জানিবারে পাঠাইলা তাহার জননী ॥ ৬৯
 জটিল বলয়ে আজি আছে সুস্থমন ।
 তুমিহ সেখানে গিয়া করহ দর্শন ॥ ৭০
 তবে রাধা প্রবিলম্ব হইয়া নিকেতন ।
 বেশ পরিব্রজি কৈলা সুবলের সনে ॥ ৭১
 তবে সে সুবল জটিলারে সম্ভাষিয়া ।
 কিশোরীমোহন-সঙ্গে মিলিলা বাইয়া ॥ ৭২

ইতি শ্রীশ্রীতমালায়াং চ্ছন্দোভাসার-বর্ণনং
 নাম সপ্তদশং গ্রন্থনম্ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ গ্রন্থন ।

অথ দান-লীলা ।

একদিন গৌরাচন্দ্র স্বরসুন্দর-উটে ।
 দানলীলা করিছেন ষাটের নিকটে ॥ ১
 কদম্বভরঙ্গ ভলে জিল্লস হইয়া ।
 পাড়ায় কছেন পুরনাগরী দেখিয়া ॥ ২

কোথা যাও তোরাসবে বাহি দোলাইয়া ।
 ষাটের উচিত দান আমারে না দিয়া ॥ ৩
 আমি ষাটোয়াল হইয়াছি এই ষাটে ।
 দান নাহি দিলে যাতে না দিব এবাটে ॥ ৪
 শ্রীরবুন্দন কহে হর্যা জোড়কর ।
 ব্রজের গোপিকা নহে কে দিবে উত্তর ॥ ৫

এক দিন পরভাতে, সব সহচর সঁাতে,
 গোষ্ঠগমনের বেশ করি ।
 শিসাবেনু বাজাইয়া, গোমহিষবৃষ নিয়া,
 গোষ্ঠ-যাত্রা করিলা শ্রীহরি ॥ ৬
 শুনিয়া বেণুর ধ্বনি যত গোপ-সিমন্তিনী,
 করিবারে কৃষ্ণ-দরশন ।
 উপেখিয়া গৃহকাজ, ধৈর্য ধরম লাজ,
 পথধারে কৈলা আগমন ॥ ৭

দেখি তারা ব্রজরাজ-নন্দনের রূপসাজ,
 প্রেমানন্দে হইলা মগন ।
 স্তম্ভিত হইলা কেহ, কাঁপিতেছে কারো দেহ,
 কারো অশ্রু পড়ে কণ কণ ॥ ৮
 শ্রীরাধিকা সখী-সঁাথে, উঠি অট্টালিকা-মাথে,
 নিরখিয়া যশোদা-নন্দন ।
 প্লবিত গণ্ডুল, তাহে গলে অশ্রুজল,
 খেদ-জলে ভিজিল বসন ॥ ৯
 তাঁহারে মোহিত দেখি, চতুয়া বিশাখা সখী,
 হুই ভুজুে তাঁহার ধরিয়া ।
 অমৃতের ধারা জিনি, কহেন মধুর বাণী,
 কিশোরীমোহনে দেখাইয়া ॥ ১০

দেখ সখি নয়ন ভরি নাথে ।
 বেণু ধরি খেদগণ, পাছ চলিয়া ঔহে,
 ব্রজ করি সঙ্গিগণ সঁাথে ॥ ১১
 সেহ জিনি দেখানি, ঔহি কলকে লাগি,
 নিরখি বাহা নীলমণি লাগে ।
 চূর্ণ করি পূর্ণ বিদ্য, গর্ভ-সুখ-মাধুরী,
 দেখি বাহা কমল ভয় ভালে ॥ ১২
 পদ্মরুচি সঙ্গদ্বিটি, বস ঔহি চাহনী,
 কাল কবিরাজ কুর ভাঁতি ।

ভাল ভাল বালশশি- ভিলক কুচি রাজরে,
 বিশ্বকল-সম অধর-কাতি ॥ ১৩
 শুভকুল-দন্তহর, বাহুবুগ দোলেয়ে,
 গোপবহু-ধৈরবপরাসী ।
 পীন উর ঘোনতর, মধ্যভহু কেশরী,
 উরু করি-শুণ্ড-মদ-নানী ॥ ১৪
 স্বর্ণ-সম বর্ণ পট, পদ উপরি লস্কর,
 হার বনমাল উর দোলে ।
 একি সখি কেকিদল, চূড়াপরে শোভাই,
 মদগতি পবন মৃদুলালে ॥ ১৫
 রঙ্গি কত ভঙ্গি করি, পদকমল চালই,
 মন্ত গজ বৈছে ধোয়ি ধোয়ী ।
 ধর্ম কল-কর্ম্য সব, এহী চরণে দিয়া,
 শরণ নিল গোকুল-কিশোরী ॥ ১৬
 শ্রীরাধিক। বিশাখার বচন শুনিয়া ।
 কহিছেন প্রেমানন্দে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ১৭
 ধরণী জমিল এথা কি পূণ্য করিয়া ।
 ধোর বন্ধু যায় যাতে নাচিয়া নাচিয়া ॥ ১৮
 নপুংস হয়াছে সোণা কি পূণ্য করিয়া ।
 বন্ধুর চরণে ধায় বাজিয়া বাজিয়া ॥ ১৯
 বনমালা হলা পূর্ণ কি পূণ্য করিয়া ।
 বন্ধুর বুকেতে ধায় তুলিয়া তুলিয়া ॥ ২০
 মুরলী হইল নাশ কি পূণ্য করিয়া ।
 বাজে ও অধরমুত খাইয়া খাইয়া ॥ ২১
 এ সকল সখা হলা কি পূণ্য করিয়া ।
 বাইছে বন্ধুর সনে খেলিয়া খেলিয়া ॥ ২২
 শ্রীরঘুনন্দন রটে দুপাণি জুড়িয়া ।
 এ সব না জানা যায় ভাবিয়া ভাবিয়া ॥ ২৩
 সখি যে চরণ, করে পরশন,
 কহিতে ডরাই মনে ।
 সে চরণে করি, ২২রী উপরি,
 চলিতেছে ও কেমনে ॥ ২৪
 যদি না থাকিত, এখানে অহিত,
 কোনো জন মোসবার ।
 এ তনু পাতিয়া, দিতাম ও পিয়া,
 চলিত উপরি তার ॥ ২৫
 শিরীষের ফুল, হইতে মৃদল,
 বন্ধুর এ তনুধানি ।

রবির আতপে, পাইতেছে তাপে,
 এই আমি মনে মানি ॥ ২৬
 কৃপা করি বিধি, যদি দেয় সিধি,
 সবরূপ ধরা যায় ।
 তবে মেঘ হয়া, আকাশে উঠিয়া,
 বন্ধুরে করিগা ছায় ॥ ২৭
 কর দরশন, বন্ধুর বদন,
 ঘাম কণ কণ গলে ।
 এই হয় হিয়া, নিকটে বাইয়া,
 পোছাইয়ে পটাকলে ॥ ২৮
 রাই এই মতে, কহিতে কহিতে,
 প্রেমেতে মগন মনে ।
 কিশোরীমোহন, বনে প্রবেশন,
 করিলেন সধাসনে ॥ ২৯
 বনে গিয়া শ্রীদাম কহেন দামোদরে ।
 ইচ্ছা আছে সখা আজি গের্ডু খেলিবারে ॥ ৩০
 তাহাতে যে জন যার নিকটে হারিবে,
 সে তাহারে ঘোড়া হয়া পাইতে বহিবে ॥ ৩১
 তবে তারা সকলেতে হয়া একমন ।
 আরতিলা আনন্দেতে কন্দু খেলন ॥ ৩২
 বিচিত্র সুন্দর হাতা ধরি ধরি করে ।
 গের্ডু ফেলাফেলি করিছেন পরস্পরে ॥ ৩৩
 তাহে যে যে নাহি পারে গের্ডু ফিরাবারে ।
 সে সে হারি পিঠে করে নিজ খেলুবারে ॥ ৩৪
 লাফিয়া লাফিয়া যায় ঘোড়ার সমান ।
 নানা স্থানে ফিরি পুন আশ্রয়ে সেই স্থান ॥ ৩৫
 এইরূপ কিছুকাল করি গের্ডু খেলা ।
 সকলেই অতিশয় শ্রমযুক্ত ভেলা ॥ ৩৬
 তাহা জানি সখা সব পদব পাতিয়া ।
 শয্যা বিরচিলা রাম শ্রামের লাগিয়া ॥ ৩৭
 শ্রীরঘুনন্দন পুষ্প তুলি আনি বনে ।
 বিছাইয়া দিল দুই শ্রতুর শয়নে ॥ ৩৮
 শয়ন করিলা রাম, দেখি নবনন্দ-শ্রাম,
 বসি তাঁর শ্রীচরণ-তলে,
 আপন উরুতে রাখি, তাঁর পদ মহামুখী,
 সেবিছেন নিজ-করতলে ॥ ৩৯

কিবা হুমধুর কৃষ্ণ-লীলা ।
সকলের মেঘা বেহ, নাহি যার সম কেহ,
সেহ রাম-চরণ সেবিলা ॥ ৪০
তাহা নিরীক্ষণ করি, নবীন পল্লব ধরি,
সখা সব করয়ে বীজন ।
তবে শ্রম দূরে গেল, যুথের উদয় ভেল,
রামে কৈল নিদ্রা আকর্ষণ ॥ ৪১
তার নিদ্রা দেখি হরি, পদ রাখি ধীর ধরি,
কহিছেন গোপাল-সকলে ।
তোরা থাক এই স্থানে, আমিহ ভ্রমিব বনে,
লগ্না বট ফুল উজ্জ্বলে ॥ ৪২
এত কহি নটবর, সেই তিন সহচর,
সঙ্গে করি কিছু আগে গিয়া ।
কহিছেন তা সবারে, কহ আজি বনান্তরে
কিশোরীয়ে পাব কি করিয়া ॥ ৪৩
শ্রীমধুমঙ্গল তবে কহিছেন তাঁয় ।
শুন শুন সখা কহি ইহার উপায় ॥ ৪৪
যত লগ্না যজ্ঞশালে করিতে অর্পণ ।
শান্তনু কুণ্ডেতে রাখা করিবে গমন ॥ ৪৫
অতএব এই স্থানে থাকহ দাঁড়াই ।
অবশ্যই দেখিতে পাইবে তবে রাই ॥ ৪৬
শ্রীকৃষ্ণ কহেন হলা বড় হুমকান ।
মাধিব রাখার স্থানে এই সঁই দান ॥ ৪৭
এখানে শ্রীরাধা পৌর্ণমাসীর আজ্ঞায় ।
যত লগ্না যাত্রা কৈলা যজ্ঞের শালায় ॥ ৪৮
কিছু দূর গিয়া তঁহি কৃষ্ণ দেখিবারে ।
উৎকর্ষিত হইয়া কহেন ললিতারে ॥ ৪৯
সখি শুনিয়াছি এই বনে নটবর ।
সখা সঙ্গে বিহার করেন নিরন্তর ॥ ৫০
আমি বুঝি মোর কোনো কুক্ষণের কলে ।
আইসেন নাই আজি বন্ধু এই স্থলে ॥ ৫১
বদি নাহি পাই এখা তাঁর দরশন ।
তবে বুঝা হবে শ্রম করি আগমন ॥ ৫২
শ্রীরবনন্দন কহে স্থির কর মনে ।
এখনই দেখিতে পাবে নিজ বন্ধুজনে ॥ ৫৩
কহিতে কহিতে হরিকৈ নিরখা ।
বৃষভানু-মুতা কহিছেন সুখী ॥ ৫৪

ললিতে সখি দেখে কদম-তলে ।
নব মেঘ বিরাজই নাহি চলে ॥ ৫৫
খির বিভ্রাত-দাম বিলাস করে ।
পরিপূর্ণ পুরন্দর-চাপ ধরে ॥ ৫৬
বকপাতি বিরাজই দেখে এখা ।
গিরিরাজ-ভটে খির ধার যথা ॥ ৫৭
শুন গজ্জই চারু গভীর হবে ।
রঘুনন্দন দাস কি আর কবে ॥ ৫৮
শ্রবণ করিয়া এত রাখার ভারতী ।
হাসি হাসি বিশাখা কহেন তাঁর প্রতি ॥ ৫৯
রাই কোথা দেখিতেছ তুমি জলধর ।
জলধর নহে এত হয় নটবর ॥ ৬০
সৌদামিনী বলি যারে করিছ মনন ।
সেহ তাহা নহে কিন্তু তাহারী বদন ॥ ৬১
ইন্দ্রধনু বলি যারে করিছ বর্ণন ।
তাহা নহে শিখি-পুচ্ছ মুহূর্ত শোভন ॥ ৬২
বকপাতি বুদ্ধি যাহে হইছে তোমার ।
সেহ তাহা নহে কিন্তু মুকুতার হার ॥ ৬৩
যাহা শুনি মানিতেছ যেষের গজ্জন ।
তাহা নহে কিন্তু হয় মুরলী-নিশ্বন ॥ ৬৪
কিশোরি ভাবিতে ছিলে যাহার লাগিয়া ।
বিদ্যি কৃপা করি দিল তাহাই আনিয়া ॥ ৬৫
কৃষ্ণ বলি জানি রাই, আনিমিখ নেত্রে চাই,
আনন্দেতে হইলা স্তুতিতা ।
আগে পদ নাহি চলে, অস্ত্র ভাসে বেদীজলে,
তাহা দেখি কহেন ললিতা ॥ ৬৬
রাই তুমি কারে কর ভয় ।
আমি আছি তোর কাছে, আশ্রয় মোর পাছেপাছে
কার সাধ্য তোমারে কি কর ॥ ৬৭
এত কহি আগে গিয়া, বান বাহ দোলাইয়া,
তার পাছে বান সখীপথ ।
তাহা দেখি বটুস্বাম, আনিয়া কৃষ্ণের কাজ,
কহিছেন কর্ণ বচন ॥ ৬৮
মূৰ্খপোপী কোথা বাও, পথ পানে নাহি চাও,
আগে বসি আছে ঘটরাজ ।
না দিলে উচিত দান, পাইবে না পরিত্রাণ,
বুঝিয়া করহ সব কাজ ॥ ৬৯

ললিতা কহেন বাণী, এখানে কখনো দানী,
নাহি দেখি না শুনি শ্রবণ ।

কে দিল এ অধিকার, দান দিতে হবে কার,
শুনি তাহা বলহ বচনে ॥ ৭০

শ্রীকৃষ্ণ কহেন বাণী, মোর এই ষাটধানী,
দিয়াছেন তুপতি মদন ।

এই পথে যে চলিবে, তারী স্থানে দান পাবে,
যোগামতে কিশোরীমোহন ॥ ৭১

রাধিকা কহেন পথে করিলে গমন ।

দান লাগে কি কারণে কহু বিবরণ ॥ ৭২

শ্রীকৃষ্ণ কহেন পথে ভারযুক্ত জন ।

গমন করিলে হয় পথের ভঞ্জন ॥ ৭৩

তোমাদের মাথে দেখি ঘূতের গাগরী ।

গায়ে যত অলঙ্কার গণিতে না পারি ॥ ৭৪

নিতম্ব কুচের ভারনহে পরিমাণ ।

এ লাগি লাগিনে তোমাঙ্গিণে বহু দান ॥ ৭৫

নিশাখা বলেন পথে হাতী ঝোড়া যায় ।

নারী শরীরের দান তাহে না মুগ্ধ ॥ ৭৬

যেই বস্ত্র বিক্রয় করিতে লয়্যা যায় ।

তারী কিছু দান ষাটে ষাটয়াল পায় ॥ ৭৭

মোরা ত না যাই কিছু দ্রব্য বেচিবারে ।

যজ্ঞে দ্ব্যত দিতে যাই ধর্ম করিবারে ॥ ৭৮

ইথে আমাদের স্থানে পাইবে কি দান ।

কিশোরীমোহন তাহা কর অভিধান ॥ ৭৯

হাসিয়া কহেন বনমালী ।

কোথা ধর্ম তোদের গোয়ালী ॥ ৮০

দ্ব্যত দিয়া নাও অলঙ্কার ।

এত হয় বাণিজ্য প্রকার ॥ ৮১

অতএব তোমাদের স্থানে ।

অবশ্য পাইতে হবে দানে ॥ ৮২

রাখা কন কি তোমার দান ।

কহ শুনি করিব বিধান ॥ ৮৩

হাসিয়া কহেন বংশীধারী ।

এই ভাল বৃন্দাবনেখরি ॥ ৮৪

দান শুন কহি নীতি মতে ।

এক টাকা এক তোলা ঘূতে ॥ ৮৫

কুন্তে দ্ব্যত বোল সেৱ রয় ।

সেৱে চতুঃষষ্টি টাকা হয় ॥ ৮৬

মিলিয়া হইবে যত দান ।

তাহা শুন করি প্রীতিধান ॥ ৮৭

দশ শত চক্ষিণ সংখ্যান ।

একেক জনের হবে দান ॥ ৮৮

শ্রীরঘুনন্দন কহে প্যারী ।

মূল হতে দান হল্য ভারী ॥ ৮৯

ললিতা কহেন দ্ব্যত এই দান দিব ।

কিন্তু তোমাদ্ব্যানে কিছু মোরাও পাইব ॥ ৯০

তাহাতে যদ্যপি তব নাহি হয় শোখ ।

তবে অলঙ্কার দিয়া করিব প্রবোধ ॥ ৯১

বৃন্দাবনেখরী রাই কহিলে আপনে ।

তোমার গোধন চরে সেই বৃন্দাবনে ॥ ৯২

তোমার মত রাই কভু কহে না অজ্ঞায় ।

এক গোয়ে এক কড়া করি কর চায় ॥ ৯৩

অসংখ্যাত-সংখ্য হয় তোমার গোধন ।

শুন এবে তার কর করি নিরুপণ ॥ ৯৪

পরাক্ষ পর্য্যন্ত আছে অঙ্গের সংস্থান ।

তাহারী কহিয়ে আগে করের সংখ্যান ॥ ৯৫

টাকা পাঁচ শস্য আর অষ্ট মহাপদ ।

একটী নিখরু হই বর্ষ পাঁচ পদ ॥ ৯৬

ইহার পরেতে যত হইবেক কর ।

কিশোরীমোহন তাহা করহ গোচর ॥ ৯৭

ললিতার বাণী, শ্রবণ করিয়া,

হাসিয়া কহেন রাই ।

পরাক্ষ পর্য্যন্ত, যত কর হল্য,

গণি গণি লহ তাই ॥ ৯৮

ইহার পরে, আর যত কর,

ছাড়ি দাও দয়া করি ।

দেখ ষটপাল, মুখ কুকাইল,

কর শুনি হরি কহি ॥ ৯৯

শ্রীমধুসূদন, কহেন কানাই,

দানে আর কাজ নাই ।

চল চল সবে, আপদা লইয়া,

পলাইয়ে অস্ত্র তাঁই ॥ ১০০

লাভ করিবারে, দান ষাট করি,

নিষে লয়্যা টানাটানি ।

কি করি শোধিব, এ করেৱ দার,

তাহা আমি নাহি জানি ॥ ১০১

ত্রীক কহেন, সখা যে কহিলে;
 তাহা মিছা নাহি ভায় ।
 কিশোরীর কাছে, আপনারে দিয়া,
 শোধিব করের দায় ॥ ১০২
 কুমোর বচন শুনি, ত্রীরাধিকা ঠাকুরাণী,
 কহিছেন হসিত-বদনে ।
 একি কহ বটরাজ, অতি অশুচিত কাজ,
 মোর কাছে দিবে যে আপনে ॥ ১০৩
 পূর্বে বাহা অশ্রুজনে, দিয়াছ হৃদয় মনে,
 তাহা পুন দিবে কি করিয়া ।
 দত্তবস্ত্র পুন দিলে, পূণ্য কিছু নাহি মিলে,
 পাপ ঘটে বরক আসিয়া ॥ ১০৪
 চন্দাবলী এই কথা, শুনিয়া পাইবে ব্যথা,
 আমি বা লইব কি প্রকারে ।
 কহিবেক সব জন, রাখা হরে পর ধন,
 অবশ হইবে এ সংসারে ॥ ১০৫
 ত্রীরঘুনন্দন কহ, তব পর ধন নয়,
 কদাচিত এই নটরায় ।
 কিস্ত পূর্বে তোমা স্থানে, বিকাষাছে প্রেমপণে,
 কর শোধ না হয় ইহায় ॥ ১০৬
 বিশাখা কহেন রাই কি করিবে আর ।
 দান্যকেই নাও অমুরোধে মো-সংবার ॥ ১০৭
 অস্ত্রে দিয়াছে বলি যে কর সংশয় ।
 সে দোষ উহারী হবে তোহে না ঘটয় ॥ ১০৮
 শ্রীমধুমঙ্গল কন সুবল উজ্জল ।
 মোরা সবে বাই চল এবে অশ্রুস্থল ॥ ১০৯
 ইহাদ্দের হয়্যা গেল বিবাদভঞ্জন ।
 আমাদের এথা আর নাহি প্রয়োজন ॥ ১১০
 এত কহি তাঁরা সবে অশ্রু ঠাই গেল ।
 ত্রীললিতা বিশাখারে কহিতে লাগিল ॥ ১১১
 দানী পাইলেক দান রাই পাইল্য কর ।
 দৌহে আনন্দিত হয়্যা বাইবেক ধর ॥ ১১২
 মোরা চল বজ্রপালে সমর্পিয়া দৃত ।
 দেখি গিয়া পাই বনি ভূষণ কপিত ॥ ১১৩
 এত কহি তাঁহারাও করিল। গমন ।
 রহিল। কিশোরী আর কিশোরীমোহন ॥ ১১৪
 রাখারে বাইতে, উদ্যত দেখিয়া,
 করে ধরি কন হরি ।

একি কোথা বাও, প্রিয়ে মোরে রাখি,
 বস্যা আলাপন করি ॥ ১১৫
 তোমার করেতে, বিকাষিয়া আমি,
 হইলাম তব দাস ।
 বনে ফল ভুলি, তোমায়ে সেবিব,
 মনে যত আছে আশ ॥ ১১৬
 রাখিকা কহেন, একি কহিতেছ,
 প্রাণনাথ অশুচিত ।
 দাসীজন প্রতি, এ সকল কথা,
 নাহি সাজে কদাচিত ॥ ১১৭
 কোথা তুমি গুণ- রতন সাগর,
 পুরুষের শিরোমণি ।
 কোথা আমি সব, গুণেতে বিহীন,
 অরসিক অভাগিনী ॥ ১১৮
 তুমি মোর লাগি, পথের মাঝারে,
 হয়্যা রহিয়াছ দানী ।
 এ সকল কথা, • কাহারে কহিব,
 মুখে না নিঃসরে বাণী ॥ ১১৯
 ত্রীরঘুনন্দন, কহে জোড় কর,
 শুন শুন ঠাকুরাণি ।
 তোমার প্রেমেতে, মোর প্রভু বশ,
 আমি ইহা ভাল জানি ॥ ১২০
 রসিক নাগর কন শুন রসবতি ।
 তোমারি বচন সব অশুচিত অতি ॥ ১২১
 কোথা তুমি রাজকন্যা অতি সুকুমারী ।
 কোথা দূরে আগমন শিরে কুণ্ড করি ॥ ১২২
 আমাদের দেখিতে পাবে করিয়া আশ্রয় ।
 এত ভূখ পাও তুমি একি সখ হয় ॥ ১২৩
 এখন চলহ গিরি-গুহার ভিতরি ।
 প্রম ঘূঢ়াইব দৌহে তাঁহা বাস করি ॥ ১২৪
 এত কহি নিজ করে তাঁর কর ধরি ।
 গিরি-গুহা-মাকে গিয়া বসিলা শ্রীহরি ॥ ১২৫
 তবে কাম-রসে দৌহে আশায় পুরিলা ।
 হেন কালে সখী সব গিরিয়া আইলা ॥ ১২৬
 গিরি-গুহা মাকে দেখি কিশোরী-কিশোর ।
 তাঁরাও সকলে হল্যা আনন্দে বিভোর ॥ ১২৭
 ইতি শ্রীলীলামায়াং দানলীলা-বর্ণনং নাম
 অষ্টাদশং গ্রন্থনম্ ॥

উনবিংশ প্রস্থন ।

অথ নৌ-খেলা ।

এক দিন গেরা কুতুহলে ।
 খেলিতেছেন সুরধুনী-জলে ॥ ১
 খেলিতে খেলিতে দেখি তরি ।
 চটিলেন গিয়া তহুপরি ॥ ২
 নিজ করে কেরুয়াল ধরি ।
 তরপি চালান মুখে ভরি ॥ ৩
 মাঝেমাঝে কহেন হাসিয়া ।
 গোপি চট আসি কড়ী দিয়া ॥ ৪
 না দিবে খাটের যদি পণ ।
 তবে কিরি করহ গমন ॥ ৫
 নিবেদয়ে শ্রীরতনন্দন ।
 এ ভাব বুঝিবে কোন জন ॥ ৬

একাদশ বর্ষকালে, বনমালী কুতুহলে,
 সরস্বতী নদীতে বাইয়া ।
 আনি নিব্বরের বারি, তারে পরিপূর্ণ করি,
 রহিলেন তরপি লইয়া ॥ ৭
 স্বয়ংশাস্ত্র হস্ত দিতে, সহচরীগণ সাজে,
 সেই পথে আসিয়া কিশোরী ।
 দূর হতে দেখি হরি, কহিছেন সহচরী,
 সকলেরে সম্বোধন করি ॥ ৮
 একি দেখি নদীমাঝে, নবজলধর রাজে,
 স্থির সৌদামিনী বলকয় ।
 তাহে দোহে বকপাঁতি, কিবা-ইন্দ্রধনু ভাতি,
 যুগযুগ গর্জন করয় ॥ ৯
 এই মেঘে করি বৃষ্টি, করিরাছে নদী পুষ্টি,
 ডাকিতেছে কল কল রবে ।
 তোর সবে সুকুমারী, কিশোর বয়স নারী,
 কি করিয়া ইহা পার হবে ॥ ১০
 বিশাখা বলেন সখি নব মেঘ নহে ।
 নব জল-ধর শ্যাম নদী-মাকৈ রহে ॥ ১১
 ঈজুরী না হয় হয় পীতবাস তার ।
 বক পাঁতি নাহি হয় ছুর তারী হার ॥ ১২

ইন্দ্রধনু নহে শিখিপিত্ত চূড়া হয় ।
 মেঘের গর্জন নহে মুরলী বাজয় ॥ ১৩
 রাধিকা কহেন সখি নদীর মাঝারে ।
 প্রাণ বন্ধ রহিয়াছে হায় কি একাবে ॥ ১৪
 কল কল করি নদী ডাকে অতিশয় ।
 দেখিয়া শঙ্কর মোর জন্ম কাঁপয় ॥ ১৫
 ললিতা কহেন নাহি ভাব সহচরি ।
 কাশাচাঁদ রহিয়াছে নায়ের উপরি ॥ ১৬
 কিশোরি হইয়াছে বড় ভাল মো সবার ।
 এই নারে চটি মোরা যাব নদীপার ॥ ১৭
 গোপীদিকে দেখি বংশীধারী ।
 কহিছেন কিছু উচ্চ করি ॥ ১৮
 কুস্তমাগে তেঁমরা কে বটে ।
 পারে যাবে যদি আশ্র যাঁট ॥ ১৯
 শুনি তাঁরা তীরে আশ্রা যুগে ।
 দেখি কুম্ভ অধ কৈলা মুগে ॥ ২০
 ললিতা কহেন ও কাণ্ডারী ।
 ডাকি কেন মুখ কৈলে ভারী ॥ ২১
 কুম্ভ কন এ নৌকার পণ ।
 দিতে না পারিবে এ কারণ ॥ ২২
 রাধিকা কহেন ভাঙ্গানারে ।
 পণ লাগে কভু না শুনিয়ে ॥ ২৩
 বরক পাইব মোরা পণ ।
 ভাঙ্গানারে দিব যে চরণ ॥ ২৪
 কিশোরীমোহন ইহা শুনি ।
 দূরে যান লইয়া তরপি ॥ ২৫
 বিশাখা কহেন তব নায়ে কত পণ ।
 লাগিবেক তাহা কহ করিয়ে শ্রবণ ॥ ২৬
 কুম্ভ কন মোর নায়ে যেই পার হয় ।
 আপন সমান সোনা তাহারে লাগয় ॥ ২৭
 ললিতা কহেন যদি নায়ে এত ধন ।
 পাও তবে গোচারণ কর কি কারণ ॥ ২৮
 শ্রীকুম্ভ কহেন গোচারণে হেতু ধর্ম ।
 ধন উপার্জন লাগি না করি সে কর্ম ॥ ২৯
 ললিতা কহেন ধর্মের রত তব মন ।
 কহ কোন ধর্ম হয় তরপি বাহন ॥ ৩০
 গোবিন্দ কহেন হিপ্র বৈষ্ণব সকল ।
 বিনা পণে পার কৈলে ধর্ম অবিকল ॥ ৩১

বিশাখা কহেন সত্য জগতের মাত্র ।
 ইহাদিগে পার কৈলে হবে বহুপুণ্য ॥ ৩২
 এত শুনি হাসি কন কিশোরিমোহন ।
 সত্য হলো পার করি দিব বিনাশন ॥ ৩৩
 শুনি নাগরের বাণী, যত গোপ-সৌমভিনী,
 হাসি হাসি নৌকায় উঠিয়া ।
 ধূতের কলসী রাখি, বসিলা হইয়া সুখী,
 কৃষ্ণ-মুখ-পদ্মে নেত্র দিয়া ॥ ৩৪
 হরি নদী-মাকো গিয়া, কেকয়াল ঘুরাইয়া
 কাপাইতে লাগিলা তরলী ।
 নায়ের বুরুজী ঘেরি, ভয়ে থর থর করি,
 কৃষ্ণে কন সকল রমণী ॥ ৩৫
 অধিক না বহে বাত, নাহি কোনো অববাত,
 বেগে নাহি বহে তরঙ্গিনী ।
 তবে কেন কাঁপে তরি, নাবিক যতন করি,
 স্থির কর নিজ নৌকা খানী ॥ ৩৬
 নাগর কহেন পুন, সবে মোর কথা শুনি,
 এক শেষ আছে মোর নায় ।
 অনতি বদ্যপি চাপে, তবে এহ বড় কাঁপে,
 এক হাত আগে নাহি যায় ॥ ৩৭
 রাধিকা কহেন ভাষা, ললিতার বড় আশা,
 ছিল এই নৌকায় চড়িতে ।
 তার ফল হল্য ভাল, জলে ডুবি প্রাণ গেল,
 কলঙ্ক রহিল অবনীতে ॥ ৩৮
 পুন কন বনমালী, যদি তোরা সবে যেলি,
 গান কর শ্রীমধুসূদনে ।
 তবে তোমা সবাকারে, পারি পার করিবারে,
 শ্রীকিশোরি করিয়া যতনে ॥ ৩৯
 রাধিকা কহেন একি অসুচিত বাণী ।
 নায়ে গান করে কোথা কুলের রমণী ॥ ৪০
 বহু পরাণ যায় সহিতে পারিব ।
 পুরুষের আগে গান করিতে নারিব ॥ ৪১
 বিশাখা কহেন সখি কি করিবে লাজে ।
 পরাণ থাকিলে লাগিবেক বহু কাজে ॥ ৪২
 অতএব গান কৈলে যদি চলে তরী ।
 তবে গান করা ভাল লাজ পরিহরি ॥ ৪৩
 কিশোরীমোহন-সুখ হইবে জানিয়া ।
 গান আরম্ভিলা সবে বদন বাঁপিরা ॥ ৪৪

জয় জয় হে মধুসূদন ।
 তব নাম বিপদ-নাশন ॥ ৪৫
 মোরা ঘোর বিপদে পড়িয়া ।
 ভেবে ডাকি কাতর হইয়া ॥ ৪৬
 জলে পূর্ণ নদী ভাঙ্গা তরি ।
 শঠমতি চপল কাণ্ডারী ॥ ৪৭
 এ বিপদে বাইতেছে প্রাণ ।
 তুমি বিনে নাহি পরিত্রাণ ॥ ৪৮
 তব নামে তরয়ে সংসার ।
 সুদ্র নদী তর্য কোন তার ॥ ৪৯
 তুমি রতনমণ্ডনাবতारे ।
 ওরায়াছ বিপদে সীতারে ॥ ৫০
 গোপীদের গানে কৃষ্ণ মোহিত হইলা ।
 আপনি ভাগিয়া তরি ধারেতে লাগিলা ॥ ৫১
 বিশাখা কহেন সখি কিবা এ তরলী ।
 নাহি বহে কোনো মতে অসত্য রমণী ॥ ৫২
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন তোমার মোর নাম করি ।
 শুদ্ধ হলো তেঁই বহিলেক মোর তরি ॥ ৫৩
 ললিতা কহেন গোপুলের সব জন ।
 আসিয়া নয়নে দেখ শ্রীমধুসূদন ॥ ৫৪
 ডুবাইতে ছিল যেহ এই নারী সবে ।
 সে মধুসূদন না হইলে কেনা হবে ॥ ৫৫
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন এ বিচারে নাহি ফল ।
 ওরার পণ দেও তোমরা সকল ॥ ৫৬
 ললিতা কহেন মোরা শ্রীমধুসূদনে ।
 ডাকি পার হইলাম আপনায় শুণে ॥ ৫৭
 তোমারি ইহাতে নাহি প্রম কিছু মাত্র ।
 তুমি কি করিয়া হবে এ পণের পাত্র ॥ ৫৮
 কিন্তু পার হইলাম চড়ি তব তরি ।
 তাহার প্রসাদ কিছু দিবেক কিশোরী ॥ ৫৯
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন, ললিতা হে যদি,
 রাধিকা রমণী পাই ।
 তবেই লইব, আমিহ প্রসাদ,
 আর কিছু নাহি চাই ॥ ৬০
 ললিতা কহেন, তাহাই পাইবে,
 তরি লয়া চল তীরে ।
 ভাল ভাল বলি, শ্রীকৃষ্ণ তখন,
 তরলি লইলা ধারে ॥ ৬১

তবে ক্রমে ক্রমে, কলসী লইয়া,
 নামেন সকল নারী ।
 রাধারে নামিতে, উন্মত্ত দেখিয়া,
 বসনে ধরিলা হরি ॥ ৬২
 রাধিকা কহেন, একি অপস্কার,
 কর যুবরাজ হর্যা ।
 সকলে ছাড়িয়া, একলা আমারে,
 ধরি রাধ কি লাগিয়া ॥ ৬৩
 ক্রীড় কহেন, নদী পার করি,
 প্রসাদ পায়্যাছি তোরে ।
 ইথে কিবা আর, বিবাদ করহ,
 পুছ সখী ললিতারে ॥ ৬৪
 ক্রীরাধিকা কন, মোর কণ্ঠমণি,
 দিয়াছে ললিতা জানি ।
 তাই নাও দিব, আমারে লইয়া,
 কেন কং টানটানী ॥ ৬৫
 ক্রীড় কহেন, কিশোরী' সুন্দরী,
 চাহি ছিন্ন পরসাদ ।
 ললিতাও মোরে, দিয়াছেন তাই,
 ইথে আর কি বিবাদ ॥ ৬৬
 ললিতা কহেন সখি কলহ ছাড়িয়া ।
 কিছু কাল থাক তুমি নৌকায় বসিয়া ॥ ৬৭
 যজ্ঞশালা হত্যে মোরা ফিরিয়া আসিয়া ।
 তোমায়ে লইয়া যাব বিচার করিয়া ॥ ৬৮
 এত কহি তাঁরা সবে যজ্ঞশালে গেলা ।
 ক্রীড় রাধিকা প্রতি কহিতে লাগিলা ॥ ৬৯
 প্রাণপ্রিয়ে যার লাগি হর্যাছি কাণ্ডারী ।
 বিধি ঘটাইল তাহা মোরে কৃপা করি ॥ ৭০
 অতএব চল আই বেতসী-কাননে ।
 হাস-পর্যবাস করি বসিয়া নিরুজনে ॥ ৭১
 এত কহি তাঁর কর করিয়া ধারণ ।
 বেতসী-কাননে হরি করিলা গমন ॥ ৭২
 তবে সেই কুঞ্জেতে বসিলা দুইজন ।
 কিশোরী করেন কিছু কৃষ্ণ নিবেদন ॥ ৭৩
 প্রাণবদ্ধ আমার লাগিয়া ।
 কর তুমি অশ্রুচিহ্ন ত্রিরা ॥ ৭৪
 একি হর্যা ব্রজযুবরাজ ।
 কুর্কর্মেতে নাহি হয় লাজ ॥ ৭৫

এ দাসীরে দেখিব বলিয়া ।
 রহিয়াছ ষাটে তরি নিয়া ॥ ৭৬
 কভু পথে হর্যা থাক দানী ।
 কি বলিবে লোকে ইহা জানি ॥ ৭৭
 যদি গুণ থাকয়ে আমার ।
 তবে শোভে এই ব্যবহার ॥ ৭৮
 আমি গুণরূপ-হীন হই ।
 এত আদরের পাত্র নই ॥ ৭৯
 কিশোরীর স্তম্ভিয়া বচন ।
 কৃষ্ণ তাঁরে কোলে লয়া কন ॥ ৮০
 প্রাণপ্রিয়ে আছে যত তব দিব্য গুণ ।
 কহিতে কে পারে তাহা হর্যাও নিপুণ ॥ ৮১
 জেয়ার লাভণ্য হয় অতি অনুশ্রাম ।
 যাহা নিরখিলে বিমোহিত হয় কাম ॥ ৮২
 কঙ্কণা বিনয় লজ্জা মধুর ভাষণ ।
 এই আদি যত গুণ না হয় গণন ॥ ৮৩
 প্রেমের তুলনা তব না পাই দেখিতে ।
 খেছ মুগ্ধ করিয়াছে প্রিয়ে মোর চিতে ॥ ৮৪
 সেই প্রেমে হর্যা আমি নিতান্ত মগন ।
 না দেখি রহিতে নারি তোহে একক্ষণ ॥ ৮৫
 এই লাগি যাহে তোরে দেখিবারে পাই ।
 তাহাই করিয়ে ভাগ মন্দ নাহি চাই ॥ ৮৬
 এইরূপ কহি কহি কিশোরী কিশোর ।
 মদন-সমরে দোহে হইলা বিভোর ॥ ৮৭
 এখানেতে সব সহচরী ।
 যজ্ঞশালা হত্যে আলায় ফিরি ॥ ৮৮
 জানি তাঁহাদের আগমন ।
 বাহিরে আইলা দুই জন ॥ ৮৯
 বিশাখা বলেন হস্ত করি ।
 এ কেমন কাজ ও কিশোরি ॥ ৯০
 নৌকাতে রাধিয়া গেলু মোরা ।
 কুঞ্জে কেন গিয়াছিলি তোরা ॥ ৯১
 তাহা শুনি রাধিকা লজ্জিত ।
 হাসি কৃষ্ণ কহেন কিস্তি ॥ ৯২
 রাধিকা বড়ই হুচতুর ।
 নিজ বর্ষ সাধিবারে শুর ॥ ৯৩
 অনেক সুবর্ণ মোরে দিয়া ।
 আপনারে নিলা ছাড়িয়া ॥ ৯৪

নায়ে বসি তাহা নাহি হয় ।
 দুষ্টলোকে করিবে সংশয় ॥ ১৫
 এই লাগি গিয়াছিলো বনে ।
 তোরো অস্ত্র নাহি তাব মনে ॥ ১৬
 এইরূপ হাস পরিহাসে ।
 কিশোরী কিশোর যুগে ভাসে ॥ ১৭
 ইতি শ্রীশ্রীতমালায়াং নৌ-খেল-ধর্ম-
 নাম উনবিংশ গ্রন্থঃ ॥ ১৯

বিংশ গ্রন্থন ।

অথ কলঙ্ক-ভঞ্জন ।

জয় জয় প্রভু গৌর হরি ।
 ভক্ত মনোরথ-পূর্তিকারী ॥ ১
 ভক্তজন উৎসেগ নাশিতে ।
 হেন আর নাহি ত্রিলোকীতে ॥ ২
 ভক্ত-কলঙ্ক-অন্ধকার ।
 দিনকর নাশনে তাহার ॥ ৩
 ভক্ত বশ-কীরোদ-নাগর ।
 তাহা বাঢ়াইতে সুধাকর ॥ ৪
 ভক্ত-নিমক যেই জন ।
 তার মান করেন খণ্ডন ॥ ৫
 অদভুত লীলার বসতি ।
 শ্রীরত্নন্দন জনগতি ॥ ৬

দানখাটে নৌকাখাটে রাখারক্ষণীলা ।
 প্রায় গোবুন্দের সব লোকই জানিলা ॥ ৭
 তাহাতে হইল কিছু রাখার অবশ ।
 শুনিয়া হৃষিক বড় কৃষ্ণের মানস ॥ ৮
 অতএব পৌর্বমাসী মনে যুক্তি করি ।
 এক দিন গোষ্ঠে যাত্রা না করিয়া হরি ॥ ৯
 শোধন বিদায় করি আসিয়া অহনে ।
 কহিতে লাগিলা মধুমঙ্গল ব্রাহ্মণে ॥ ১০
 সখা আজি আমি বনে নারিনু বাইতে ।
 হৃথ নাই কিছুমাত্র আজি মোর চিতে ॥ ১১
 এইরূপ কহি কহি কিশোরীমোহন ।
 পড়িলেন ভূমিভলে হয়্যা অচেতন ॥ ১২

তাহা করি নিরীক্ষণ, ধ্বজবর ভীত-মন,
 কোলে তুলি লয়্যা দামোদরে ।
 কহিছেন একি কর, প্রিয়সখা যৈধ্য ধর,
 বুক ফাটে দেখি হেন তোরে ॥ ১৩
 শুনি মধুমঙ্গলের বাণী ।
 শিরে বাজ পড়ে যেন, ব্যথিত হইয়া তেন,
 ধাইয়া আইলা ব্রজরাণী ॥ ১৪
 কোলে লয়্যা দামোদরে, রাণী গদ গদ স্বরে,
 কহিছেন কান্দিয়া কান্দিয়া ।
 বাপ মোর নীলমণি, কেন নাহি কহ বাণী,
 আছ কেন নয়ন মুদিয়া ॥ ১৫
 চাহরে নয়ন মিলি, ডাকরে জননী বালি,
 দেখি শুনি জুড়াকু হৃদয় ।
 দেখি তোরে অচেতন, পুরিতেছে মোর মন,
 বুক যেন শত খণ্ড হয় ॥ ১৬
 বড় ভূমি কৃষ্ণমনে, ছিঁলে জান কি কারণে,—
 বাছা মোর হইলা এমন ।
 শ্রীরত্নন্দন ভণে, তোমার পুত্রের মনে,
 কি আছে যে জানে কোন জন ॥ ১৭
 শ্রীমধুমঙ্গল কন শুন গো জননি ।
 আমারে কহিলে এই তোর নীলমণি ॥ ১৮
 সখা আমি আজি বনে নারিনু বাইতে ।
 হৃথ নাই কিছুমাত্র আজি মোর চিতে ॥ ১৯
 এইরূপ কহিতে কহিতে দামোদর ।
 পড়িল মোহিত হয়্যা ধরণী উপর ॥ ২০
 ইহা বিনে আর কিছু আমি নাহি জানি ।
 কি হইবে কি করিব বল গো জননি ॥ ২১
 মধুমঙ্গলের বাণী শুনি বশোমতী ।
 কান্দিতে লাগিলা হয়্যা অতি হৃষিকমতি ॥ ২২
 তাঁহার ক্রন্দন শুনি গোপিকা সকল ।
 ক্রমে ক্রমে আলা সখা হইয়া বিহ্বল ॥ ২৩
 তারাও সকলে দেখি কৃষ্ণ অচেতন ।
 কান্দিতে লাগিলা অতিশয় হৃষিকমন ॥ ২৪
 কৃষ্ণের প্রেমসী বত গোপনারীগণ ।
 শূন্য দেখিছেন তারা এ তিন ভুবন ॥ ২৫
 শ্রীরত্নন্দন কহে কে বুঝিবে লীলা ।
 শিবশেষ বুঝিতে না পারে বার কলা ॥ ২৬

যশোমতী কহিছেন সকলে কান্দিয়া ।
 আমার গোপাল হেন হল্য কি লাগিয়া ॥ ২৭
 নাহি চাহে নাহি নাড়ে অঙ্গ একবার ।
 পুন পুন ডাকিলেও না দেয় হৃদয়ার ॥ ২৮
 একি কোনো ডাকিনীতে বাছারে দেখিল ।
 কিয়া কোনো ভূত আসি আবেশ করিল ॥ ২৯
 যদি কেহ জান কিছু ঔষধ ইহার ।
 তবে দিয়া ভাল কর গোপাল আমার ॥ ৩০
 নীলমণি সকলের হয় তোমাদেবী ।
 বাহে ভাল হয় তাহা কর যুক্তি করি ॥ ৩১
 চরণের ধূলী দাও বুদ্ধ গোপীসব ।
 তবেই হইবে ভাল বাবে উপদ্রব ॥ ৩২
 যদি ভাল বৈদ্যের উদ্দেশ কেহ জান ।
 তবে শীঘ্র গিয়া তারে এখানেতে আন ॥ ৩৩
 শ্রীরঘুনন্দন কহে স্তন ব্রজরাণি ।
 আনিতে না হবে ঐশ্য আসিছে আপনি ॥ ৩৪

হেন কালে সেই বংশীধারী ।
 অস্তরূপে বৈদ্য বেশ করি ॥ ৩৫
 পথে পথে কহেন সুস্বরে ।
 কেবা রোগী আছে এ নগরে ॥ ৩৬
 আমি হরি বৈদ্য নাম ধরি ।
 দেখিলেই রোগী ভাল করি ॥ ৩৭
 এই কথা শুনি ব্রজরাণি ।
 উচ্চস্বরে ডাকেন আপনি ॥ ৩৮
 বৈদ্যরাজ আন্ত মোর ঘরে ।
 দেখ আসি গোপাল হৃদয়ে ॥ ৩৯
 ভাল কর আমার নন্দন ।
 যে চাহিবে দিব সেই ধন ॥ ৪০
 শ্রীরঘুনন্দন আগে গিয়া ।
 বৈদ্যরাজে আনিল ডাকিয়া ॥ ৪১
 তবে বৈদ্যরাজ আসি, কৃষ্ণের নিকটে বসি,
 সব অঙ্গ দেখি পুন পুন ।
 করি নাড়ী পরীক্ষণ, সব অঙ্গ পরশন,
 কহিছেন সবে স্তন স্তন ॥ ৪২
 ইহার শরীরে পীড়া নাই ।
 এক পীড়া আছে চিতে, তাহাতেই হেন মতে,
 রহিয়াছে অবসাদ পাই ॥ ৪৩

কিন্তু না ভাবহ তোরা, হেন রোগী কত মোরা,
 ভাল করিয়াছি অবহলে ।
 একটা নতুন ঘটে, আন মোর সন্নিবটে,
 আরোগ্য করিব মন্ত্রবলে ॥ ৪৪
 তবে ষট্ দেন আনি, লইয়া সে বৈদ্যমণি,
 দশ শত ছিদ্র করি তার ।
 কহিছেন একনারী এই কলসেতে করি,
 জল আন গিয়া যমুনায় ॥ ৪৫
 শ্লেষিকা সকল কন, বৈদ্যরাজ এ কেমন,
 তোমার বচন অশ্বটন ।
 সমস্ত নিবর স্বটে, কোন মতে নাহি স্বটে,
 দর হৈতে জল আনয়ন ॥ ৪৬
 পূরু কহে বৈদ্যরাজ, সিদ্ধ হবে এই কাজ,
 আন সতী নারী একজনে ।
 সেক পরগোত্র হবে, আনিতে পারিবে তবে,
 শ্রীরঘুনন্দন মন্ত্রগুণে ॥ ৪৭
 যশোদা কহেন আছ সব কুলনারী ।
 আনি দেহ কেহ এই স্বটে করি বারি ॥ ৪৮
 এত শুনি কিছু নাহি কহে কোনো জন ।
 তবে কুন্দলতা কহিছেন এ বচন ॥ ৪৯
 ঠাকুরাণি ব্রজ মাঝে খ্যাত দুই সতী ।
 শ্রীজটীলা আর এই কুটীলা শ্রুতি ॥ ৫০
 ইহাদেবী একজনে কর নিশোজন ।
 অক্লেশে হইবে এই কাৰ্য্য সম্পাদন ॥ ৫১
 রাণী কন জটীলা শুনিলে সব কথা ।
 জল আনি নিবাহ সবলের ব্যথা ॥ ৫২
 জটীলা বলয়ে যদি সতী হল্য হয় ।
 তবে কর্ম সিদ্ধ হবে নাহিক সংশয় ॥ ৫৩
 কুটীলা কলস লয়্য তালিদীতে গিয়া ।
 তুরিতে আনহ জল কলস পূরিয়া ॥ ৫৪
 এত শুনি কুটীলা কলসী কাঁথি নিয়া ।
 গরবে মাতিয়া যায় হাত নাড়া দিয়া ॥ ৫৫
 শ্রীরঘুনন্দন কহে কুটীলা কেমন ।
 তব কুটিলতা আজি হবে দরশন ॥ ৫৬
 কিছু আগে গিয়া সে কুটীলা ।
 গরবেতে কহিতে লাগিলা ॥ ৫৭
 কত নারী আছে গৌড়ুলেতে ।
 না পারিল এ কর্ম করিতে ॥ ৫৮

ভাণ্যে আমি আজি ঘরে ছিলাম ।
 তেঁইত কৃষ্ণেরে বাটাইছ ॥ ৫১
 আমি না থাকিলে আজি এথা ।
 কে ঘুচাত যশোদার ব্যথা ॥ ৬০
 কৃষ্ণ হবে উঠিয়া বসিবে ।
 রাই মোরে আশ্রয় করিবে ॥ ৬১
 একা মুখী হবে না কিশোরী ।
 শ্রীম-কলঙ্কি সব নারী ॥ ৬২

এত কহি আগে গিয়া কুন্ত ডুবাইল ।
 তুলিতে তুলিতে সব সলিল পড়িল ॥ ৬৩
 পুনর্বার জল পুরি তোলে কক্ষ দেশে ।
 তুলিতে তুলিতে জল গলয়ে নিঃশেষে ॥ ৬৪
 এই মতে তিন বার কলসী তুলিল ।
 জল না রইল দেখি লজ্জায় পড়িল ॥ ৬৫
 তবে অধোমুখী হইয়া ফিরিয়া আইলা ।
 তারে দেখি কুন্দলভ কহিতে লাগিলা ॥ ৬৬
 বৈদ্যরাজ কুটীলা আইল জল নিয়া ।
 করহ এক্ষণ তুমি যে হয় প্রক্রিয়া ॥ ৬৭
 কুটীলা বলয়ে বুঝি এ বৈদ্য পাগল ।
 সফ্রি কলসে আনিবারে কহে জল ॥ ৬৮
 বৈদ্যরাজ কন তুমি সত্য না হইয়া ।
 গিয়াছিলে কি প্রকারে সাহস করিয়া ॥ ৬৯
 শ্রীমদ্বন্দন কহে কুটীলা কি ভেল ।
 মহা কুটিলের হাতে তৈকি মান গেল ॥ ৭০

কুটীলা আনিতে বারি, পারিল না দেখি হরি,
 বৈদ্যরাজ করে উপহাস ।
 শুনিয়া জটীলা কোপে, খর খর করি কাঁপে,
 কুটীলারে কহে কটু ভাষা ॥ ৭১

হুটু তোর মুখে পড়ু ছাই ।
 অগ্নিরা জ্বরে মোর, কলঙ্ক করিমি মোর,
 তোরে বিধি করুক অজাই ॥ ৭২
 আন আন দে গাগরী, আনিতে যমুনা-বারি,
 আনি লৈকে করিব গমন ।
 আনয়ন করি বারি, গোপালেরে স্নেহ করি,
 সন্তোষিব সকলের মন ॥ ৭৩
 এত কহি কুন্ত নিয়া, কিকিত অগ্রেতে গিয়া,
 কহে পুন প্রকাশি গরব ।

এই কুন্তে আনি বারি, যত পতিব্রতা নারী,
 সকলে করিব পরাজব ॥ ৭৪
 এত কহি গিয়া জলে, কুন্ত ডুবাইয়া তোলে,
 কিন্তু না রহিল এক কণ ।
 তবে কোপাধিষ্ট হইয়া, ব্রজে আলা বাহড়িয়া,
 দেখি হাসে শ্রীমদ্বন্দন ॥ ৭৫

কলসী ভুতলে রাখি রোষেতে জটীলা ।
 সকল গোপিকা প্রতি কহিতে লাগিলা ॥ ৭৬
 কোথাকার মূর্খ বৈদ্য আসিয়া এখানে ।
 বিনাশিলে পতিব্রতা সকলের মানে ॥ ৭৭
 তবে বৈদ্যরাজ রোষে অরুণ-নয়ন ।
 কহিছেন জটীলার প্রতি এ বচন ॥ ৭৮
 একি মোরে মূর্খ বল মূর্খ হইয়া তোরা ।
 এ দুখ কহিব কার কাছে গিয়া মোরা ॥ ৭৯
 ভাল কেন এইরূপ রোগী কন্ত শত ।
 বুঝি সেই যশ আজি ব্রজে হলা হত ॥ ৮০
 যশোদা কহেন বৈদ্য ক্রোধ না করিহ ।
 অপর উপায় যদি থাকে তাহা কহ ॥ ৮১
 বৈদ্যরাজ কন নাহি অপর উপায় ।
 সত্য নারী না পাইলে রোগ নাহি যায় ॥ ৮২
 রোগী কহেন ডাকি আন ভগবতী ।
 পারিবেন তেঁই ইথে করিতে সুকৃতি ॥ ৮৩
 শ্রীমদ্বন্দন তবে ধাইয়া বাইয়া ।
 আনিলেক বাঁট পৌর্ণমাসীর ডাকিয়া ॥ ৮৪
 আইলেন ভগবতী, দেখি কন যশোমতী,
 গোপালেরে হইয়াছে কি ব্যথা ।
 চক্ষু মিলি নাহি চায়, কোলো অঙ্গ না নড়ায়,
 ডাকিলেও নাহি কহে কথা ॥ ৮৫

এই বৈদ্যরাজ বলে, এই ষটে আন জলে,
 তবে আমি স্নেহ করি দিব ।
 বিনা পতিব্রতা নারী, এ ষটে না আগ্রে বারি,
 বল কোথা সে নারী পাইব ॥ ৮৬
 কুটীলা জটীলা দেখে, গিয়াছিল মোর মেয়ে,
 কিন্তু জল আনিতে নাছিল ।
 অতএব কি হইবে, কেবা জল আনি দিবে,
 ভগবতি তাহা তুমি বল ॥ ৮৭

তবে সেই পৌর্ণমাসী, কহিছেন হাসি হাসি,
কুটীলা জটীলা সতী বটে ।

কিন্তু পক্ষ করিছিল, আনিবারে না পারিল,
ঠেঁই জল এই ছিদ্রঘটে ॥ ৮৮

সতী পতিব্রতা ধাত্রা, বুধভানু-রাজকন্ডা,
কিশোরীরে করহ প্রেরণ ।

ইহা হতো এই কাজ, সিদ্ধ হবে যুবরাজ,
এখনো হইবে সুস্থ-মন ॥ ৮৯

পৌর্ণমাসী কথা শুনি যত গোপীগণ ।

ঠারঠারী করি হাসে ঢাকিয়া বদন ॥ ৯০

তার মধ্যে কুটীলা কোপেতে অচেতন ।

কহিতেছে তাঁর প্রতি ইঙ্গিত বচন ॥ ৯১

ভগবতি তব পারে পরণাম করি ।

ভাল সতী দেখাইলে গোকুল ভিতরি ॥ ৯২

পৌর্ণমাসী জন ক্ষেপ না কর কুটিলে ।

আনিবে এখনো সতী কার্য নিরখিলে ॥ ৯৩

এত শুনি যশোদা কহেন রাখা প্রতি ।

ও রাজ-নন্দিনি তুমি উঠ দ্রুতগতি ॥ ৯৪

এই ঘট লয়া জল আনয়ন করি ।

বাঁচাও বাছারে মোর তুমিহ কিশোরী ॥ ৯৫

যশোদার কথা, শুনিয়াও রাখা,

উঠিতে নারেন ডরে ।

তবে পৌর্ণমাসী, কুন্ত সন্ধ্যা করে,

কহিতে লাগিলা তাঁরে ॥ ৯৬

রাখে সতী-শিরোমণি ।

ছাড়ি সব ডর, কলসী লইয়া,

যমুনায় আন পাশি ॥ ৯৭

সলিল আনিয়া, গোকুল-জীবনে,

রোপেতে মোচন করি ।

ব্রজ বাসিজন, সকলে বাঁচাও,

বিশেষত ব্রজেশ্বরী ॥ ৯৮

তুমি জল লয়া, আইলে পড়িবে,

খেলের বদনে কালী ।

কিশোরী তোমার, যশ এ সংসার,

পূরিবেক ভালি ভালি ॥ ৯৯

এত পৌর্ণমাসী-বার্ষিক রাবিকা শুনিয়া ।

প্রণাম করিলা তাঁর পদে শির দিয়া ॥ ১০০

মাগ্ন-গোপী সকলের বন্দিয়া চরণে ।

প্রাণনাথে প্রণাম করিলা মনে মনে ॥ ১০১

কলসী কক্ষেতে করি প্রস্থান করিলা ।

দেখি প্রতিপক্ষ সব হাসিতে লাগিলা ॥ ১০২

তবে কিছু দূরে গিয়া বুধভানু-সুতা ।

কহিছেন মনে মনে অতি শঙ্কাযুতা ॥ ১০৩

প্রাণনাথ দেখা নাহি কোলাইয় লাঞ্জে ।

মুখ দেখাবার পথ থাকে যেন ব্রজে ॥ ১০৪

বাঁচায়াছ তুমি মান রক্ষা কর তার ।

তুমি না রাখিলে অস্ত্র কে রাখিবে আর ॥ ১০৫

তোমা বিনে অস্ত্র যেন নাহি আনি আর্মি ।

সেই সত্যে এই দায়ে পার কর তুমি ॥ ১০৬

যদি তুমি পার না করিবে এই দায় ।

কিশোরী মরিবে তবে ডুবি যমুনায় ॥ ১০৭

তবে যমুনার কাছে গিয়া ।

কহিছেন বিনয় করিয়া ॥ ১০৮

তুমি হও কৃষ্ণের প্রেরসী ।

ব্রজে চল চটি এ কলসী ॥ ১০৯

যদি এই ষটে না যাইবে ।

তবে প্রাণনাথে হারাইবে ॥ ১১০

হরি বৈদ্য কহিল নিশ্চয় ।

জল নাহি গেলে ভাল নয় ॥ ১১১

অতএব এ ষটে চড়িয়া ।

সুস্থ কর প্রাণনাথে গিয়া ॥ ১১২

তুমি দেবী নিজে নাহি গেলে ।

কে লয়া বাইতে পারে বলে ॥ ১১৩

যমুনা কহেন রাখা প্রতি ।

কি ভাবনা কর রসবতি ॥ ১১৪

তোমার কলঙ্ক বচাবারে ।

প্রভু করিছেন এ বিহারে ॥ ১১৫

প্রকাশ করিয়া নিজ-কেশ ।

হয়্যাছেন নিজে বৈদ্যবেশ ॥ ১১৬

জল বাবে ইচ্ছায় তাঁহারী ।

কিছু শঙ্কা না কর কিশোরী ॥ ১১৭

তবে রাখা কলসেতে সলিল পুরিয়া ।

দেখিতেছেন তার মুখে নয়ন পাতিয়া ॥ ১১৮

তাহার মাঝারে দেখি নিজ প্রাণেশ্বর ।

কহিছেন অভিশয় স্থখিত অন্তর ॥ ১১৯

ভাই বলি ইহা না হইলে এ সংসারে ।
 রাখা-নাথ হলে কেন সকলে তোমারে ॥ ১২০
 বুঝিলাম দাসী প্রতি করুণা আছয় ।
 তেঁই করিয়াছ আসি কলসে উদয় ॥ ১২১
 এত কহি আনন্দেতে বাছ দোলাইয়া ।
 চলিলা রাধিকা জল পূর্ণকৃত্ত নিয়া ॥ ১২২
 দূর বহিতে তাহা দেখি ললিতা হুমুজি
 কহিছেন আনন্দেতে ত্রীশোদা প্রতি ॥ ১২৩
 দেখ দেখ ব্রজরাণি মোর সহচরী ।
 আনিতেছে সেই ষ্ট জল-পূর্ণ করি ॥ ১২৪
 যদি কলসেতে জল আনিতে নারিত ।
 তবে রাই কোনোমতে কিরি না আসিত ॥ ১২৫
 ললিতার বাণী শুনি তুলিয়া বদন ।
 রাই পানে চাহে সবে স্বকিত-নয়ন ॥ ১২৬
 তবে রাখা কাছে আসি কলস রাখিয়া ।
 প্রণাম করিলা সবে বিনয় করিয়া ॥ ১২৭
 পৌর্ণমাসী ত্রীরাধারে কোলেতে লইয়া ।
 আলীকাদ করি কন ঈষত হাসিয়া ॥ ১২৮
 কলস করয়ে যাত্রা আমার রাখার ।
 দেখুক সকলে তারা সতীত্ব ইহার ॥ ১২৯
 জলপূর্ণ কলস দেখিয়া সব জন ।
 ধন্ত ধন্ত ধন্ত বলি করে প্রশংসন ॥ ১৩০
 ত্রীরদ্বন্দ্বন দাস তাহা নিরখিয়া ।
 আনন্দেতে নৃত্য করে করতালী দিয়া ॥ ১৩১
 তবে কিছু হুহু-মতি হয়্যা যশোমতী ।
 কহিবারে আরস্তিলা বৈদ্যরাজ প্রতি ॥ ১৩২
 বৈদ্যরাজ দেখে জল আনিলেক রাখা ।
 এখন দুচাও তুমি গোপালের বাধা ॥ ১৩৩
 তবে বৈদ্য সেইজল মন্ত্রপুত করি ।
 ঢালিলেন গোপালের মন্তক-উপরি ॥ ১৩৪
 সেই জল-স্পর্শ পাবামাত্র জনাধিন ।
 চাহিলা নয়ন মিলি ঐশ্বর্যবদন ॥ ১৩৫
 তাহা দেখি উলু উলু দেয় নারীততি ।
 অনিমিষে গোপালে দেখেন যশোমতী ॥ ১৩৬
 পরে আপনার বাম উরুতে রাখায় ।
 বসাইলা যশোমতী হৃদিত-হিয়ায় ॥ ১৩৭
 দক্ষিণ উরুতে কুঞ্জে বসাইয়া হুখে ।
 চুপন করেন পুন পুন দুই মুখে ॥ ১৩৮

সভা-মাঝে কুঙ্ক-বামে কিশোরী দেখিয়া ।
 ললিতা প্রভৃতি যান হুখেতে ভাসিয়া ॥ ১৩৯
 তবে হুধিমতি, হয়্যা যশোমতী,
 কহিছেন বৈদ্যবরে ।
 তুমি বড় হিত, করিলে আমার,
 কহ কিবা দিব তোরে ॥ ১৪০
 বৈদ্যরাজ কন, মাতা কোনো ধন,
 আমি নাহি চাহি তোহে ।
 গোপালে যেমন, করহ পিরিতি,
 কর্য তেন তুমি মোহে ॥ ১৪১
 আর এক কর্য, রাধিকারে কর্য,
 মোরে দয়া করিবারে ।
 সতী পতিব্রতা, করুণা হইলে,
 সব হুখ এ সংসারে ॥ ১৪২
 সর্ব গুণবতী, এমন রমণী,
 যদি বধু হত্য-তোর ।
 তবে ধাত ধনে, ভবন ভরিও,
 হুখের না হত্য গুর ॥ ১৪৩
 বৈদ্যরাজ-বাণী, শুনিয়া হুখেতে,
 হাসিছেন যশোমতী ।
 কিশোরী কিশোর, আনন্দে বিভোর,
 আর বত সর্বাতি ॥ ১৪৪
 ইতি ত্রীগীতমালায়াং কলকৃত্তজনং নাম
 বিংশং গ্রন্থনম্ ॥ ২০

একবিংশ গ্রন্থন ।

অথ রাগোদগার ।

রসিকপেখর গোরা রায় ।
 দেখিয়াছে হেন কে কোথায় ॥ ১
 ভক্তের আনন্দ করিতে ।
 কেবা হেন জানয়ে জনতে ॥ ২
 কতু নানা পরিহাস করি ।
 তক্ত জনে তোবে গৌরহরি ॥ ৩
 নিজ-নিদা করি স্ববদনে ।
 কখনও রোবার তক্তজনে ॥ ৪

তার মুখে নিমগ্ন শুনি ।
 সুখী হয় অধিক আপুনি ॥ ৫
 না দেখিতে পাইয়া তাঁহারে ।
 এ রত্নদলন পুন্নি মরে ॥ ৬

এক দিন শ্রীমুরারি, গ্রামা-গোপী-বেশ ধরি,
 গেলা রাধিকার সন্নিধান ।
 তাঁহারে দেখিয়া ধনী, গ্রামাসখী বলি আনি,
 করিলেন অধিক সন্মান ॥ ৭
 দাদী দিল দিব্যাসন, বসিলেন জনাৰ্দ্দন,
 রাধিকা পুছেন তবে তায় ।
 গ্রামাসখি কহ শুনি, নাগরের চড়াঙ্গনি,
 সন্মোহন সপ্তাতি কোথায় ॥ ৮
 ভনি রাধিকার ভাব, করি মুগ্ধ মুগ্ধ হাস,
 কহেন তাঁহারে মটবর ।
 রাই তব ব্যবহার, হয় কড় চমৎকার,
 নাহি দেখি অগত-ভিতর ॥ ৯
 তোমার নিকটে যবে, আসি মোরা দেখি তপে,
 মালা পাখি-গ্রামের লাগিয়া ।
 কিসা শুন তার গুণে, কিসা পাও স্বদনে,
 কিসা দেখে তাহারে লেখিয়া ॥ ১০
 ব্রজে আছে নারী যত, আয় সব কয়ে রত,
 তার মধ্যে হেন নহে কেহ ।
 পরপুরুষেতে প্রীত, ঢাকি রাখা সমুচিত,
 কিশোরি মূপরামর্শ এহ ॥ ১১
 রাই কন শুন সহচরি ।
 কহি তোরে মরম উথারী ॥ ১২
 গ্রাম মোর সরবস ধন ।
 গ্রাম মোর ধর্ম আচরণ ॥ ১৩
 গ্রাম মোর হয় জাতি কুল ।
 গ্রাম মোর জীবনের মূল ॥ ১৪
 গ্রাম বিনে না দেখি নয়ন ।
 গ্রাম বিনে শুনে না শ্রবণ ॥ ১৫
 গ্রাম বিনে অপর পরশে ।
 অন্ন মোর না করে লালসে ॥ ১৬
 গ্রামের অধরামৃত বিনে ।
 জিহ্বা খোর না যায় সপনে ॥ ১৭

গ্রাম-অঙ্গ গন্ধেতে কেবল ।
 অভিলাষী নাসিকা বৃণল ॥ ১৮
 গ্রাম বিনে কদাচিত আন ।
 মন মোর নাহি করে ধ্যান ॥ ১৯
 অতএব করিলে যতন ।
 তার প্রেম না হয় পোপন ॥ ২০
 সখি কহি সত্য করি ভোর ।
 মোর গতি বরজ-কিশোর ॥ ২১
 রাইক মধুর বচন, শুনি মাধব-অন্তর,
 অধিক উল্লাস ।
 বাহিরে কপট করি, করকশ বোলত,
 বচন কিয়ে পরিহাস ॥ ২২
 সখি হে না হেরিয়ে বিবেচনা তোর ।
 কোন অধিক গুণ, গ্রামিহি পেখিয়ে,
 ভুলসি কুলভয় ছোর ॥ ২৩
 একে গ্রামল তরু, তাহে পুন বঙ্গিম
 ভূখন কাটিক হার ।
 ক্রিতিপর গৌরিক, অঙ্গবিলেপন,
 পাখি-পাখা-আবরণ সার ॥ ২৪
 গোচারণ করি, বিপিন হি দৌরত,
 সহচর মুকুট গোয়াল ।
 গুণ এক জানত, মুরলী বাদন,
 তাহা নাহি হোয়ত ভাল ॥ ২৫
 রস পরিহাস- বচন নহি জানত,
 দরে রহ কেবিল্লাস ।
 তাহে পুন নিতি নিতি, নব নব রমণী,
 সঙ্গম কর তহি আশ ॥ ২৬
 ভুলত বাহে মন, হেন মুগ্ধুর গুণ,
 দরশন হোতন কোই ।
 ভুই কাহে গ্রাম গ্রাম, করি বারসি,
 কিশোরি মুকুট সম হোই ॥ ২৭
 গ্রামের ভারতী, শুনিয়া শ্রীমতী,
 কোপ উপজিল চিত্তে ।
 তাহারে ঢাকিয়া, কহেন হাসিয়া,
 তাঁর প্রতি বে উচিত ॥ ২৮
 সখি হে আমারে লাগিল বন্দ ।
 রসিক হইয়া, গ্রামে কি কার্য,
 ভুমি কহিতেছ মন্দ ॥ ২৯

শ্রাবের চরণে, এক নখ-কোণে,
যে মাধুরী আছে সেই ।

তার কোটি ভাগ, এক ভাগে লাগ,
শুশ্রূষা পায় কই ॥ ৩০

অপত্য-ভিতর, বাবত হৃদয়,
তার রাজ্য শশী হয় ।

সেই নাহি পারে, বাহার নথরে,
তারে কি হৃদয় কর ॥ ৩১

সে মুখ সে দিষ্টী, সে চাহনী মিঠি,
সে দুক সে বাহ দেখি ।

বাচ্য নয়ন, না হয় মগন
তহারে কাহার দেখি ॥ ৩২

শামল বরণ, হইলে নিন্দন
যদি করিবারে হয় ।

শ্রীরত্নদনে, প্রভু নারায়ণে
তবে কেন প্রশংসয় ॥ ৩৩

মাহার তনুর ছটা, হেরিয়ে অতসীষটা,
ইন্দীবর-কুল লাজ পায় ।

নগর নীলমণি, তুলনাতে নাহি গণি,
তারে নিন্দে কেবা হয় হয় ॥ ৩৪

সখি রে সে শোভা কে পারে বর্ণিতে ।
সে হেতুক এ সংসারে, নাহি পাই দেখিবারে

কোন বস্তু উপমান দিতে ॥ ৩৫

মধুর রসের সিক্ত, যদি হয় তাহে ইন্দু,
ভুবি থাকি শ্রামে করি ধ্যান ।

যদি শ্রামবর্ণ হয়, তবে কিছু মনে লয়,
সে শোভায় দিতে উপমান ॥ ৩৬

যে দেখি সে শোভায়, তবে এই মনে ভায়,
ধিক্ বহু মুরূষ ধাতায় ।

হৃদয়ে এ শোভা যেই, তারে দিল আপি হই,
নিষেধ করিল পুন তার ॥ ৩৭

স্মৃতি নয়নময়, যদি সব অঙ্গচয়,
তাহে যদি না দিত নিষেধ ।

প্রব হয়্য কুত্বনৌ, তারে বিবেচক বলি,
পূজা করিতাম সবিশেষ ॥ ৩৮

হুমিহ সে শোভা হেরি, আপনারে না পাসরি
দ্বিহ হয়্য থাক ধৈর্য ধরি ।

ধন্য ধন্য সখি তোরে, ধন্য তোর ধর্ম-ডরে,
বলিহারী যার এ কিশোরী ॥ ৩৯

বন্ধিম যে কহসি তাহার ।
তাহা সত্য মিথ্যা নাহি ভায় ॥ ৪০

এক নীকা কারো যদি হয় ।
তাহে সব শরীর দূষয় ॥ ৪১

তিন ঠাই নীকা হয় তার ।
তত্শোভা অতি চমৎকার ॥ ৪২

হৃদয়ে কি হৃদয় না হয় ।
চন্দ্রে যেম বন্ধিমা উদয় ॥ ৪৩

যে না ভুলে সে ত্রিভঙ্গী দেখি ।
তাহারে আমিহ জড়ে লিখি ॥ ৪৪

বরজ-কিশোর নীকা রূপ ।
মধুর রসের হয় রূপ ॥ ৪৫

কনক রত্নময়, ভূষণ পাই রহি,
সব জন শোভিত হোই ।

তাহে নিজ-পরজন, সম পণ্ডিতগণ,
হৃদয় কহত ন কোই ॥ ৪৬

সখি রে দো লাবণী মাতি পার ।
বেশ-ভূষণ, পট নহি চাহত,

আপনি হোত উজ্জ্বল ॥ ৪৭

শত শত শশিসম মণিময় ভূষণ,
যছু কীতি সে রই গোই ।

গুণাকল শিখি, চন্দ্রকগৈরিক,
তাসে ঝলমল হোই ॥ ৪৮

গোচারণ করি, বিপিনহি কীরত,
হৃদয়তে রসিক-পরায় ।

ইথে অরসিক তাহে, বোলত সো জন,
যো তছু ভাবনা জান ॥ ৪৯

আর এক ভাবি দেখ, গোচারণ-রস,
সকল কেলিকুল-সার ।

তাহা না হইলে কাহে, বাবত হৃদয়ণ,
পেখিতে আশুত অনিবার ॥ ৫০

কানুক-সহচর, মুরূষ না হোতত,
যদি বা হোয় তাহাট ।

কপিকুল সঙ্গি, রত্নদন কে,
দূষণ কহ তহি কোউ ॥ ৫১

শ্রীকৃষ্ণের বৎসীরব, করিয়াছে অনুভব,
 কদাচিত্তি যেহ এক বার ।
 সেই তার গুণ জানে, জানিবে কি অস্ত জনে,
 বর্ণন দূরেতে রহ তার ॥ ৫২
 সখি রে কহি আমি তোর বিদ্যমান ।
 নাগরের বেণুগীত, হয়ে জগতের চিত,
 নাহি দেখি তার উপমান ॥ ৫৩
 গীতাদ্যো বিচক্ষণ, কিম্বদন্তী-গণ,
 যাহা শুনি মহামোহ পায় ।
 তেন বেন-নাগের, ভাল নহে কহে মেহ,
 বিদ্বৎ নহে সঙ্গীত-বিদ্যায় ॥ ৫৪
 যাহা শুনি পূরন্দর, প্রজ্ঞাপতি গঙ্গাধর,
 প্রভৃতি অমর মুনিগণ ।
 নেত্র করে ছপ ছল, অঙ্গে করে স্বেদজল,
 হয় তারা অতি মুগ্ধমন ॥ ৫৫
 শট-আদি দেবী সব, করি যাহা অনুভব,
 কান-বেগে মোহিত হইয়া ।
 আলিত কুঙ্কল-পাশ, সঙ্গিতে নারে বাস,
 সামিকোলে পড়ে মুরছিয়া ॥ ৫৬
 সে কথা রহক দূরে, শ্রবণ করিয়া যারে,
 পশুপাখীগণ মোহ পায় ।
 নদী-জল উচ্ছলিত তরু হয় মুকুলিত,
 পাষণ সকল গলি যায় ॥ ৫৭
 তেন বেন-নাগমুগ, নাহি পারে ভুলাইতে,
 কদাচিত্তি চিত্তে যে জনার ।
 বস্ত্র দস্ত্র দস্ত্র ভাষ, কিশোরীর তার পায়,
 কোটি কোটি কোটি নমস্কার ॥ ৫৮
 কাহ্ন রসময়, রসের আশ্রয়,
 রসের বিষয় হয় ।
 তার রসিকতা, কহিতে বিধাতা,
 কদাচিত্তো না পারয় ॥ ৫৯
 কি কব তাহা সজনি ।
 চাহিলে কহিতে, বদন হইতে,
 নিকসয়ে নাহি বাণী ॥ ৬০
 নাগর-প্রধর, রসিক-শেখর,
 যতেক সোহাগ জানে ।
 এই হয় চিত্ত, তাহার কিকিউ,
 না থাকিবে কোন স্থানে ॥ ৬১

সম্মুখে দেখিয়া, উলসিত-হিয়া,
 যেমত আদর করে ।
 তাহা করিবার, উচিত আধার,
 কে আছে গোপের ঘরে ॥ ৬২
 আইলে নিয়ড়ে, যবে লাজ ভরে,
 আমি হই নত-মুখী ।
 চিবুক ধরিয়া, নিমেষ তেজিয়া,
 মুখ দেখে মহামুখী ॥ ৬৩
 তাহে পুন মোরা, লাজে হয় ভোরা,
 প্রবেশিয়ে যদি ঘরে ।
 আকুল পরাণী, যার যেন কলী,
 নিজ-মণি দেখি দূরে ॥ ৬৪
 মোরে কোলে নিয়া, পালকে বসিয়া,
 করে যত পরিহাস ।
 তাহা কহিবারে, কিশোরী কি পারে,
 মুখে করি পরকাশ ॥ ৬৫
 অতি হুমপুর হয় কৃষ্ণের বচন ।
 শুনিলে জুড়ায় সখি কর্ণ-তনু-মন ॥ ৬৬
 বুঝি সে মাধুর্য নাহি আছেয়ে সুধায় ।
 অকথা কামরগণ লুক কেন তায় ॥ ৬৭
 দেখ দেখ তায়। শুনিবারে সে বচন ।
 গগন-উপরি নিতি করে আগমন ॥ ৬৮
 তাহারাত্ত রস-কথা শুনিতে না পায় ।
 তথাপি গগন ছাড়ি যাইতে না চায় ॥ ৬৯
 সে মধুর কথা যার প্রবেশে শ্রবণে ।
 তার কি অস্ত্রের কথা কত লাগে মনে ॥ ৭০
 মধুর রসের সার করি আকর্ষণ ।
 বুঝি গঢ়িয়াছে বিধি কৃষ্ণের বচন ॥ ৭১
 শ্রীরবন্দন কহে স্তন ঠাকুরাণি ।
 তুমি মাত্র জান যাহা হয় কৃষ্ণবাণী ॥ ৭২
 কৃষ্ণকলি বিলাস-বর্ণন ।
 করিতে পারয় কোন জন ॥ ৭৩
 যার নাই তার সাক্ষাৎকার ।
 তার নাহি তাহে অধিকার ॥ ৭৪
 যার আছে তার পরিচয় ।
 সে কখনো তাহা নাহি কর ॥ ৭৫
 চিন্তামণি হেন ঢাকি রাখি ।
 আপনার মনে মনে চাখে ॥ ৭৬

তুই অবোধিনী নহ তাহে ।

অনুচিত বলসি কাহে ॥ ৭৭

রঘু কহে ইহার নিদান ।

কিছু পরে হবে অবধান ॥ ৭৮

অপত-ভিতর, অসম স্থাবর,

যত জীবগণ রয় ।

পুণের ভাণ্ডার, ত্রীনন্দকুমার,

তা সবার প্রিয় হয় ॥ ৭৯

বিশেষে ব্রজের গতি ।

তার মানে বড়, নারী তাহে রত,

তাহাদের প্রাণপতি ॥ ৮০

অতএব তারে, সকল জনারে,

স্থিতি করিতে হয় ।

তাহাতে দষণ, কহে কোন জন,

বিবচনা যে ধরয় ॥ ৮১

সন কমলিনী- প্রিয় দিনমণি,

সে সব্যারে স্থখী করে ।

তাহাতে তাহার, কেবা মন্দ গায়,

অমর অমর নরে ॥ ৮২

অতি অদভুত, অসুত অসুত,

হেন গুণ আছে স্থামে ।

শ্রীরঘুনন্দন, সমান না হন,

যার রূপে গুণে ধামে ॥ ৮৩

ধিকার বচন শুনিয়া গ্রামরায় ।

হিছেন গদ গদ করে পুন তায় ॥ ৮৪

সখি যে কহিলে তুমি সব সত্য হয় ।

যেহ অদভুত গুণ কিছু মিথ্যা নহ ॥ ৮৫

এব মুখে সেই গুণ করিতে প্রণয় ।

কর্যাছিস পূর্বে আমি বিরুদ্ধ বচন ॥ ৮৬

একণ হইহু তাহা শুনি হৃষিকম ।

করিব তোমারে এক কথা জিজ্ঞাসন ॥ ৮৭

কহিলে আপনি গ্রাম প্রিয় সবাকার ।

কলের প্রতি করা উচিত তাহার ॥ ৮৮

তবে কেন সেই গেলে অস্ত্রশিরা-পাশে ।

তোমার মনেতে মান অধিক প্রকাশে ॥ ৮৯

এত শুনি গ্রামের বচন মনোহর ।

তার প্রতি শ্রীকিশোরী করেন উত্তর ॥ ৯০

সহচরি প্রেম, স্বভাব-সুহৃদ,

কহিতে না পারয়ে কোই ।

প্রিয়জন-উপরি, পরমহৃদ-কারণ,

মান ঘটগুণ সোই ॥ ৯১

সখি রে অষ্টন-বটন সিনেহ ।

মানস মহ বাহা, কতু নাহি হোরণ

তাহা উপজাগুত সেহ ॥ ৯২

দষণ লেশ, বিহনে ঘো কর্তাই,

কতু মান কি পরকাশ ।

দষণ পাই কর, বসো ঘোতিন,

ইহ তাকর কি প্রয়াস ॥ ৯৩

অমিয়া পরোনিধি, অধিক মধুরতর

আপনি হোই অনিবার ।

হুসহ মান-গরল, নিতি বরিষাই

ইহ দুকন অতিভার ॥ ৯৪

সোই প্রেমরস, বাকো বৈছন,

বৈছন মান ।

তা বিনে বরজ কিশোরি ঠি

ন ঘটত কাতকো মান-বিধান ॥ ৯৫

রাধার বচন, করিয়া প্রণয়

হইয়া শূণ্যেতে ভোর ।

কহিছেন তারে, গদ গদ করে

পোপিকা-গদর-চোর ॥ ৯৬

দুনিছিসু বিচারি আমি ।

দুন্দাবনেবার, তত্তের ভিতরি,

প্রেমমগ্ন হও তুমি ॥ ৯৭

তোমারে আশ্রয়, যে জন করয়,

সেই পায় প্রেমধন ।

তোমার করুণা, বিনে তার কণা,

নাহি পায় কোনো জন ॥ ৯৮

এলাপি তোমারে, গুরু করিবারে,

আমিহ বাসনা করি ।

শিখাও আমায়, কিকিত প্রেমায়,

রুক্ষ-প্রাণ-অধীশরি ॥ ৯৯

যদি করি দয়া, দিয়া পদ-দ্বা

দাও কিছু প্রেম-কণ ।

কিশোরি চরণে, তবে তনু-মনে,

সমর্পিব এই জন ॥ ১০০

শুনিয়া এ সব বাণী, শ্রীরাধিকাঠাকুরাণী,
কহিছেন তারে আর বার ।

সহচরী হেন কথা, কহি কেন দেও ব্যথা,
তোরা হও প্রেমার ভাগ্যর ॥ ১০১

হরি হরি কৃষ্ণে কই আমার প্রণয় ।

বার তাহে প্রেম থাকে, সে কি না দেখিয়া তাকে
একক্ষণ বাচিতে পারয় ॥ ১০২

মোর হই পরাধীন, মাসে কভু এক দিন,
দেখিবারে পাইবা না পাই ।

তবু এই ছার দেহে, সুখেই পরাণ রহে,
কিবা মোর প্রেমার বড়াই ॥ ১০৩

তুমি বুঝি আজি তাঁরে, পাইয়াছ দেখিবারে,
প্রসন্ন দেখি যে তব মুখ ।

আজ তোহে পরশিয়া, স্থখ করি নিজ-দ্বিয়া,
কৃষ্ণসঙ্গ-সঙ্গ বড় স্থখ ॥ ১০৪

এক কহি তবে রাই, পসারিয়া ছই বাই,
সখী নলি শ্রামে কোলে করি ।

পরশে জানিয়া তাঁরে, আনন্দ লজ্জার ভরে
স্তুতিত হইলা শ্রীকিশোরী ॥ ১০৫

শ্রামেরে পরশি, তাঁর মুখশলী,
নিশেষে দেখিয়া রাই ।

পুলকিত-কার, ভাবেন হিয়ায়
স্থখ-সীমা নাহি পাই ॥ ১০৬

এ কি ! এহ শ্রামা নয় ।

সেই নটবর, রসিক-শেখর,
আমার বন্ধুয়া হয় ॥ ১০৭

করিহু ইহার, আগে বার বার,
প্রগলভতা কত মত ।

ইহারে জানিলে, সব সখী মিলে,
ইঙ্গিত করিবে কত ॥ ১০৮

বিশেষে আপনি, পসারি হুখানি,
বাহ বন্ধু নিহু কোলে ।

জানিলে বন্ধুয়ে, সখীরা এঘরে,
পুয়িবে হাসীর রোলে ॥ ১০৯

এ লাগি বিথারি, কিঞ্চিৎ চাতুরী,
ফেলিব সকলে লাঞ্জে ।

কেহ কিছু তবে, কহিতে নাগিবে,
ইহা সকলের মাঝে ॥ ১১০

এই ত মনুণা; করেন ভাবনা,
শ্রীকিশোরী গনে মনে ।

জাহারে জড়িত, দেখিয়া হসিত,
সুখী সখী সব ভণে ॥ ১১১

সখি বড় স্থখ পাল্যে শ্রামা-আলিঙ্গনে ।

স্পন্দন না দেখি তেঁই তোর অঙ্গপণে ॥ ১১২

রাধিকা কহেন শ্রামা শ্রামের প্রেমসী ।
চাহে পারয়ে স্থখ ইহারে পরশি ॥ ১১৩

তাহে এহ শ্রামের প্রসাদ-মালা পরে ।
স্তুতিত কর্যাছে মোরে তার গন্ধ-ভরে ॥ ১১৪

তোরাও ইহারে সবে কর আলিঙ্গন ।
স্থখ পাবে শ্রামচন্দ্র পরসে যেমন ॥ ১১৫

এক কহি শ্রীরাধিকা শ্রামেরে ছাড়িয়া ।
প্রথমে ললিতা তারে আলিঙ্গন দিলা ॥ ১১৬

ত্রিহুও পরশে জানি কিছু না কহিলা ।
এই রূপে-ক্ৰমে সবে শ্রামে কোল দিলা ॥ ১১৭

পরে মতু হাত করি কিশোরী হুমতি ।
কহিছেন আপনার সখীগণ-প্রতি ॥ ১১৮

সখী সব সুন বাণী, এই শ্রীমা গোয়ালিনী,
মোর বড় প্রিয়তম হয় ।

কৃষ্ণ ভক্ত মালা পরি, সবে আলিঙ্গন করি,
দিল আজি স্থখ অতিশয় ॥ ১১৯

অতএব যত্ন করি, মিলি সব সহচরী,
বেশভুষা করহ ইহার ।

পত্রাবলী লেখ উরে, বান্দি দাও তার পরে,
আমার কাঁচুলি উজি আর ॥ ১২০

পরাও আমার শাটী, দাও হার পল্লি-পাটী,
কাটিতটে বান্ধুহ রসনা ।

যেখানে যে শোভে আর, দাও সেই অলঙ্কার,
পূর্ণ কর আমার বাসনা ॥ ১২১

রাধিকার বাণী শুনি, চতুরের শিরোমণি,
সব সখী শ্রামেরে বেড়িয়া ॥

কাঁচুলি হুচাল যবে, কম্পিত উরোজ তব,
ভূমিতলে পড়িল বসিয়া ॥ ১২২

তাহা দেখি হাসে সবে, কহিছেন কৃষ্ণ তবে,
কৈলে তোরা ভ্রম আমারে ।

আমি মুখাপেক্ষা ছাড়ী, কাড়ী লই তার শাড়ী,
আজ্ঞা দিল যে তোমা সবারে ॥ ১২৩

এত কহি আরভটী, কাড়ি রাধিকার শাটী,
ধরিলেন বরজকিশোর ।
তাহা দেখি হাগুমুখী, হুচতুর সব সখী,
পলাইয়া গেল চহঁতর ॥ ১২৪
তবে নিরঞ্জন, দেখিগা নাগর,
অতি উলসিত-হিয়া ।
রাধা কোলে করি, রতন পালঙ্ক উপরি,
বসিলা গিয়া ॥ ১২৫
সৌরাধিকা কন তারে ।
তুমি দয়াময়, সকলের প্রতি,
নিরদয় কেন মোরে ॥ ১২৬
দেখ রমণীর, লাজ বড় ধন
যতনে রাখিতে হয় ।
তুমি নারীবেশে, আসি মোর কাছে,
তাহারে করিলে ক্রয় ॥ ১২৭
কহাইলে কথা, আপন সমুখে,
খাহা কহাবার নয় ।
আপুনি করিলে, কতমত স্তব,
খাহা না করিতে হয় ॥ ১২৮
কপটে ভুলিয়া, কহাইলে মোরে,
যে কিছু অপর কাজ ।
হায় হায় হায়, তাহাতে পড়িল,
লাভের মাখায় বাজ ॥ ১২৯
ভনি এ সকল, ব্রজ-নারীগণ,
করিবেক উপহাস ।
কহ এ কিশোরী, গোকুল-স্তিতরি
কিরূপে করিবে বাস ॥ ১৩০
কান্ধ কহত ধনি, কাহে দুখ ভাবসি
হুমধুর-রস-পরিহাসে ।
প্রিয়সখি এ করম, স্বধরম ছোড়িয়ে,
করমু আমিহ বড় আশে ॥ ১৩১
দেখ দেখ করিয়া বিচার ।
কিনম অবধি হেন, কন-অনুত-নদী,
না পশিল শ্রবণকি ষার ॥ ১৩২
যতিশর লাঞ্জে রহসি, মুখ কাঁপিয়ে,
মুখ দরশন নাহি হোয় ।
নজ-আরোজন, দৃঢ় পরি রত্নণ,
কবই মিলত নহি মোর ॥ ১৩৩

অবধরি রমণী, বেশ বিভূষণ,
কপট করিয়ে পরকাশ ।
দুলভ দোসব হৃদয় মৌল,
চীতাই ভেল উলাস ॥ ১৩৪
তঁহ মম ভূষণ, তুঁহ মম জীবন,
তুঁহ মম প্রাণ পিয়ারী ।
তুঁহ সঙ্গমরসে, আশ না যৌটেই,
জানই সীচ কিশোরী ॥ ১৩৫
হৃদয় সমান, শ্রামের বচন,
শ্রবণ করিয়া রাই ।
গদ গদ ভাবে, কহিছেন কিছু
ছল ছল দিঠে চাই ॥ ১৩৬
বন্ধু হে তোমার বাহাতে মুখ ।
তাহাই করিবে, তাহাতে আমার,
কদাচিত নাহি দুখ ॥ ১৩৭
তোমার সুখের, লাগিয়া তেজিমু,
ধরম করম আমি ।
তোমার সুখের, লাগিয়া উপেখিমু,
কুলের গৌরব স্বামী ॥ ১৩৮
যাহাতে তোমার, সুখের উদয়
তাহে যদি দুখ হয় ।
সে সুখেরে মহা- সুখ বলি মানে,
মোর মনে অসংশয় ॥ ১৩৯
তুমিহ রসিক- চূড়ামণি হও,
কত-জান রস-কেশী ।
কিশোরী দাসীরে, সুখিত করিতে
কর কত মত খেলী ॥ ১৪০
রাধার বচন, করিয়া শ্রবণ,
কহিছেন শ্রাম রায় ।
পরান-পিরসি, তব স্তব-রাশি
বচনে কহা না যায় ॥ ১৪১
তুমি ত্রিজগতী, হৃদয় যুগতি-
সমুহের শিরোমণি ।
লক্ষ্মীআদি নারী, পরাভবকারী,
অপূর্ণ লাভী খনো ॥ ১৪২
ভিনি মধুধার, অমৃতের সার,
তোমার বচন ধনী ।

করিলে শ্রবণ, ছুড়ায় শ্রবণ,
কলেবর মনপ্রাণি ॥ ১৪৩
যেন আশাপ্রতি, তোমার পিরিতি,
তাহার উপস্থান।
আমি ত্রিঙ্গগতে, না পাই দেখিতে,
পাইবেক কেবা আন ॥ ১৪৪
বিধাতার আই, লইয়া সদাই,
যদি করি আরোজন।
তথাপি কিশোরি, শোধিতে না পারি,
তব প্রেম ঈশ্বরন ॥ ১৪৫
হেন প্রেম আলাপনে, গোয়াইয়া কতক্ষেপে,
কিশোরী কিশোর হইজন।
অতি নিরঞ্জন দেখি, হৃদয়ে বড়ই স্থখী,
কামকেনি রসে দিলা মন ॥ ১৪৬
দোহে রসিকের চুড়ামণি।
তাঁহাদের া ধোলায়ে, বর্ণন করিতে নারে,
কেটি মুখে মগন আপনি ॥ ১৪৭
সে লীলার অবসানে, পালক্ষেতে হইজনে,
অলসেতে করিল। শয়ন।
তাহা জানি সখীগণ, কাছে করি আগমন,
যথোচিত করয়ে সেবন ॥ ১৪৮
ধবল চামর ধরি, করে মন্দ মন্দ করি,
কেহ কেহ দোহারে বীজন।
তামূল জোগায় কেহ, চন্দনে লেপয়ে কেহ,
কেহ করে অঙ্গ-সম্বাহন ॥ ১৪৯
কেহ প্রেম-রসাবেশে, করে হাস পরিহাসে,
কেহ দেখে দোহার লাংগী।
শ্রীরঘুনন্দন জন, ধ্যান করে অমূল্য,
প্রিয়ারগ সহ নীলমণি ॥ ১৫০
ইতি শ্রীগীতমালায়াং, রাগোদ্যায়-বর্ণনং নাম,
একবিংশ গ্রন্থনম্।

দ্বাবিংশ গ্রন্থন।

অথ প্রেম-বৈচিত্র্য।

কতু গোরা সঙ্গীতন করিতে করিতে।
তাবাবেশে কহিতে লাগিলা আচম্বিতে ॥ ১
হায় হায় একি হল্য বিধি-বিড়ম্বন।
মোরে রাধি কোথা গেল গোকুল-জীবন ॥ ২
এখনী করিতে ছিল হাস পরিহাস।
কোথা গেল উপেক্ষিবে সে সব বিলাস ॥ ৩
তাহারে না দেখি স্থির না হয় অন্তর।
দেখাইয়া দেহ হে স্বরূপ দামোদর ॥ ৪
শ্রীরঘুনন্দন কহে নিজ-অঙ্গ-প্রতি।
জাহিলেই দেখিতে পাইবে সে মুরতি ॥ ৫

এক দিন বৃন্দাবনে, নিজ-প্রাণ-বদ্ধসনে,
রাধা কর ধরাধরি করি।
বন-শোভা দেখি দেখি, ভ্রমণ করেন স্থখী,
পাছে পাছে সব সহচরী ॥ ৬
কিবা হয় স্বভাব প্রেমার।
রয়্যাছেন নেত্রপথে, ততু রাধা নিজ-নাথে,
দেখিতে না পান বনে তার ॥ ৭
তাহে হয়্য বড় স্থখী, বরিতে লাগিল আঁধি।
পুছিতে লাগিলা সখীগণে।
সহচরি কেহ তোরা, দেখিয়াছ মনচোরা,
মোরে রাধি গেল কোন বনে ॥ ৮
করি নাই কিছু দোষ, নাহি করিয়াছি রোষ,
জবে কেন তেজিল আমায়।
দেখিতে না পাই তারে, নারি স্থির হইবারে,
কি হইবে কহ হায় হায় ॥ ৯
যদি কেহ কৃপা করি, মোরে সেই বংশীধারী
দেখাইয়া দেয় এইক্ষণে।
তার কাছে একিশোরী, এইত জনম তারি,
দাসী হয়্য রবে বিনা পদে ॥ ১০
অথ তুমি হও বিহ্বল মুরতি।
বন্ধুরে দেখাও কৃপা করি মোর প্রতি ॥ ১১
বট তুমি জটাধারী শিবতত্ত্ব বট।
বন্ধু কোথা গেল তাহা কৃপা করি রট ॥ ১২

অশোক তোমার নাম বড় অভিরাম ।
 মোর শোক নাশিরা সার্থক কর নাম ॥ ১৩
 করুণ ভূমি হও করুণা-নিধান ।
 ক্রমে দেখাইয়ে মোরে কর প্রাণ দান ॥ ১৪
 মাধবি তুমি হও মাধবের প্রিয়া ।
 বন্ধ দেখাইয়া দাও করুণা করিয়া ॥ ১৫
 তুলসি তুমি হও সদ্ধা ধাক তার গায় ।
 জান কোথা আছে বন্ধ দেখাই আমায় ॥ ১৬
 আর আর বত আছে তরু দেহ-ধারী ।
 সকলেই হও তোরা পরহিতকারী ॥ ১৭
 অতএব মোর হিত কর সবে তোরা ।
 দেখাইয়া কিশোরীমোহন মন-চোরা ॥ ১৮
 ও রে মধুকর, তোরা নিরন্তর,
 থাকহ বন্ধুর কাছে ।
 মোরে রূপা করি, কহি দাও হরি,
 এখন কোথায় আছে ॥ ১৯
 যদি না কহিবে তারে ।
 তবে তোরা সব, গুণ গুণ রত,
 নাহি কর বারে বারে ॥ ২০
 তোমাদের ধনি, যেমন অশনি,—
 নিনাদ শ্রবণে পশে ।
 তাহাতে পরাণ, করে আনচান,
 মন নাহি রহে বশে ॥ ২১
 গুরে রে কোকিল, তারী মত নীল,
 তোর আমি জানি ভাল ।
 তারী মত স্বর, ধৈর্য-লাজ-স্বর,
 তারী মত বট কাল ॥ ২২
 তুমি দিবে বাধা, ইহা কোন কথা,
 পবনের দেখে রীত ।
 অগত-জীবন, হইয়া দহন,
 করিতেছে মোর চিত্ত ॥ ২৩
 অ রে দ্বিজরাজ, তোর যত কাজ,
 তাহা জানে সব জনে ।
 অবলা-সংহার, করিতে তোমার,
 কিবা ভর আছে মনে ॥ ২৪
 কালায় বিরহে, আজি মোর দেহে,
 হতাশম অবশিল ।

শ্রীরঘুনন্দন, বিরহে যেমন,
 জানকীর হত্যাছিল ॥ ২৫
 এইরূপ কহি কহি করেন ভ্রমণ ।
 কালাচান্দ কাছে কাছে করেন গমন ॥ ২৬
 তথাপি রাখিা তারে না পান দেখিতে ।
 প্রেমের কুটিল গতি কে পারে বুঝিতে ॥ ২৭
 তবে পুন রাধা কন কিছু আগে গিয়া ।
 বুঝি পদ্মা লগ্না গেল তাহারে ডাকিয়া ॥ ২৮
 সেহ নিরন্তর করে আমার অহিত ।
 নাগরো তাহার সখী-প্রতি লুপ্তচিত্ত ॥ ২৯
 তার কাছে হতে কি আইলে মধুকর ।
 কহ কোথা এখন রয়্যাছে শঠবর ॥ ৩০
 পাঠাইল তোমারে কি লইতে আমারে ।
 নাহি যাব আমি তুমি কহ গিয়া তারে ॥ ৩১
 আমরা সরল নারী সেহ অজ্ঞে রত ।
 তার মনে মোর প্রীতি না হয় সংঘত ॥ ৩২
 এই রূপ বহু কথা কিশোরী কহিয়া ।
 কান্দিতে লাগিল প্রেমে বিভোর হইয়া ॥ ৩৩
 তবে আসি তাঁহার সাক্ষাতে ।
 ক্রীকৃষ্ণ কহেন ধরি হাতে ॥ ৩৪
 একি একি পরাণ-প্রেমসি ।
 কি কারণে কাতর কান্দসি ॥ ৩৫
 সন্তুখে আমারে না দেখিয়া ।
 অপেক্ষি গহনে ফিরিয়া ॥ ৩৬
 যেন কেহ কর্তে মণি পরি ।
 অপেক্ষে গহন ভিতরি ॥ ৩৭
 ধনি ধনি তোমার প্রেমায়া ।
 অন্ধ করিয়াছে যে তোমায় ॥ ৩৮
 এত কহি স্থলীতল করে ।
 পৌছেন তাহার অশ্রুনারে ॥ ৩৯
 কিশোরী কৃষ্ণের কথা শুনি ।
 লাজে হল্যা বিনয়-বন্দনী ॥ ৪০
 তবে বংশীধারী, কহেন কিশোরি,
 বনেতে ভ্রমণ করি ।
 হইয়াছ প্রান্ত, অগসে আক্রান্ত,
 বাসে ভিজিয়াছে শারী ॥ ৪১
 অতএব ধিরে, নিরুত্ত-কৃতারে,
 চল চল রমণতি ।

পালকে বসিয়া, বিজ্ঞান করিয়া,
 স্থখী কর মোর মতি ॥ ৪২
 এত কহি হরি, তাঁর করে ধরি,
 নিকুঞ্জে লইয়া গিয়া ।
 পালঙ্ক-উপরে, বসিলা তাঁহারে,
 নিজ-কোলে বসাইয়া ॥ ৪৩
 তবে সখীগণ, করয়ে বীজন,
 চামর ধরিয়া করে ।
 কর্ণ-র চন্দন, করয়ে লেপন,
 দৌহাকার কলেবরে ॥ ৪৪
 তবে কতক্ষণ, শ্রম-নিবারণ,
 করিয়া রাধিকাশ্রম ।
 সরস অন্তর, মদন-সমর,
 বিলাসে করিলা কাম ॥ ৪৫
 ত্রাহা অমুমানি, সকল সজনী,
 জপের কুণ্ডিতে গেলা ।

কিশোরী কিশোর, 'আনন্দে বিভোর,
 বিলাসে মগন ভেলা ॥ ৪৬
 তবে তারা মদন-সমর-অবসানে ।
 শয়ন করিলা দিব্য কুমুদ-শয়নে ॥ ৪৭
 নিজ-ভূজে নাগরের কণ্ঠ ধরি রাই ।
 উপাধান করিলেন নাগরেরে বাই ॥ ৪৮
 মুখে মুখে বুকে বুকে ঠেকাঠেকি করি ।
 নিদা যেন দোহে কিবা শোভা মরি মরি ॥ ৪৯
 মাঝে মাঝে পরস্পরে করেন চুম্বন ।
 কভু স্বপ্ন-আবেশেতে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ৫০
 কভু নানা রস-কথা কহেন স্বপনে ।
 যাহা শুনি সখীগণ মুখ পায় মনে ॥ ৫১
 পরে তাঁহাদের গাঢ় নিদ্রাবেশ দেখি ।
 অশ্রু কুণ্ডে শয়ন করিলা সব সখী ॥ ৫২
 শ্রীরঘুনন্দন কুঞ্জ-বাহিরে বাহিরে ।
 আগি থাকি সাবধানে ফিরে ঘিরে ঘিরে ॥ ৫৩

ইতি শ্রীগীতমালায়াং শ্রেয়বৈচিত্র্য-বর্ণনং
 নাম ষাষ্টিংশঃ গ্রন্থনম্ ॥ ২২

ত্রয়োবিংশ গ্রন্থন ।

অথ শযোখান ।

উঠ উঠ গোরা ভগবান ।
 রজনী হইল অবসান ॥ ১
 করিতেছে অরুণ উদয় ।
 তাহে অন্ধকার পায় ক্ষয় ॥ ২
 দ্বিজসব মান করিবারে ।
 যাইছেন সুরধুনী-ধারে ॥ ৩
 আপনিহ তেজিয়া শয়ন ।
 মান লাগি করহ গমন ॥ ৪
 লয়া সব মানোপকরণ ।
 সঙ্গে যাকু শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৫

নিশা-অবসান-কালে, পক্ষিগণ-কোলাহলে,
 নিদা ভেজী সব সহচরী ।
 আসিলা নিকুঞ্জ-দ্বারে, রাই শ্রমে জাগাবারে,
 কহিছেন ধিরি ধিরি করি ॥ ৬
 উঠ উঠ নাগর নাগরী ।
 রজনী হযাছে শেষ, ছাড় এবে নিদ্রাবেশ,
 উঠি দেখ প্রভাত-মাধুরী ॥ ৭
 দেখিয়া রজনী-ক্ষয়, দ্বিজরাজ মহাশয়,
 প্রবেশেরে অন্তাচল বনে ।
 কুমুদিনী তাঁর প্রিয়, তার দশা নিরখিয়া,
 মান কৈল আপন বদনে ॥ ৮
 অরুণ-উদয় দেখি, কমলিনী হয় স্থখী,
 তাহে মোরা উপমান করি ।
 শ্রোষিতপতির স্বরে, আগমনবাদি-চরে,
 দেখি যেন পতিব্রতা নারী ॥ ৯
 পক্ষিনীর শোভা হেরি, কুমুদিনী-সঙ্গ ছাড়ি,
 তার কাছে ভ্রমর চলয় ।
 কিশোরি কিশোর স্তন, কালবর্ণে এই শুণ,
 নব নব রসে লুপ্ত হয় ॥ ১০
 সখীদের কথা শুনি নাগরী নাগর ।
 উঠিয়া বসিলা দোহে শয্যার উপর ॥ ১১
 তবে সহচরী সব জল আনিদিল ।
 তাহে মুখ-প্রকালন তাহারা করিলা ॥ ১২

অব কখন কহিছেন ভূপতি-নন্দিনি ।
 শুনিলে ত আপনার সখীদের বা ॥ ১৩
 ইহা-অলির গুণ করিতে বর্ণন ।
 করিল আমার প্রতি ইঙ্গিত রচন ॥ ১৪
 তার সল ইহাদিগে আমিহ দেখাই ।
 প্রাণপ্রিয়ে যদি তব অনুমতি পাই ॥ ১৫
 তাহা শুনি শ্রীরাধিক' আনন্দিত-মতি ।
 নয়ন-ভঙ্গীতে তাঁরে দিয়া অনুমতি ॥ ১৬
 তবে তিঁহ উঠি ললিতাদি সখীজনে ।
 করেন চন্দন আলিঙ্গন জনে জনে ॥ ১৭
 তাহা দেখি যত্ন যত্ন হাসেন কিশোরী ।
 তার প্রতি কহেন সকল সহচরী ॥ ১৮

৪৪

রাই তব শয়নের রঙ্গ ।
 করিলাম মোরা সবে ভঙ্গ ॥ ১৯
 তেঁই ক্রোধ করি মো সবারে ।
 অপমান করালো ইহারে ॥ ২০
 থাক তোরা হুখেতে হুতিয়া ।
 মোরা বাই ভবনে চলিয়া ॥ ২১
 আর কদাচিত্তে তোমা মনে ।
 আসিব না খেলাইতে বনে ॥ ২২
 আমাদিগে ভাল বাস যত ।
 তাহা আজি হইল বেকত ॥ ২৩
 এত কহি তাহারা সকলে ।
 ঘর যাইবারে মনে চলে ॥ ২৪
 কিশোরী-মোহন তা দেখিয়া ।

দাড়াইলা পথ আগোরিয়া ॥ ২৫

ললিতা কহেন মোরা কেহ নহি রাখা ।
 তবে কেন মোদের গমনে কর বাধা ॥ ২৬
 উহারেই লগ্না থাক কুঞ্জের ভিতরি ।
 আমাদের পথ ছাড়ি দেহ ত্বরা করি ॥ ২৭
 রাধিকা কহেন সখি এ কেমন রীত ।
 ভাল করিলেও কহ করিলে অহিত ॥ ২৮
 বার লাগি সঙ্গা মোরে কর অহুরোধ ।
 তাহা সখি দিহু ডুবু কেন কর ক্রোধ ॥ ২৯
 রাখার বচন শুনি যত সখীগণ ।
 হাসি হাসি তার প্রতি কহেন বচন ॥ ৩০
 মরি মরি সখি জের লইয়া বালাই ।
 শিথিলে এসব কথা তুমি কার ঠাই ॥ ৩১

বুনি এই শঠের নিকটে এই গুণ
 শিথিয়াছ এই বড় ইহাতে নিপুণ ॥ ৩২
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন তোরা বস্ত্র একবার ।
 করহ আপন সখী সহিতে বিচার ॥ ৩৩
 বিচার করিলে মোরা জানিবারে পারি ।
 তোরা মিথ্যাবাদী বট অথবা কিশোরী ॥ ৩৪

ললিতা কহেন, বিচার করিণ,
 আন দিনে এই কথা ।

এখন সকলে, গোকুলে চলহ,
 নাহি রহ আর এথা ॥ ৩৫
 দেখহ বাহিরে যাই !

অরুণ-কিরণ, বাল মল করে,
 দেখি বড় ভয় পাই ॥ ৩৬

খল লোকে সব, সদাই দুষণ,
 খজিয়া খজিয়া বোলে ।

যাইতে যাউতে, যদি কেহ দেখে,
 গোকুল পূরবে রোলে ॥ ৩৭

ললিতা-বচন, শ্রবণ করিয়া,
 ভাল ভাল বলি সবে ।

আপন আপন, পক্ষেতে পয়াণ,
 করিলা গোকুলে তবে ॥ ৩৮

শয়ন করিলা তাহারা সকলে,
 আপন আপন ঘরে ।

শ্রীমদ্বন্দ্বন, শ্রীকৃষ্ণ-চরণ,
 যত যত সেবা করে ॥ ৩৯

ইতি শ্রীশ্রীমদায়ায় শয্যোপান-বর্ণনং নাম
 ত্রয়োবিংশং গ্রন্থনম্ ॥ ২৩

চতুর্বিংশ গ্রন্থন ।

অথ দোল-যাত্রা ।

নদিয়া নগরে গোরা রায় ।

হোরী খেলে সানন্দ হিরায়া ॥ ১

গদাধর-আদি তন্তু-সনে ।

গান করে শ্রীবাস-অবনে ॥ ২

কাণ্ড লগ্না হুরহ চিকণ ।

গোরা পাশ দেয় ডঙ্কণ ॥ ৩

কিনা শোভে তাহে গৌর হরি ।
 সন্ধ্যা-মেষে যেন হেম-গিরি ॥ ৪
 ভাবাবেশে দিয়া করতালী ।
 কহে হারিলে হে বনমালী ॥ ৫
 শরণ মাগহ যদি মোয় ।
 তবে আজি ছাড়ি দিব তোয় ॥ ৬
 শ্রীরঘুনন্দন দেখি কর ।
 এ ভাব বুঝিতে কে পারয় ॥ ৭

হোরী খেলা করি মনে, প্রবেশিয়া বৃন্দাবনে,
 নাগর কানাই কুতূহলী ।
 মনে অতি অনুরাগ, গাইলা বসন্ত রাগ,
 অধরেতে ধরিয়া মুরলী ॥ ৮
 সেই ধনি শুনি গোপীগণ ।
 তেজি কুল-ভয়-লাজ, দেখিতে নাগররাজ,
 হল্য। নবে উৎকর্ষিত-মন ॥ ৯
 বিলম্ব সহিতে নাহে, বাঁশী ডাকে বায়ে বায়ে,
 তাহা শুনি করয়ে ভৎসনা ।
 ও রে ডাকতিয়া বাঁশী, অবলার সর্বনাশী,
 স্থির হও শুনহ বারণা ॥ ১০
 লইয়াছ কুলমান, আছে মাত্র শেষ প্রাণ,
 তাও বুঝি করিবে হরণ ।
 স্থির হও এক লব, যাইতেছি মোরা সব ।
 আয় নাহি করহ গর্জন ॥ ১১
 কহি এই সব কথা, বেশ করি যথা তথা,
 চলিলেন ব্রজ-নারীগণ ।
 তাহাদের অতিমত, হোরীর খেলনা বত,
 লয়্যা যায় শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১২
 গোপিকা সকলে দেখি কহেন নাগর ।
 কে বট ভোমরা মোর বনের ভিতর ॥ ১৩
 কতুরাজ্যদেশে আমি রাখি যে এ বন ।
 প্রবেশিতে নাহি পার ইথে কোনো জন ॥ ১৪
 তোমাদের দেখি বড় গরব-বিধায় ।
 প্রবেশিছ এথা আজ্ঞা না লই আমার ॥ ১৫
 কৃষ্ণবাণী শুনি হাসি কহে গোপীগণ ।
 মরিলাম মোরা লাজে শুনিয়া বচন ॥ ১৬
 বড়-চুরি গোরাখালী তরুণি বাহন ।
 বাকী নাই হইয়াছে সকল কারণ ॥ ১৭

এক মাত্র বনের রাখালী বাকী ছিল ।
 মরি মরি ভাগ্যে বুঝি তাহাও ষটিল ॥ ১৮
 শ্রীরঘুনন্দন কহে বনের রাখালী ।
 তোমাদেরো লাগি ইথে নাহি দাও গালী ॥ ১৯

কহিছেন হাসি বনমালী ।
 কটু কথা না কহ গোয়ালী ॥ ২০
 নিজ কার্য-লাগি সব জন ।
 করে তুচ্ছ কর্ম আচরণ ॥ ২১
 শুন শুন তাহার প্রমাণ ।
 যাহা শুনি জনমিবে জ্ঞান ॥ ২২
 পুরন্দর রাজার বাহন ।
 হর্যা ইন্দ্র করিলা বহন ॥ ২৩
 শ্রীরঘুনন্দন কপিসনে ।
 করিছিল সখা আচরণে ॥ ২৪

গোপিকা সকল কহে সত্য এ ভায়তী ।
 ধন লাগি বুঝ হর্যাছিল মুরপতি ॥ ২৫
 রামচন্দ্র করিছিল সখা কপিসনে ।
 জানকী-রমণী-লাভ ইচ্ছা করি মন ॥ ২৬
 তুমি বন রক্ষা করি পাবে কিবা ধন ।
 কোন বা রমণী পাবে না হয় দর্শন ॥ ২৭
 কানাই কহেন নাহি জানহ গোয়ালী ।
 অনেক লাভের হেতু বনের রাখালী ॥ ২৮
 এই বনে যে তলিবে পত্র ফুল ফল ।
 কাড়ি নিব তার শাড়ী ভূষণ সকল ॥ ২৯
 তার মধ্যে যদি কোন নারী লাগে মনে ।
 তাহারে রাখিব লয়্যা নিকৃৎ-ভবনে ॥ ৩০
 শ্রীরঘুনন্দন কহে ব্রজের রমণী ।
 কেহ তব মনে নাহি লাগে মোরা জানি ॥ ৩১

এ এথা শুনিয়া, কহেন হাসিয়া,
 ললিতা নাগর-রাজে ।
 শুনিয়া তোমার, বচন-বিধায়,
 মরিলাম মোরা লাজে ॥ ৩২
 ব্রজে বডনারী আছে ।
 মদন রমণী, দাঁড়াইতে পারে,
 কতু ইহাদের কাছে ॥ ৩৩
 বাহাদের রূপ, দেখি শূলপাণি,
 মনে মোহিত হয় ।

তাহারা তোমার, মনেতে লাগিবে,
কি করিয়া মহাশয় ॥ ৩৪
ভালই হয়্যাছে, লাগে নাই মনে,
ডেই আছে তব মান ।
অন্তথা কামেতে, ধরিতে বাইয়া,
মান হতা অবসান ॥ ৩৫
কিশোরী-আদেশে, হিত উপদেশ,
করিতেছি তোহে আমি ।
এমত বচন, কোথাও কখনো,
না কহ্য রাখাল-বামো ॥ ৩৬
রাখিলা কহেন স্তন বাণী ।
শ্রামের বচন মিছা মানি ॥ ৩৭
স্বপতি-জয় করি রূপে ।
পাইছিলা অশ্বরের ধনে ॥ ৩৮
গ্রাম আমাদিগে না জিনিয়া ।
পাইকেন ধন কি করিয়া ॥ ৩৯
হোরী খেলা করি যো-সবারে ।
বদ্যপি পারেন জিনিবারে ॥ ৪০
তবে আশা যে করেন গ্রাম ।
সিদ্ধ হতো পারে সেই কাম ॥ ৪১
যদি মোরা জিতি হোরী খেলি ।
কাড়ি নিব শ্রামের মুরলী ॥ ৪২
কিশোরীর স্তনিয়া বচন ।
ভাল ভাল বলে সখীগণ ॥ ৪৩
এত কহি কৃষ্ণসনে বত গোপীগণ ।
হোরী খেলা আরস্তিলা আনন্দিত-মন ॥ ৪৪
একপক্ষ হইলা বাবত গোপনারী ।
আর পক্ষ একলা রসিক বনোয়ারী ॥ ৪৫
হুই দলে ফাগু-বৃষ্টি করে পরস্পরে ।
ঢাকিলেক বাহাতে গগন দিগন্তরে ॥ ৪৬
সেইত আকিরে সব হল্য অন্ধকার ।
প্রবেশিতে নারে দৃষ্টি ভিতরে বাহার ॥ ৪৭
কিন্তু হেন বেগ প্রকাশিলা বনোয়ারী ।
বাহা সহ করিতে না পারে গোপনারী ॥ ৪৮
ওবে এক বৃষ্টি করিয়া গোপীগণ ।
ক্রীড়কেরে চারিদিকে করিলা বেটন ॥ ৪৯
চারিদিকে বৃষ্টি করে ফাগু রাশি রাশি ।
কিশোরী যোগান ফাগু আনি হাসি হাসি ॥ ৫০

তবে হাসি ত্রীরাধিকা কন ।
অস্তায় না কর সখীগণ ॥ ৫১
তোরা সব হয়্যাছ অনেক ।
নাগরের সঁখী নাহি এক ॥ ৫২
দেখ দেখ হয়্যাছে কাতর ।
এলাগিয়া ছাড়য়ে সময় ॥ ৫৩
তুকায়াছে বদন উহার ।
হৃদয় কাঁপয়ে অনিবার ॥ ৫৪
দেখিতে না পাই হাসি মুখে ।
পাইতেছি আমি বড় দুখে ॥ ৫৫
কিশোরীর কথা শুন তোরা ।
ছাড়ি দেহ গোপীপটচোরা ॥ ৫৬
রাধার বচন, করিয়া শ্রবণ,
ললিতা কহেন হাসি ।
রাই সব জনে, আনয়ে ভুবনে,
তোমারে করুণা-রাশি ॥ ৫৭
কিন্তু কথা তব, মোরা না শুনিব,
না ছাড়িব এ সময় ।
না পার দেখিতে, হৃৎ হয় চিত্তে,
তবে তুমি বাহ স্বর ॥ ৫৮
মোরা সব মিলি, রক্তজল ঢালি,
শঠে নান করাইব ।
গোপনারীগণ, বসনহরণ,
ফল আজি ভুঞ্জাইব ॥ ৫৯
অথবা ইহার, উপরি তোমার,
যদি দয়া হয় মনে ।
ইহার সহায়, হয়্যা মোসবার,
পরাজয় কর রূপে ॥ ৬০
ইহা বিনে আর, না দেখি ইহার,
পরিতাপ কোনো মতে ।
কিশোরি তোমার, যে হয় বিচার,
তাহা কর অচিরতে ॥ ৬১
ক্রীড়ক কহেন স্তন ললিতা বচন ।
নাহি চাহি আমিহ সহায় কোনো জন ॥ ৬২
বকাছর অশ্বাসুরে যে করিল জয় ।
অবলা রমণীগণে সেই কি গণয় ॥ ৬৩
যে ধরিল বামকরে করি গিরিরাজ ।
কাণ্ড-রূপে তাহার সহারে কিবা কাজ ॥ ৬৪

মহারাসে কামরণে কোটি অবলায় ।
 যে জ্বিলি ফাগু-রণে সেকি সাঁখী চায় ॥ ৬৫
 শ্রীরঘুনন্দন কহে সব সত্য হয় ।
 যদি আজি করিতে পারহ রণ-জয় ॥ ৬৬
 এত কহি হেন বেগে ভ্রমেন দুরারি ।
 বাহে নিজ আগে তাঁরে দেখে সব নারী ॥ ৬৭
 হিঁহ এককালে দেন সকলে আবার ॥
 যেন লতাগণে মেঘ বৃষ্টি করে নীর ॥ ৬৮
 তার ভয়ে গোপী সব নয়ন খুঁদলা ।
 তবে কৃষ্ণ মণ্ডলীর বাহিরে আইলা ॥ ৬৯
 তাহা না জানিয়া কৃষ্ণ আছেন মানিয়া ।
 গোপীসব ফাগু ছোড়ে জ্বিনি বুলিয়া ॥ ৭০
 তাহা দেখি হাসি কন কিশোরী-মোহন ।
 ভাল যুদ্ধ করিতেছ গোপনারীগণ ॥ ৭১
 নাগরের কথা শুনি, যত গোপনিতসিনী,
 লাজ পাই ফুরে নাচন ।
 তাহা ঢাকিবার আশে, প্রথরা ললিতা ভাষে,
 করিয়া গরব প্রকাশন ॥ ৭২
 তন ও হে নিলজ কানাই ।
 রণ ছাড়ি পলাইয়া, হাসিতেছ কি করিয়া,
 বুঝি তব কিছু লাজ নাই ॥ ৭৩
 ছিছি নারীসঙ্গে হারি, খেলাইতে নাহি পারি,
 পলাইলে তুমি কি করিয়া ।
 সে বিক্রম কি হইল, সে গরব কোথা গেল,
 মোরা লাজে গেলাম ডুবিয়া ॥ ৭৪
 তুমি কৈলে পলায়ন, করি মোরা নিরীক্ষণ,
 নিজে নিজে খেলা যুদ্ধ করি ।
 ইথে মো-সবারে অক্ষ, নাহি মান ফাগু পক্ষ,
 লাগে নাই নয়ন ভিত্তি ॥ ৭৫
 তব মুখ নিরখিয়া, মনে উপজিল দয়া,
 করিলাম ক্ষমা একবার ।
 সাধী রাখি শ্রীকিশোরী, পুনর্কার খেল হরি,
 করিব তোমার প্রতিকার ॥ ৭৬
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন জয় না করি আয়ায় ।
 মিছা এত গরব করিতে না যুয়ায় ॥ ৭৭
 সমরেতে যোদ্ধা সব করে অন্তর্ধান ।
 তাহে পরাজয় বলে কিবা জ্ঞানবান ॥ ৭৮

তাহে আমি দাঁড়াইয়া রম্যাছি সাক্ষাতে ।
 ইথে কিরূপেতে হারি ষটিবে আমাতে ॥ ৭৯
 বরঞ্চ করিলে ভালমতে বিবেচনে ।
 তোমাদেবী পরাজয় হয় এই রণে ॥ ৮০
 দেখ তোরা হয্যাছ অনেক এক পক্ষ ।
 তত্ন মোরে করিতে নারিলে কেহ লক্ষ ॥ ৮১
 কর জোড় করি কহে শ্রীরঘুনন্দন ।
 চোরের আশ্রয় শক্তি জানে সব জন ॥ ৮২

ললিতা কহই, নাগর বুঝু,
 তোমার মনের কথা ।
 অনেকের সনে, ফাগু খেলাইতে,
 তুমি পাইতেছ ব্যথা ॥ ৮৩
 কহিতেছ পরকারে ।
 তোমরা অনেক, তোমরা অনেক,
 এই কথা বারে বারে ॥ ৮৪
 আমি হিত বাণী, কহিয়ে তোমারে,
 ছাড়িয়া এমত রণ ।
 এক এক জন, সহিত সময়,
 কর এই মোর মন ॥ ৮৫
 যদি কোনো মতে, কোনো জনেতাহে,
 পার তুমি জিনিবারে ।
 তবে ব্রজে গিয়া, মুখ দেখাবারে,
 উপায় হইতে পারে ॥ ৮৬
 ইহাতেও যদি, তুমি নাহি পার,
 কারেও করিতে জয় ।
 শ্রীরঘুনন্দনে, তবে সাধী রাখি,
 করিব মনে যে লয় ॥ ৮৭

এত শুনি কহিছেন শ্রীনন্দ-তনয় ।
 ললিতে এ কথা তব মোর হিত নয় ॥ ৮৮
 সময় করিয়া এক একজন সনে ।
 কতকালে জিনিব আমিহ সবজনে ॥ ৮৯
 অতএব তোমাদের যে হয় প্রধান ।
 তাহারেই সমরে করাব আশ্রয়ান ॥ ৯০
 তার জয় হইলে সবারি হবে জয় ।
 হারিলেও সবারী হইবে পরাজয় ॥ ৯১
 তাহা শুনি ভাল ভাল বলি গোপীগণ ।
 বুঝতানু-নন্দিনীরা কহে এ বচন ॥ ৯২

শ্রিয়সধি তুমি আগে নাগরের সনে ।
 আরস্ত করহ করিবারে কাঙ্ক্ষণে ॥ ১৩
 প্রথানের সনে রণ বাঙ্কয়ে নাগর ।
 তুমিহ প্রধান হও ষোদের ভিতর ॥ ১৪
 হারাইয়া শঠে কার্য সাধহ সবার ।
 কোনো ভয় না করিবে স্বেদয়-মানার ॥ ১৫
 মোরা সব দাঁড়ায়া রয়াছি কাছে তোর ।
 কি করিতে পারিবে কিশোরি ননীচোর ॥ ১৬
 সখীর বচন, করিয়া শ্রবণ,
 কিশোরী হুথিতিয়া ।
 মহ মহ হাসি, বাকিলেন কসি,
 কেশ পাশে ডোরী দিয়া ॥ ১৭
 কি বা সে মধুরবেশ ।
 উত্তরি অকলে, বাকি কুতূহলে,
 দূট করি মধ্যদেশ ॥ ১৮
 আবীরে করিয়া, অকল ভরিয়া,
 কুমকুমা লইলা তাতে ।
 গেল গেলু কত, নিলা শত শত,
 ফল ধনু বাম হাতে ॥ ১৯
 তেন বেশ দেখি, কান্ধ হুয়া হুখী,
 ভাবিছেন মনে মনে ।
 কামের স্বরগী, আইলা ধরনী,
 যুঝিবারে মোর সনে ॥ ২০০
 এ বেশ দেখিয়া, কাঁপিতেছে হিয়া,
 কি করি করিব রণ ।
 শ্রীরঘুনন্দন, করে নিবেদন,
 স্থির কর প্রভু মন ॥ ২০১
 তবে রাধা গ্রাম পোহে আবীর-সমর ।
 আরস্তিলা অতিশয় সানন্দ-অন্তর ॥ ২০২
 চারিদিকে ঘেরিয়া দাঁড়ায়া সখীগণ ।
 গীতবাদ্য করে আর করে নিরীক্ষণ ॥ ২০৩
 পানি-পুরি আবীর লইয়া হুইজন ।
 পরস্পর উপরিতে করেন ক্লেপণ ॥ ২০৪
 সেইত আবীরে সব ঢাকিল গগন ।
 রক্তবর্ণ হল্য বত তরুলভাগণ ॥ ২০৫
 তাহে পলপাখী অলি সব হল্য লাল ।
 স্রাব কিশোরীগণ আর ত্রীগোপাল ॥ ২০৬

তবে রাধা ষাণ্ডমুষ্টি করিয়া ধারণ ।
 কৃষ্ণনেত্রে দিব বলি করিলা ক্লেপণ ॥ ২০৭
 তাহা দেখি নিক্কেপিলা নাগর আবীর ।
 সেহ তাহা রোধ কৈল যেন তীরে তীর ॥ ২০৮
 তবে কৃষ্ণ রাধিকার নেত্রে দিব বলি ।
 আবীর ছাড়িলা অতিশয় কুতূহলী ॥ ২০৯
 তিহ পূর্বমতে কৈলা তাহা নিবারণ ।
 এই মতে করিছেন দৌহে মহারণ ॥ ২১০
 কতু দৌহে কুমকুমা করেতে করি ধরি ।
 ক্লেপণ করেন দুই জনের উপরি ॥ ২১১
 সেইত কুমকুমা ঠেকাঠেকি পরস্পরে ।
 ভাসিয়া ভাসিয়া পড়ে ধরনী উপরে ॥ ২১২
 কতু ফল-গেটু ধরি করেন ক্লেপণ ।
 বুঝি কামরতি করে শরে শরে রণ ॥ ২১৩
 শ্রীরঘুনন্দন কহে ইহা সত্য নয় ।
 কামরতি কোন জ্ঞান তুলনা না হয় ॥ ২১৪
 পুনর্বার আবীর ছোড়েন দুইজন ।
 তাহে অন্ধকারপ্রায় হইল কানন ॥ ২১৫
 অন্ধকারে তবে দৌহে মুদিয়া নয়ন ।
 কাণ্ডরুষ্টি করি করি করেন ভ্রমণ ॥ ২১৬
 হেন মতে নেত্রমুদি ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।
 রাই-অঙ্গ পরশিলা কৃষ্ণ আচমিতে ॥ ২১৭
 ছুইমাত্র হুখে স্তব্ধ হল্য দামোদর ।
 প্রতিমার মত নাহি চলে পদ কর ॥ ২১৮
 তাহা দেখি আনন্দিত রাধা হাসি হাসি ।
 ঠাহার অস্ত্রেতে দেন কাণ্ড রাশি রাশি ॥ ২১৯
 চৌদিকে কিশোরীগণ দিয়া করতালী
 কোতুক করিয়া গান করয়ে ঢামালি ॥ ২২০
 ভিছি একি একি হল্য লাগল
 হোরিতে হারিলে শঠরাজ ॥ ২২১
 রমণীর নিকটে হারিলে ।
 আপনাগরন ধোয়াইলে ॥ ২২২
 অবলার বসন হরণ ।
 আজি কোথা করিল গমন ॥ ২২৩
 দান সাধা মথুরায় যাটে ।
 আজি পলাইল কোন বাটে ॥ ২২৪
 ভাস্করী লয়া পোপীদিকে ।
 দুখ দেখা গেল কোন দিকে ॥ ২২৫

গিরিধরা গরব ১।
 কিশোরী ক' আঞ্জি দূর ॥ ১২৬
 পুন হসি হাস, ললিতা রূপসী,
 কহিছেন গ্রামচান্দে ।
 আহা মরি মরি, এ দশা তোমার,
 দেখি মোর মন কান্দে ॥ ১২৭
 শুনহ নিলজ-রাজ ।
 তোমার লাগিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া,
 মোর গেল সব কাজ ॥ ১২৮
 নারীর নিকটে, সময়ে হারিয়া,
 গোকুল নগরে গিয়া ।
 আহা মরি মরি, কিরূপে দেখাবে,
 এ বদন প্রকাশিয়া ॥ ১২৯
 অতএব আমি, হিত বাণী কহি,
 তোমার অকপট মনে ।
 পিটিকারী লয়া, 'পুন রণ কর,
 মোদের সখীর সনে ॥ ১৩০
 তাহাতেও যদি, জিনিতে পারহ,
 তবে কিছু ভাল হয় ।
 অতএব কিরূপে, ত্রুণের ভিতরি,
 যাইবেন মহাশয় ॥ ১৩১
 নাপর কহেন, তব সখী মোরে,
 যদি না ছোয়েন রূপে ।
 তবে যে কহিবে, সে রণ করিব,
 সাখী রাখি সাধুজনে ॥ ১৩২
 শ্রীরঘুনন্দন, কর স্ফোড়ি কয়,
 পরণামে এ খেলায় ।
 ধার লাগি খেলা, করিতে আইলা,
 বারণ করয়ে তায় ॥ ১৩৩

ললিতা কহেন শুন নিলজ কানাই ।
 কি লাগিয়া ছোবে তোহে বিনোদিনী রাই ॥ ১৩৪
 নাহি কহ হেন কথা ভূমি আরবার ।
 শুনিলে অশন হবে ত্রুণে রাখিকার ॥ ১৩৫
 পতিব্রতা-শিরোমণি মোর সহচরী ।
 পরপুরুষেরে নাহি ছোয় করে করি ॥ ১৩৬
 অতএব ভূমি সেই শকা পরিহারি ।
 চকারী ধরি ॥ ১৩৭

তবে রাধা গ্রাম ধরি হেম-পিটিকারী ।
 দৌহে দৌহা অঙ্গে দিল শুভ গন্ধবারি ॥ ১৩৮
 তাহা দেখি ললিতা-প্রভৃতি সখীগণ ।
 কহিছেন পরস্পরে আনন্দিতমন ॥ ১৩৯
 দেখ দেখ অদভূত সব সহচরী ।
 জলদ-চপলা দৌহে বর্ষে দুহপরি ॥ ১৪০
 মোষে বৃষ্টি করে জল দেখি সব ঠাঁই ।
 সৌদামিনী বর্ষে জল কভু শুনি নাই ॥ ১৪১
 শ্রীরঘুনন্দন কহে শুন গোপীগণ ।
 অদভূত হয় এই সৌদামিনী ঘন ॥ ১৪২
 এইরূপে জলযুদ্ধ কৈলা বহুক্ষণ ।
 কিন্তু তাহে জয়ী না হইলা কোনো জন ॥ ১৪৩
 গন্ধজল-ধর্ম-জলে ভিজিল বসন ।
 তাহা দেখি কহিতে লাগিলা সখীগণ ॥ ১৪৪
 বুঝিলাম তোরা দৌহে এ যুদ্ধে সমান ।
 অতএব যোগ্য হয় করিতে সম্মান ॥ ১৪৫
 শুদপট পরি চড় এইত দোলায় ।
 সেবন করিব মোরা তোদিগে দৌহার ॥ ১৪৬
 তবে শুদ-বাস পরি কিশোর কিশোরী ।
 আরোহিয়া বসিলেন দোলার উপরি ॥ ১৪৭
 কিবা সেই দোলা হয় সুবর্ণ-রচিত ।
 সিত-রক্ত-নৌলবর্ণ মণিতে ঝটিত ॥ ১৪৮
 দোলে কত তাহে মুক্তা কুহুম-ঝালর ।
 হুচিহ্নিত চন্দ্রাতপ বালিশ বিস্তার ॥ ১৪৯
 নানাবর্ণ পট ডোরী বন্ধ চারি পায় ।
 সখীগণ দুই দিকে থাকিরা দোলায় ॥ ১৫০
 কিবা শোভে দোলার উপরি রাইচাঁদ ।
 বিমানের উপরিতে যেন রত্নিকাম ॥ ১৫১
 সখীসব পুষ্প-বৃষ্টি ফাগু-বৃষ্টি করে ।
 কিশোরী-কিশোর-শুণ গার মিষ্টধ্বরে ॥ ১৫২

দেখ দেখ রাই নট রাজে ।
 দোলার উপরি কিবা সা জে ॥ ১৫৩
 হইয়াছে যেন একগর ।
 স্থির সৌদামিনী জলধর ॥ ১৫৪
 কিবা মিলিয়াছে অতি ভাল ।
 হেমলতা তরুণ তমাল ॥ ১৫৫
 দৌহার মাধুরী চাখি চাখি ।
 জুড়ায় মোদের মন আখি ॥ ১৫৬

দেখ দেখে সবে একমন ।
 ত্রীকিশোরী কিশোরী-মোহন ॥ ১৫৭
 দোনার উপরি, কিশোর কিশোরী,
 চুই জন শোভা পায় ।
 হেম-ধরাধর-, মাধে জলধর,
 বিজুরী যেমন ভায় ॥ ১৫৮
 কিবা দোলে শ্রামরাই ।
 নীল উত্তপল, হেম শতদল,
 যেমন পবন পাই ॥ ১৫৯
 যবে যনে যন, গমনাগমন,
 করে দোলা বেগ বলে ।
 তবে ভয় পাই, পশারিরা বাই,
 রাই ধরে শ্রাম-গলে ॥ ১৬০
 তাহা দেখি হুখে, মুহু হাসি মুখে,
 ললিতাদি সখীসব ।
 করে যনে যন, কুসুম বর্ষন,
 আর জয় জয় রব ॥ ১৬১
 চন্দ্র চামর, উড়ায় আভর,
 গোলাব আঁধার রোরী ।
 শিরদ্বন্দন, করয়ে ভাবন,
 সেই শোভা মনোহারী ॥ ১৬২
 ইতি ত্রীরবন্দন গোবামি-বিরচিতায়াং
 গীতমালায়াং দোল-ধাত্রা-বর্ণনং নাম
 চতুর্বিংশ গ্রন্থনম্ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ গ্রন্থন ।

অথ বাসন্তিক-রাসযাত্রা ।

মধুর মাধব মাস মধুর রজনী ।
 উদয় করিল তাহে পূর্ণ ষষ্ঠমণি ॥ ১
 বিকসিত হইয়াছে নানা জাতি ফুল ।
 গান করিতেছে তাহে মধুকর-কুল ॥ ২
 বসন্তের শোভা দেখি গেরা হুখিমনে ।
 সঙ্কীর্ণ আরাভিলা ত্রীবাস-অঙ্গনে ॥ ৩
 চতুর্দিকে ভক্তগণ করয়ে কীর্তন ।
 মানে গেরা নটরায় করেন নর্তন ॥ ৪

কতু নিজকরে ধরি গদাধর-কর ।
 নতন করেন প্রভু সরস অন্তর ॥ ৫
 ত্রীরবন্দন আদি যত ভক্তজন ।
 মদম মন্দিরা বাঁধা করয়ে বাজন ॥ ৬

মধুর মাধব মাস, পূর্ণশশি-পরকাশ,
 বিকসিত তরু-লতাগণ ।

কোকিলের কুহুরব শুভ্রের ভ্রমর সব,
 মন্দ মন্দ বহে সমীরণ ॥ ৭
 এসকল দেখি ভগবান ।
 রাস করিবার মনে, গোবর্দ্ধনগিরি-বনে
 বাঁশীতে করিলা এই গান ॥ ৮
 মম প্রাণ-অধীশ্বর, শুন শুন ও কিশোরি,
 কর্ণ পাতি আমার বচন ।
 গোবর্দ্ধনগিরি-বন, শোভা করি দরশন,
 রাস করিবারে হয় মন ॥ ৯
 অতএব সহচরী, সর্কিলের সঙ্গে করি,
 তুমি এখা করি আগমন ।
 পূর্ণ কর আশা মোর, দেখিতে বদন তোর,
 বাহা করে কিশোরিমোহন ॥ ১০
 সেই গান শুনি রাধা আনন্দে মোহিত ।
 নয়নে গলয়ে লোর কহেন কিঞ্চিৎ ॥ ১১
 মুরলীরে তুমি আর নাহি কর গান ।
 বাইতেছি মোরা সবে তব সন্নিধান ॥ ১২
 লইয়াছ তুমি আমাদের মন প্রাণ ।
 সকলে জানায়া কেন কর অপমান ॥ ১৩
 ললিতা কহেন সখি কেমনে উন্মাদ ।
 মুরলীর সনে যাহে করিতেছ বাদ ॥ ১৪
 বাঁশীতে ডাকিছে কালাচান্দ বার বার ।
 অতএব বেশ করি কর অভিসার ॥ ১৫
 রাধিকা কহেন বাঁশী শুনে না বায়ণ ।
 কি করি হইবে এবে বেশ-নিরচন ॥ ১৬
 অই শুন বাজিতেছে বাঁশী উভয়ার ।
 আত্ম আত্ম আর গোণ সহা নাহি যায় ॥ ১৭
 এত কহি ত্রীকিশোরী প্রস্থান করিলা ।
 পাছে পাছে সহচরী সকল চলিলা ॥ ১৮
 বাইতে বাইতে, ললিতা হৃদয়ী,
 কহিছেন বিশাখারে ।

সখি দেখ দেখ, রাখার মাধুরী,
 নাহি পারি কহি বারে ॥ ১৯
 একি রূপ চমৎকার ।
 বেশ ভূষা কিছু, না হয়্যাছে তুভু,
 স্বভাবেই উজ্জিয়ার ॥ ২০
 বিজুরী-সমান, শরীরের ছটা,
 চারি দিকে পড়িতেছে ।
 যাহার পরশে, ভূতল গগন,
 ঝলমল করিতেছে ॥ ২১
 এ অঙ্গসকলে, কিবা সাজাইবে,
 স্বর্ণমণি আভরণ ।
 পূর্ণ শশধর, জ্যোৎস্নারে সাজায়,
 কোথা খদ্যোতের গণ ॥ ২২
 কিশোরীর মুখ, আর শশধর,
 দৌহারেই দেখ সখি ।
 এ মুখে কাছে, আমি শশধর,
 অতি তুচ্ছ করি লেখি ॥ ২৩
 রাখিকা আইলা কাছে দেখি নটরাজ ।
 লুকাইলা কোতুকেতে এক গুহা-মাজ ॥ ২৪
 কক্ষে না দেখিয়া রাখা ছাড়িয়া নিগাস ।
 ললিতারে কহিছেন গদ গদ ভাষ ॥ ২৫
 সখি বুধা হইল সকল পরিশ্রম ।
 দেখিতে না পাই এথা সেই শ্রিয়তম ॥ ২৬
 বুঝি অল্প কোনো জন আপন শ্রিয়ারে ।
 ডাকিয়া থাকিবে সেই বেণুরববারে ॥ ২৭
 মোরা কৃষ্ণ-বেণু-বুদ্ধি করিয়া তাহায় ।
 বুধা আইলাম বনে কি করিহু হায় ॥ ২৮
 যদি কহ তেন বেণু বাজাবে কে আর ।
 তবে বুঝি ডাকিছেন সখীয়ে পদার ॥ ২৯
 সেহ আসিয়াছে শুনি সেই বেণু-গানে ।
 তারে লয়া গিয়াছে সে অঙ্কন স্থানে ৩০
 এক্ষণ করিব কিবা কহ সহচরি । *
 কিশোরী মোহন বিনে স্থির হতো নারি ॥ ৩১
 ললিতা কহেন নাহি ভাব ।
 এখনী তাহার দেখা পাব ॥ ৩২
 অস্থত্ব কর স্থির-মনে ।
 দিব্যগন্ধ বহিছে এখানে ॥ ৩৩ ।
 * মন স্থির নাহি হয় না দেখিয়া হরি ।

এই গন্ধ তার অঙ্গ বিনে ।
 নাহি দেখি আর কোনো স্থানে ॥ ৩৪
 আছে সেহ এথা লুকাইয়া ।
 বাহির করহ অবেষিয়া ॥ ৩৫
 এক দিকে যাহ এক জন ।
 এই রূপে দেখ সব বন ॥ ৩৬
 বনে যদি দেখা নাহি পাও ।
 নিরখিবে গিরির গুহাও ॥ ৩৭
 এত কহি তাঁহারা সকলে ।
 ভ্রমণ করেন নানা স্থলে ॥ ৩৮
 কিশোরী অধিক ভাবাবেশে ।
 ভ্রমণ করেন দেশে দেশে ॥ ৩৯
 কিং কিছু দরে এক তমাল দেখিয়া ।
 কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ বলিয়া জানিয়া ॥ ৪০
 শঠবর আমাদিগে ডাকিয়া আনিয়া ।
 কহিয়াছ এখানে কি লাগি লুকাইয়া ॥ ৪১
 বুঝি ডাকিছিলে তুমি পদার সখীয়ে ।
 এখানে রখাছ তুখে না দেখিয়া তারে ॥ ৪২
 আশ আশ কিছু দুখ নাহি ভাব মনে ।
 তারে আনি মিলাইয়া দিব তোমা সনে ॥ ৪৩
 অথবা সে আসিবেক এই শঙ্কা করি ।
 লুকাইয়া রহিয়াছে বনের ভিতরি ॥ ৪৪
 পলাতো নারিবে আর ধরিয়া রাখিব ।
 চলাবলা আইলেই দেখাইয়া দিব ॥ ৪৫
 সেহ আমাদের কাছে দেখিয়া তোমারে ।
 অপমান করিবেক বিবিধ প্রকারে ॥ ৪৬
 এত কহি তার কাছে যাইয়া কিশোরী ।
 ধরিলেন তমালেতে দ্বাভ পসারি ॥ ৪৭
 পরশেতে তরু, বলিয়া জানিয়া,
 দুঃখিত হইয়া রাই ।
 দীঘল দীঘল, নিগাস ছাড়িয়া,
 পুন গেলা অল্প ঠাই ॥ ৪৮
 এখানেতে যত, সহচরীগণ,
 বনে গ্রামে না পাইয়া ।
 যে গুহাতে তঁহ, লুকায়া আছেন,
 প্রবেশিলা তাহে গিয়া ॥ ৪৯
 তাহাদিগে দেখি, বাকী লুকাইয়া,
 চতুর্ভুজ হল্যা হরি ।

গোপীরা তাহারে, দেখিয়া কহেন,
সবে পরধাম করি ॥ ৫০
আহা মরি মরি, এ গুহা ভিতরি,
ইন্দ্রনীল মণিময় ।
শ্রীপতি নুরতি, প্রতিষ্ঠা করিল,
কোন কঠী মহাশয় ॥ ৫১
সখীদের কথা, শুনিয়া রাধিকা,
আইলেন সেই ঠাই ।
তাহারে দেখিয়া, কৃষ্ণ প্ৰকাইলা,
অধিক সে হুটী বাই ॥ ৫২
কিবা কিশোরীর, প্রেমের মহিমা,
নাহি পারি কহিবারে ।
যা'র বলেতে, আপন মহিমা,
প্রভু না রাধিতে পারে ॥ ৫৩
সখা সব কহিছেন রাধিকার প্রতি ।
সখি দেখ আসি এক মাধব-নুরতি ॥ ৫৪
এখনি ইহার ছিল দিব্য ভূজ চারি ।
দুই বাহু কোথা গেল জানিতে না পারি ॥ ৫৫
একি এই প্রতিমার শ্রাব-প্রকাশ ।
কিসা কোনো কৃষ্ণের মায়ার বিলাস ॥ ৫৬
শ্রীরাধিকা কাছে আসি ভাল করি দেখি ।
কহিছেন সখাদিগে হয়্যা মহাশুখা ॥ ৫৭
না হয় প্রতিমা এহ কৃষ্ণ না হয় ।
হয় এই সেই মনচোরা মহাশয় ॥ ৫৮
যদি হয় কৃষ্ণ অথবা বিষ্ণু-মূর্তি ।
না হইত তবে মোর অসুখের ক্ষুতি ॥ ৫৯
এত কহি কৃষ্ণ-করে কিশোরী ধরিল ।
কিশোরীমোহন তবে হাসিতে লাগিল ॥ ৬০
করে ধরি বাহিরে আনিয়া ।
কৃষ্ণে রাধা কহেন হাসিয়া ॥ ৬১
যত শঠ আছয়ে সংসারে ।
তুমি রাজা তাদের মাঝারে ॥ ৬২
পরে দুখ দিতে অকারণে ।
তোমা হেন কেহ নাহি জানে ॥ ৬৩
কৃষ্ণ কন ইহা নাহি কবে ।
আমি শঠ হলে তুমি হবে ॥ ৬৪
শঠ বিনে শঠের সহিতে ।
পিরিতি না হয় কোনো মতে ॥ ৬৫

রাধিকা কহেন এই কথা ।
সত্য বটে না হয় অথবা ॥ ৬৬
কিন্তু সব স্থানে ইহা নয় ।
পদ্মস্পর-পিরিতি-বিষয় ॥ ৬৭
মোর প্রেম আছয়ে তোমায় ।
তাহা নাহি তোমার আশায় ॥ ৬৮
সাধু ভাল বাসে সব জনে ।
শঠ রত নহে কোনো স্থানে ॥ ৬৯
শুনি এত রাধার বচন ।
কহিছেন কিশোরীমোহন ॥ ৭০
বৃন্দাবনেখরি তোমা সনে বাক্যরণে ।
কে পারয়ে বিজয়ী হইতে ত্রিভুবনে ॥ ৭১
এখন রাধিয়া এ সকল পরিহাস ।
মোর আশা পরিপূর্ণ কর করি রাস ॥ ৭২
দেখ দেখ অতি রমণীয় এই স্থল ।
চিকণ বাসুকাময় চৌরস ভূতল ॥ ৭৩
শীতল সুগন্ধ মন্দ বহে সমীরণ ।
যোগ্য হয় এই স্থানে করিতে নর্তন ॥ ৭৪
রাধিকা কহেন মোরা করি তবে রাস ।
তুমি যদি কর বহুমূর্তি পরকাশ ॥ ৭৫
ভাল ভাল বলি তবে নন্দের সুমার ।
যত গোপী তত নূর্তি কৈলা আপনার ॥ ৭৬
তবে শ্রীরাধিকা নটবরে মাগে করি ।
চারি দিকে দাঁড়াইলা যত সহচরী ॥ ৭৭
বহু নূর্তি প্রকাশ করিয়া নটরাজ ।
প্রবেশিলা দুই দুই গোপিকার মাজ ॥ ৭৮
তাহাতে হইল যেই শোভা অতিশয় ।
তার উপমান কোনো স্থানে দৃষ্ট নয় ॥ ৭৯
যদি খণ্ড খণ্ড মেঘ সৌদামিনী-চয় ।
মণ্ডলী হইয়া করে কোথাও উদয় ॥ ৮০
যদি স্থির হয় তাহে সৌদামিনীগণ ।
তবে তার ভুল্য কহে শ্রীরত্ননন্দন ॥ ৮১
গিরিবর-নিকটস্থ, হিমকণ-বাসুক,
চৌরস ভূতল-মাঝেরে ।
নটবর কেশব, নটিনীমণ্ডল,
রাস বিলাসি ই সাভেরে ॥ ৮২
নটিনী বাবত, নটবর তাবত,
মণ্ডল হোই বিরাভেরে ।

সজ্জিত পাণ্ডত, করত হি নর্তন,
 নানা বস্ত্র বাজে ॥ ৮৩
 ললিতা সুলক্ষী, ডিগুম বাণ্ডত,
 ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডিমীরে ॥ ৮৪
 মুরজ বিশাখা, বাদন করত হি,
 টুমি টুমি টুমি টুমি টুমীরে ॥ ৮৫
 চিত্রা হুচতুর, বাণ্ডত মড্ডুক,
 দম দম দম দম দা দারে ॥ ৮৬
 চম্পক লতিকা, মর্দল বাণ্ডত,
 ধম ধম ধম ধম দা দারে ॥ ৮৭
 হুদেবী ককর, ককর ককর রব করি,
 বাজত অতি মনোহারীরে ॥ ৮৮
 এ সকল বাদন, করিয়া ভাবন,
 রবুন্দন বলিহারীরে ॥ ৮৯
 নবরঙ্গিণি, করি সঙ্গিণি,
 নটবয় ধরি নাটঙ্গ ॥ ৯০
 তড়িত-দাম,- জড়িত শ্যাম,
 জলধর-জম্বু রাজঙ্গ ॥ ৯১
 পরিবাদিনি, করখারিণি,
 রমণী-মণি, বাদঙ্গ ॥ ৯২
 স্বরযোগিণি, করি রাগিণি,
 হরি মানস-মানঙ্গ ॥ ৯৩
 অপর নারি, তমুরা ধারি,
 পঞ্চম স্বর পাণ্ডঙ্গ ॥ ৯৪
 স্বর তরঙ্গ, বিবিধ রঙ্গ,
 গগন-ভূমি ছাণ্ডঙ্গ ॥ ৯৫
 ধরি ঝঙ্কারি, পর হৃদয়,
 ধম ধম ধম বাজঙ্গ ॥ ৯৬
 সজ্জিত করি, বর-কিঙ্গরি,
 কুল থিক করি লাজঙ্গ ॥ ৯৭
 অখরোপরি, মুরলী ধরি,
 কোই কিশোরী শোহঙ্গ ॥ ৯৮
 মধুর গান, করি বিধান,
 কিশোরীমোহন মোহঙ্গ ॥ ৯৯
 চৌরস ভূতল, রমণী-মণ্ডল,
 মাঝি নাচত পোপালা ॥ ১০০
 সজ্জিত পাণ্ডত, বস্ত্র বাজাণ্ডত,
 চহদিশ বাবত ব্রজবালা ॥ ১০১

ধ্বজনগজ্ঞন, পদযুগ-চালন,
 কনক-নুপুর তি হি পর রাজে ॥ ১০২
 কন কন কঙ্কন, কন কন কঙ্কন,
 কন কন কঙ্কন করি বাজে ॥ ১০৩
 পীতবরুণধটি, অকল পরিপাটি,
 বন ধরনীতল-পরিলোলে ॥ ১০৪
 মুক্তামণিকুট, হার সুশোভিত
 বনমালা উরপর দোলে ॥ ১০৫
 নতন-সুলক্ষ-পন্নব-সমকর,
 ভঙ্গী করি লহ চালে ॥ ১০৬
 চড়া শিখিদল, করত হি টলটল,
 দোলই অলকাঙ্কল ভালে ॥ ১০৭
 শশধর-সম্মিত, মূঢ় মধুর মিহু,
 করত বদনশশি-পর উদয়ে ॥ ১০৮
 ত্রীরবুন্দন, করত হি চিত্তন,
 সো রূপ লাবণি নিতি হৃদয়ে ॥ ১০৯
 নটিনীগণ নৃত্য করত
 নটবর করি মাজে ॥ ১১০
 গুরু নবধন বেরি বেরি,
 চমকে চপলা বেরি বেরি,
 নব তমাল তরুণা বেড়ি,
 কনকলতিকা মাজে ॥ ১১১
 নটবর কর দেত তালী,
 বদনে বোলত ভাঙ্গী ভাঙ্গী,
 কবচ গান করত মেলি রঙ্গিণীগণ-সাঁথে ॥ ১১২
 তাহে উলসিত বরজনারি,
 নটন করত রঙ্গ বিধারি,
 ভাবভঙ্গি চিত্তহারি, হেরত নিজনাথে ॥ ১১৩
 ললিতগানভালমান-অনুসরি করি পদ নিধান,
 নটত নটিনীগণ-সমান নুপুর বন বাজে ॥ ১১৪
 কটিতটধ্বতবরকিঙ্গিণি,
 বাজত করি কিণি কিণি কিণি
 বাহার মধুর ধনি শুনি শুনি,
 সারদ মরু লাজে ॥ ১১৫
 গতিবেগি হি বারবার,
 পঞ্চাখরোপরি দোলত হার,
 কর-কঙ্কন কনক-কর-চালন শোভে ॥ ১১৬

নাসাপুট মুকুতাফল, ঘন দোলত শ্রুতিকুণ্ডল
খসিয়া পড়ত বেশিক ফুল,
কিশোরিমোহনমোহে ॥ ১০০

এইরূপে নৃত্য গীত করিতে করিতে ।
ঐরাধারে বংশীধারী লাগিল কহিতে ॥ ১০১
প্রিয়ে বড় ইচ্ছা হয় মনেতে আমার ।
বেণু-বাদ্য শুনিবারে বদনে ভোমার ॥ ১০২
অতএব ত্রিভঙ্গী হইয়া দাঁড়াইয়া ।
বাজাও মুরলী চান্দবদনেতে দিয়া ॥ ১০৩
এত শুনি ঐবাধিকা যুহু যুহু হাসি ।
কৃষ্ণকর হইতে লইলা তাঁর নীলী ॥ ১০৪
দাঁড়াইয়া সুমধুর ত্রিভঙ্গিম ঠামে ।
বাজাইতে আরম্ভিলা ত্রীকৃষ্ণের নামে ॥ ১০৫
একে বেণুরব তাহে ত্রীকৃষ্ণের নাম ।
অহাতে বাদক পুন রাধা অনুপাম ॥ ১০৬
সে বাদ্যের মাধুরী কি করিব বর্ণন ।
যাহাতে মোহিত হল্যা কিশোরীমোহন ॥ ১০৭
ত্রীকৃষ্ণ কহেন ভাল গাইতেছ প্রিয়ে ।
কিস্ত কিছু নান আছে আমি তা পুরিয়ে ॥ ১০৮
এত কহি মুখ দিয়া সেই বেণু-মুখে ।
গাইতে লাগিলা রাখানাম মহাশুখে ॥ ১০৯
উভয়ে উভয় নাম গাইছেন সাখে ।
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রাধে ॥ ১১০
এক পরিপূর্ণ চন্দ্র উদয় করিয়া ।
জগতে নীতল করে অমৃত বর্ষিয়া ॥ ১১১
দুই পূর্ণচন্দ্র গান অমৃত-বর্ষণে ।
কি আশ্চর্য্য নীতল করিল যে ভুবনে ॥ ১১২
যাগা শুনি সখী সব স্তম্ভিত হইলা ।
পশু-পক্ষি-নেত্রে অশ্রু ঝরিতে লাগিলা ॥ ১১৩
অপর কি কব রাধাকৃষ্ণ হইজন ।
স্তম্ভিত হইলা দুই শ্রুতিমা যেমন ॥ ১১৪
সেকালে মিলিত কৃষ্ণ-কিশোরী-বদন ॥
যে দেখিল সে করিল সার্থক নয়ন ॥ ১১৫

তার পর কহিছেন হরি ।
শুন শুন বৃন্দাবনেবরি ॥ ১১৬

নৃত্য গীত করি অসম্ভব ।
প্রান্ত হইয়াছ তোরা সব ॥ ১১৭

অতএব নিকুঞ্জে বসিয়া ।
সুখী হও বিপ্রাম করিয়া ॥ ১১৮
শুনি রাখা কৃষ্ণের ভারতী ।
ভাল বলি দিলা অনুমতি ॥ ১১৯
এক এক গোপী-কর ধরি ।
এক এক কুঞ্জে গেলা হরি ॥ ১২০
করি কাম-সম্বরবিলাস ।
করিলেন তাঁরা সবে আশ ॥ ১২১
পরে দিবা কুসুম-শয়নে ।
শুইলেন আনন্দিত মনে ॥ ১২২
এই রাস-নীলা সুশোভন ।
মনে ভাবে ত্রীরঘুনন্দন ॥ ১২৩

ইতি শ্রীগোত্মালায়াং বাসস্তিক-রাসযাত্রা-
বর্ণনং নাম পঞ্চবিংশৎ গ্রন্থনম্ ।

ষড়বিংশ গ্রন্থন ।

অথ হিন্দোলা-যাত্রা ।

মধুর প্রাণ মাসি দেখি ।
গৌর-ভক্তগণ হল্যা সুখী ॥ ১
গজাভীরে কদম্বের ডালে ।
বাঙ্কিলেন সুন্দর হিন্দোলে ॥ ২
তাহে বসাইয়া গৌর রায় ।
ভক্ত সব সুখেতে দোলায় ॥ ৩
মদন মন্দিরা বাজাইয়া ।
গান করে সুধিত হইয়া ॥ ৪
কল কল করে শূরধুনী ।
মন্দ মন্দ জলদের ধ্বনি ॥ ৫
ত্রীরঘুনন্দন কুতূহলী ।
নাচি কিরে দিরা করতালী ॥ ৬

গ্রীষ্ম গুহু হল্যা নাশ, মধুর প্রাণ মাস,
বৃন্দাবনে করিল উদয় ।
অঞ্জন-গজমকীতি, নবীন জলদ-পাঁতি,
আকাশেতে সদাই ভ্রমর ॥ ৭
তাহারা পর্জন করি, বৃষ্টি করে সদা বারি,
তাহে ভূমি হইল নীতল ।

যত তরু লতা ছিল, তারা সব মঞ্জরিল,

হরিত হইল সব দল ॥ ৮

কলস কুটজবন, মালতী শেফালীগণ,

পুষ্পিত হইল অতিশয় ।

তাহে মধুকর সব, করিয়া মধুর রব,

মধু পান করিয়া ভ্রমর ॥ ৯

জগদের নাদ শুনি, করি কেও কেও ধ্বনি,

শিখীসব করয়ে নর্তন ।

শ্রীরব্বন্দন ভণে, বর্ধাকালে বৃন্দাবনে,

যে শোভা সে না হয় বর্ণন ॥ ১০

আইল শ্রাবণ মাস দেখি সখীগণ ।

করিলেন হিন্দোলায় চৌকী বিরচন ॥ ১১

গজবস্ত্র-বিরচিত সুবর্ণ-খচিত ।

নীল পীত রক্ত সিত মণিতে জড়িত ॥ ১২

স্বকোমল :নী তাহে দিয়া উপাধান ।

ফুলের ঝাণ্ডার আর ফুলের বিতান ॥ ১৩

নানা বর্ণ পটভূত-বিরচিত ডারী ।

বাঞ্ছিয়া তাহাতে অতিশয় দৃঢ় করি ॥ ১৪

সেই দোলা বংশীবট-তরুর শাখায় ।

বাঙ্কাইয়া বাজন্ত দুন্দুভ দিলা তায় ॥ ১৫

তবে কৃষ্ণে কাঁহছেন সহচরীগণ ।

এইত দোলায় তুমি কর আরোহণ ॥ ১৬

শ্রীকৃষ্ণ কহেন আমি একা না চড়িব ।

কিশোরীরে সঙ্গে দাও তবে আরোহিব ॥ ১৭

শ্রীরাধিকা কহেন একি আশ ।

কহিতে না হইল তরাস ॥ ১৮

পরের রমণী তোমা সনে ।

দোলায় চড়িবে কি কারণে ॥ ১৯

শ্রীকৃষ্ণ কহেন হাসি হাসি ।

একি কথা কহিলে রূপসি ॥ ২০

তোরা হও পরের রমণী ।

ইহা আমি সপনে না জানি ॥ ২১

আমিহ জানিলে পর-নারী ।

ভায় সনে পিরিতি না করি ॥ ২২

ললিতা কহেন হাসি বাণী ।

অপূর্বে ধার্মিক তুমি জানি ॥ ২৩

বুঝি গোপী সকলের সনে ।

হইয়াছে বিবাহ সপনে ॥ ২৪

সব কথা শুনি হাস করি ।

কাঁহছেন পুনশ্চ কিশোরী ॥ ২৫

সখি মোরা তবে কেন থাকি অস্থ ঠাই ।

চল চল ব্রজরাজ-ভবনেতে যাই ॥ ২৬

রাজা রাজরাণী হবে পুন্ডর শাশুরী ।

আদর হইবে কত ব্রজের ভিতরি ॥ ২৭

নিশাধা কহেন সখি যাইলে সেখানে ।

হুইতে হুইবে এই শ্রামের শয়নে ॥ ২৮

অভ্যাস বিহনে তাহা করিবে কি করি ।

অতএব চড় এই দোলায় উপরি ॥ ২৯

রাধিকা কহেন ভেদ নাই মোর ভোর ।

তুমি চড় তবেই হুইবে চড়া মোর ॥ ৩০

নিশাধা কৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষ করিলা ।

তবে তিহ রাধিকারে আদিয়া ধরিলা ॥ ৩১

কোলে তুলি লয়া তাঁরে কিশোরীমোহন ।

দোলায় উপরি গিয়া কৈলা আরোহণ ॥ ৩২

তাহা নিরখিয়া, যত সখীগণ,

অতি আনন্দিত-মন ।

উল্ল উল্ল উপ, নিনাদ করিয়া,

করে ফুল বরিষণ ॥ ৩৩

তবে নটবর, আপনি বসিয়া,

রাধারে বসাল্যা বামে ।

সহচরী সব, হৃদিগে লাড়ায়্যা,

দোলায়েন ক্রমে ক্রমে ॥ ৩৪

পতায়ত করে, দোলা বারে বারে,

দেখি চমৎকার লাগে ।

যেন হুবিস্তৃত, হৃন্দর তরলি,

জলধিতরঙ্গ-বেগে ॥ ৩৫

দোলাতে আছয়ে, যাবত কিঙ্কিণ,

কনু কনু করি বাজে ।

যে রব শুনিয়া, সারস সকল,

পড়ে অতিশয় লাজে ॥ ৩৬

মৃদঙ্গ মন্দিরা, তম্বুয়া সারঙ্গী,

বীণা বেণু বাজাইয়া ।

গোপীগণ গান, করেন সম্মেতে,

শ্রীরব্বন্দনে নিয়া ॥ ৩৭

দেখ সখি কিবা দোলে শ্রীরাধিকা শ্রাম ।

বিমানের উপরিতে যেন রতি কাম ॥ ৩৮

পুষ্পক উপরি যেন সীতা রঘুবর ।
 বিদুরী জলদ যেন শশীর উপর ॥ ৩৯
 ক্রামের বামেতে কিবা শোভিছে রাধিকা ।
 তমাল নিকটে যেন কাকন লতিকা ॥ ৪০
 রাধার নিকটে কিবা শোভিছে নাগর ।
 হেমকমলিনী-কাছে যেন মধুকর ॥ ৪১
 শ্রীরঘুনন্দন কহে ভাবি মনে মনে ।
 কিশোরী কিশোর অমুপাম ত্রিভুবনে ॥ ৪২
 কহেন শ্রীহরি, বৃন্দাবনধরি,
 স্তুতিতেছ দিয়া চিত ।
 নানা বাদ্য করি, সব সহচরী,
 ভাল গাইতেছে নীত ॥ ৪৩
 মোরা ধোঁহে মেলি, বাজাই মুরলী,
 অই গানে মেলি করি ।
 ইহাতে মিলিত, হলো অই নীত,
 হবে আরো মনোহারি ॥ ৪৪
 এত কহি স্তনি, কৃষ্ণ আর ধনী,
 মুখ দিয়া মুরলীতে ।
 ধোঁহে একবারে, দিয়া সূতকারে,
 আরস্তিলা বাজাইতে ॥ ৪৫
 অতি মনোহর, সে মুরলী-স্বর,
 ঢাকিল সকল রবে ।
 যাহার শ্রবণ, করি গোপীগণ,
 যোজিত হইলা সবে ॥ ৪৬
 সে নাদ স্তনিয়া, গমন ভুলিয়া,
 যমুনা উজান অহে ।
 শ্রীরঘুনন্দন, সবিস্ময়মন,
 একি একি একি কহে ॥ ৪৭
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে মোর এই গানী ।
 নাহি জানি করিয়াছে কত পুণ্যরাশি ॥ ৪৮
 করিলে তুমিহ যারে আপনি চুসন ।
 মোর ভাগ্যে নাহি হয় বাহার ঘটন ॥ ৪৯
 কহিতে কহিতে হয় চপলা উজোর ।
 গরজে জলদ-জাল করি মহা সোর ॥ ৫০
 তাহে অতি ভীত হয় বৃন্দাবনধরী ।
 ধরিল কৃষ্ণের গলে হ্রাছ পসারি ॥ ৫১
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন যেষ থাকহ কুশলে ।
 কখনো যা পাই নাই তাহা তুমি দিলে ॥ ৫২

সখীসব কৃষ্ণ কোলে কিশোরী দেখিয়া ।
 কহিতে লাগিল অতি সুখিত হইয়া ॥ ৫৩
 একি আমাদের আজি মঙ্গল বাসর ।
 প্রেমর হর্যাছে বুঝি বাবড় অমর ॥ ৫৪
 নিরবধি যাহা দেখিবারে সাধ করি ।
 কিন্তু তাহা সিদ্ধ নাহি করে সহচরী ॥ ৫৫
 আজিত যেষেতে তাহা সিদ্ধ করি দিল ।
 দেখিয়া নয়ন মন সব জুড়াইল ॥ ৫৬
 একি বেড়ি আছে যেষে স্থির সৌদামিনী ।
 অথবা তমাল তরু মাধবী কাকনী ॥ ৫৭
 হিম্মোলা দোলাও সবে অধিক করিয়া ।
 হেনই থাকুক রাই ত্রাসিত হইয়া ॥ ৫৮
 দেখি দেখি আমাদের জুড়াকু নয়ন ।
 জনম সফল করু এ রঘুনন্দন ॥ ৫৯
 ইতি শ্রীশ্রীতমালায়াং হিম্মোলা-যাত্রা বর্ণনংমাম
 ষড়বিংশ গ্রন্থনম্ ।

সপ্তবিংশ গ্রন্থন ।

অথ রাস-যাত্রা ।

শরদ-পূর্ণিমা বিভাবরী ।
 দেখিয়া সুখিত পৌর হরি ॥ ১
 প্রেমরসে গরগর মন ।
 রাসলীলা কৈলা আরম্ভণ ॥ ২
 করে ধরি গদাধর-কর ।
 কতু নৃত্য করেন হৃন্দর ॥ ৩
 কতু গান করেন মধুর ।
 যাহা স্তনি মুগ্ধ সব সুর ॥ ৪
 কতু ভাবি কৃষ্ণ অশ্রদ্ধান ।
 বিলাপ করেন অপেয়ান ॥ ৫
 পুন ভাবি তাঁর সাক্ষাৎকার ।
 পান কত আনন্দ বিকার ॥ ৬
 পুন গীত করেন নর্তন ।
 তাহা ভাবে এ রঘুনন্দন ॥ ৭

শরদ-পূর্ণিমা রাত্রি, প্রভুজ মল্লিকা আতি,
 মাধবী মালতী বিকসিত ।

চম্পক পূর্ণাগ আম, বকুল কেতকী জাম,
 সব ডব্ব হইল পুষ্পিত ॥ ৮
 মধুকর-পাঁতি পাঁতি, মধু-গন্ধে মাতি মাতি,
 গান করি উড়িয়া বেড়ায় ।
 শ্রোক পড়ে শুকপাখী, কেও কেও করে শিখী,
 কোকিল পঞ্চম স্বর গায় ॥ ৯
 হেন কালে শশধর, কিকিঁত লোহিতকর,
 পূর্বদিকে উদয় করিলা ।
 যারে করি দরশন, সংসারের সব জম,
 তাপ তেজি হুঁধিত হইলা ॥ ১০
 গোপী-মুখ-তুলাকরি, সেই শশধরে হেরি,
 বন-শোভা করি নিরীক্ষণ ।
 করিবারে মহারাস, মনেতে করিলা আশ,
 নটবর শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১১
 তবে কালিন্দীর কূলে, কদম্ব ডব্বর মূলে,
 ত্রিতন্ত্রী হইয়া দাঁড়াইয়া ।
 দিবা রাগ আলাপনে, ডাঁকেন কিশোরীগণে,
 মুখ-শশধরে গীতী দিয়া ॥ ১২
 সেই শব্দ সব দিকে করিলা ধাবন ।
 শ্রবণশিল কক্ষ-প্রিয়-গোপিকা-শ্রবণ ॥ ১৩
 তাহে কেহ কেহ হল্যা অধিক স্তম্ভিত ।
 কারো কারো শরীর হইল রোমাঞ্চিত ॥ ১৪
 কারো কারো বস্মজল গলে অবিরল ।
 কারো কারো ডব্ব করে কম্পে টল বল ॥ ১৫
 কিছুকাল পরে তারা সম্বিত পাইয়া ।
 মনে মনে কহিছেন বিচার করিয়া ॥ ১৬
 একি হুঁধা-ধারা শব্দ স্বরূপে সঞ্চারে ।
 কিম্বা আকর্ষণ মন্ত্র কেহ গান করে ॥ ১৭
 বুঝিহু এ সব নহে কিন্তু নটরায় ।
 ধাঁশীতে করিয়া গান ডাকিছে আমার ॥ ১৮
 এত কহি সকলেই উৎকর্ষিত-মন ।
 কিশোরীমোহন-কাছে করেন গমন ॥ ১৯
 কেহ ছুঁ দোহাইতে ছিলা ।
 তাহা রাখি গমন করিলা ॥ ২০
 কেহ ছুঁ চুম্বীতে রাখিয়া ।
 চলিলেন নাহি নামাইয়া ॥ ২১
 পক অন্ন রাখিয়া চুলায় ।
 কোনো কোনো গোপী বেগে ধায় ॥ ২২

কেহ পরিবেষণ উপেখি ।
 কেহ পতি-সুশ্রবণ রাখি ॥ ২৩
 কেহ শিশু-শোষণ তেজিয়া ।
 ধায় লোক-লজ্জা না গণিয়া ॥ ২৪
 কেহ যায় তেজিয়া ভোজন ।
 কেহ করি পান উপেক্ষণ ॥ ২৫
 তত্ন জলে স্নান পিপাসায় ।
 তাহা নাহি গণয়ে হিয়ায় ॥ ২৬
 শ্রীরঘুনন্দন নিবেদয় ।
 শ্রেয়ের স্বভাব এই হয় ॥ ২৭
 কেহ যায় অর্কি সঙ্গে করি উত্তরন ।
 কেহ যায় এক নেত্রে লইয়া অঞ্জন ॥ ২৮
 কেহ উত্তরীয় পরে নিতম্ব উপরে ।
 উপরি অঙ্গেতে অধরীয় বাস পরে ॥ ২৯
 গলায় কিকিঁপি-দাম নিতম্বেরে হার ।
 কেহ পরে করে গাঁক চরণেতে তাড় ॥ ৩০
 মন দায় তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের কাছে ।
 অতএব অন্ন সব কর্মা ভুলিয়াছে ॥ ৩১
 পতি পিতা মাতা ভ্রাতা করয়ে বারণ ।
 তাহা নাহি শুনে নাহি কিংরে গোপীগণ ॥ ৩২
 শ্রীরঘুনন্দন কহে কৃষ্ণে যারে টানে ।
 অপরের কথা কহু সেকি শুনে কাণে ॥ ৩৩
 হরি-মুখ-শশধর-দরশন আশে ।
 চলতঁহি গোপীগণ তছু পাশে ॥ ৩৪
 করিবর-মদর-গমন-বিলাসে ।
 হংসীকুল-গতি-গরব গরাসে ॥ ৩৫
 নৃপুত্র কিকিঁপি কুশু বৃক্ষ বাজে ।
 থাকো ধনি শুনি সারস লাজে ॥ ৩৬
 দোলই হার পরোধর-মাতে ।
 কীরকি ধারা ঝেঁছন বাতে ॥ ৩৭
 শ্রবণহি কাঞ্চন-কুণ্ডল দোলে ।
 নাসাবেশর মুহু মুহু লোলে ॥ ৩৮
 পাঁঠাই দোলত বেগি ভুজঙ্গী ।
 তাহে চম্পক কাম্পক রঙ্গী ॥ ৩৯
 চলতঁহি বংশী-ধনি অনুসারে ।
 শ্রীরঘুনন্দন পাছু উপধারে ॥ ৪০
 যাইতে যাইতে পথে বত গোপীগণ ।
 কহিছেন এই কথা উৎকর্ষিত-মন ॥ ৪১

মুরলারে তুমি আর নাহি কর গান ।
 করিয়াছি আমি তোর নিকটে পরাণ ॥ ৫২
 কুল মান লাজ সব লইলে হরিয়া ।
 কি ফল হইবে তাহা লোকে জানাইয়া ॥ ৫৩
 বুঝি ডাকিতেছ দেখি বিলম্ব আমার ।
 কি করিব নিভম্ব-কুচের বড় ভায় ॥ ৫৪
 চলিতেছি কত যুগ পারি না গণিতে ।
 তথাপি না পাইলাম বন্ধুরে দেখিতে ॥ ৫৫
 হইবে কি না হইবে সেই স্তম্ভকণ ।
 বাহাতে দেখিতে পাব সে চাঁদ্রদলন ॥ ৫৬
 বিধি অসুফল যদি হয় কোনো মতে ।
 অবৈ পাইতে পারি তাহারে দেখিতে ॥ ৫৭
 এইরূপ কহিতে কহিতে গোপীগণ ।
 উপস্থিত হল্যা থেধা কিশোরীমোহন ॥ ৫৮
 দেখি তারা মদনমোহনে ।
 কহিছেন সবে মনে মনে ॥ ৫৯
 গুরে গুরে আমার নয়ন ।
 নাহি কর নিমেষ এখন ॥ ৬০
 তাহা যদি নাহি কর তুমি :
 তবে মূগে বন্ধ দেখি আমি ॥ ৬১
 যার প্রাপ্তি-আশা নাহি ছিল ।
 তাও বিধি রূপা করি দিল ॥ ৬২
 কিন্তু তোর করুণা বিহনে :
 আশা নাহি পূর দরশনে ॥ ৬৩
 আর এক শুনহ বচন ।
 অশ্রু-জল কর সহরণ ॥ ৬৪
 অশ্রু-জলে ঢাকিলে তোমায়ে ।
 দর্শনেতে বাধ হুতো পারে ॥ ৬৫
 শ্রীরঘুনন্দন নিবেদয় ।
 হেন প্রেম সস্তব না হয় ॥ ৬৬
 গোপীগণ নিকটে আইলা নিরখিয়া ।
 গোপীনাথ কহিছেন হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৬৭
 ভাগ্যবতীগণ হুখে আসিয়াছ তোরা ।
 কিবা আচরিব তোমাদের প্রিয় মোরা ॥ ৬৮
 কহ কহ ব্রজে ত না হয় কোনো ভয় ।
 তাহা হল্যা শীঘ্র মোরে বাইবারে হয় ॥ ৬৯
 বুলিলাম ভয় নাই তবে কি কারণে ।
 রজনীতে আসিয়াছ তোরা ঘোর বনে ॥ ৭০

যদি কহ আসিয়াছ দেখিবারে কন ।
 তাহা দেখা হল্যা আর থাক কি কারণ ॥ ৭১
 বন্ধুগণ তোমাদিগে অব্যবণ করে ।
 নাহি ফেল তাহাদিগে সাক্ষস-পাথারে ॥ ৭২
 যদি কহ আসিয়াছ দেখিবারে তোহে ।
 সেহ যোগ্য সব জন প্রীতি করে মোহে ॥ ৭৩
 কিন্তু তাহে অস্ত্র কোনো রহস্ত-আশর ।
 করিবারে কদাচ উচিত নাহি হয় ॥ ৭৪
 আপন স্বামীতে ভক্তি রাখিবে রমণী ।
 শ্রীরঘুনন্দনে যেন জনক-নন্দিনী ॥ ৭৫
 যে রমণী উপেক্ষা করয়ে নিজ পতি ।
 তাহার অশয় হয় পায় অধোগতি ॥ ৭৬
 হুঃশীল হৃভগ বৃদ্ধ রোগী বা নির্দন ।
 যে হক সে হক পতি নারীর জীবন ॥ ৭৭
 অতএব গৃহে গিয়া কর গৃহ-কর্ম ।
 পতি-সেবা কর সেই রমণীর ধর্ম ॥ ৭৮
 তামাতে যদ্যপি চাহ শিরিতি করিতে ।
 দূরে থাকি তবে পাও আমার চরিতে ॥ ৭৯
 নিকটে থাকিলে প্রীতি নহে অতিশয় ।
 এই কথা লোক-শাস্ত্র-অভিমত হয় ॥ ১০
 অতএব তোরা গৃহে করহ গমন ।
 এথা অবস্থান নাহি কর এক কণ ॥ ১১
 শ্রীরঘুনন্দন কহে বাজায়া মুরলী ।
 আপনি ডাকিয়া আনি একি ঠাকুরালী ॥ ১২
 শ্রীকৃষ্ণের শুনিয়া বচন ।
 গোপীসব চিত্তায় মগন ॥ ১৩
 অধোমুখী হইয়া আছয় ।
 যন যন নিখাস ছাড়য় ॥ ১৪
 অশ্রুপারা বহিতে লাগিল ।
 তাহে কুচকুম্ব খুইল ॥ ১৫
 ভ্রমীতল লিখি চরণেতে ।
 ছিদ্র চাহে বুঝি অবশেষিতে ॥ ১৬
 শুক হয়্যা গিয়াছে বদন ।
 দ্রুখে কিছু ক্ষুরে না বচন ॥ ১৭
 পরে কিছু রূপিত হইয়া ।
 অশ্রুজল ফেলিয়া পুছিয়া ॥ ১৮
 গুষ্ঠ কাপে জড়িত বচন ।
 কিশোরীমোহনে কিছু কন ॥ ১৯

সুন সুন ওহে মহাশয় ।
 অতি ত্বর এ ভারতী, আমা সকলের প্রতি,
 তোমার কহিতে যোগ্য নয় ॥ ৮০
 মোরা তেজি কুললাজ, গৃহ-মুখ গৃহ-কাজ,
 অসিয়াছি তোহে সেবিবারে ।
 ভক্তে নারায়ণ যেন, আমাদিগে তুমি ভেন,
 ভজ নাহি তেজি অবিচারে ॥ ৮১
 কহিলে যে শাস্ত্র মৰ্ম্ম, পতি-সেবা নারী-ধৰ্ম্ম,
 ইহাতে জানিহু তোহে জ্ঞানী ।
 কিস্ত মোরা শিষ্য নাহি, আমাদিকে ইহা কহি,
 কি ফল হইল নাহি জানি ॥ ৮২
 যেহ সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম তেজি, তোহে ভজ প্রেমে মজি,
 তাহারে প্রশংসে শাস্ত্রগণ ।
 এলাগি সেবিতো তোহে, অসিয়াছি তেজি গেহে
 সেই আশা না কর তখন ॥ ৮৩
 লইয়াছ হরি মন, আমাদের এ কারণ,
 কি হইবে যাইয়া ভবন ।
 যাইতেও নাহি পারি. তোমার নিকট ছাড়ি,
 এক পদ না চলে চরণ ॥ ৮৪
 এ লাগি অধরমিত, দিয়া কামানলম্বত,
 সন্তাপেরে কর নিবারণ ।
 অকথা বিরহানলে, দহি তনু পরকালে,
 তোহে পাব কিশোরী-মোহন ॥ ৮৫
 যদি কহ তোরা হও কুলের রমণী ।
 তবে কহি শ্রবণ পাতিয়া সুন বাণী ॥ ৮৬
 স্খাময় তব গান করিয়া শ্রবণ ।
 দেখিয়া তোমার রূপ ভুবন-মোহন ॥ ৮৭
 চলিত না হয় যেহ স্বধৰ্ম্ম হইতে ।
 হেন কে যুবতি আছে এই ত্রিলোকীতে ॥ ৮৮
 যেই গান শুনি আর যেই রূপ দেখি ।
 মুগ্ধ হয় যাবৎ পাদপ পশু পাখী ॥ ৮৯
 তাহা শুনি তাহা দেখি কামিনী কি পারে ।
 আপনার কুল ধৰ্ম্ম লাজ রাধিবারে ॥ ৯০
 কহিতেছ দূরে থাকি পাইতে তোমায়ে ।
 মন না পাইলে তাহা হবে কি প্রকারে ॥ ৯১
 এ লাগি মোদের প্রতি সদয় হইয়া ।
 রাখহ আপন কাছে কিস্করী করিয়া ॥ ৯২

গোপীদের যুগে শুনি এ সব বচন ।
 হাসিলা সদয় হিয়া কিশোরীমোহন ॥ ৯৩
 দেখি তাঁর হাস, পাইয়া আশ্বাস,
 সুখী হল্য গোপীগণ ।
 প্রসন্ন বদন, প্রসন্ন নয়ন
 প্রসন্ন সবার মন ॥ ৯৪
 তাঁহাদের সনে হরি ।
 শোভিলা তেমন, শশাঙ্ক যেমন,
 ভরাগণ সঙ্গে করি ॥ ৯৫
 মধুরিম হাস, "নানা পরিহাস,
 প্রেম-রসে আলিঙ্গন ।
 চুম্বি অধর, কহু পয়োধর,
 করিছেন পরশন ॥ ৯৬
 কাহারো নীবাতে, হরি কর দিতে,
 বন্ধন ধসিয়া যায় ।
 একি কর বলি, প্রেমেতে পাগলী,
 মেহ আলিঙ্গয়ে তায় ॥ ৯৭
 এইত প্রকার, করি গোপিকার,
 কাম-উদ্দীপন করি ।
 বনের ভিতরি, ভ্রমণে বিহরি,
 কিশোরীমোহন হরি ॥ ৯৮
 হাসিয়া হাসিয়া গোপীগণ ।
 গান করে কর্ণ রসায়ন ॥ ৯৯
 জয় জয় ব্রজ-যুবরাজ ।
 ধন্যময় যার সব কাজ ॥ ১০০
 অকপট করুণা-ভাজন ।
 হৃদা-রস-সমান বচন ॥ ১০১
 অতিশয় সরল-সুন্দর ।
 মিছা কথা কহু নাহি কথ ॥ ১০২
 পরনারী-দরশ-পরশে ।
 সপনেও না করে লালসে ॥ ১০৩
 নিবেদয়ে ত্রীরবন্দন ।
 একি ভক্তি ইঙ্গিত-বচন ॥ ১০৪
 গোপীদের যুগে শুনি ইঙ্গিত-বচন ॥
 কহিছেন হাসি হাসি মদন-মোহন ॥ ১০৫
 ধনি ধনি গোপুলের সৌমভিনীগণ ।
 বাহাদের উপমান না হয় দর্শন ॥ ১০৬

আমি হইয়াও আশ্বারাম চূড়ামণি ।
 বাহাদের রূপে গুণে ভুলিহু' আপনি ॥ ১০৭
 বদন ধিকার করে কোটি শশধর ।
 নয়ন দেখিলে মানি মদনের শর ॥ ১০৮
 তাহাতে কটাক্ষ-বাণ ছাড়ে অবিরত ।
 দিব্য বাণে যেন বাণ বর্ষে শত শত ॥ ১০৯
 অম্বরের শোভা কিবা করিব বর্ণন ।
 যাহা দেখি মোহিত হয়্যাছে যোর মন ॥ ১১০
 হাব ভাব হেলা লীলা অতি সুশোভন ।
 যাহাতে ভুলিল এই কিশোরীমোহন ॥ ১১১
 কৃষ্ণ-মুখে এই সব নিজ গুণ শুনি ।
 গরবে মাতিল যত ভ্রজের রমণী ॥ ১১২
 অতএব তাহার সকলে আপনারে ।
 শ্রেষ্ঠ করি মানিলেন সংসার-মাঝারে ॥ ১১৩
 এই লাগি দেখি কৃষ্ণ আদর সমান ।
 এককালে সকলেই করিলেন মান ॥ ১১৪
 পূর্ব মতে না করেন হাস পরিহাস ।
 কেন না করেন ভাব কটাক্ষ-বিলাস ॥ ১১৫
 তবে কৃষ্ণ জানি গোপীসকলের মান ।
 ত্রীরাধারে সঙ্গে লয়া কৈলা অন্তর্দান ॥ ১১৬
 ত্রীরত্ননন্দন ভণে ভাল এ উপায় ।
 ইহা বিনে সকলের মান নাহি যায় ॥ ১১৭
 কৃষ্ণে না দেখিয়া গোপীগণ ।
 হইলেন অতি দুঃখিন ॥ ১১৮
 শুকাইল বদন স্তম্ভ ।
 নয়নেতে ললিল গলয় ॥ ১১৯
 মলিন হইল অঙ্গ-ভাস ।
 উতপত বহয়ে নিশ্বাস ॥ ১২০
 সবে কহে একি হল্য হায় ।
 কোথা চলি গেল গ্রামস্বর ॥ ১২১
 নাহি করিয়াছি কোনো দোষ ।
 তবে কেন সে করিল রোব ॥ ১২২
 কহিছিনু ইঙ্গিত বচন ।
 তাহে কি হইল ক্রুদ্ধ-মন ॥ ১২৩
 আর নাহি করিব ইঙ্গিত ।
 দেখা দাও বন্ধু হে ত্বরিত ॥ ১২৪
 না দেখিয়া স্থির নহে মন ।
 তত্ৰু দহে বিরহ-দহন ॥ ১২৫

শুনি গোপীদের বচন ।
 দুখে কান্দে এ রত্ননন্দন ॥ ১২৬
 অশ্রু পাকড়ী বট, তোরা অতি উচ্চ বট,
 দেখিয়াছ তোরা কোন জন ।
 কটাক্ষ-ভঙ্গীতে করি, আমাদের মন হরি,
 কোথা গেল ত্রীনন্দনন্দন ॥ ১২৭
 চম্পক পুরাণ নাগ, তোরা সবে মহাভাগ,
 মিলি আছ কুসুম-নয়ন ।
 দেখিয়া থাকিবে তোরা, কোথা গেল মনচোরা,
 কহ তাহা করি দিবরণ ॥ ১২৮
 তুলসি কল্যাণ করি, গোবিন্দ-চরণোপরি,
 ভূমি করি থাক সদা বাস ।
 নিজপ্রিয়ে সেই জনে, দেখিতেছ কোন স্থানে,
 কহ করি করুণা প্রকাশ ॥ ১২৯
 মাধতি মল্লিকা জাতি, তোরা সবে হৃদিমতি,
 হইয়াছ অকালে পুণ্ডিত ।
 বৃন্নি সেহ তো সবারে, ছুয়া গেছে নিজ করে,
 দেখিয়াছ বলহ ত্বরিত ॥ ১৩০
 পিয়াল পনস আম, বকুল কাবান জাম,
 তোরা আছ যমনার উমৈর ।
 নাহি কহ মিথ্যা-কথা, কিশোরী-মোহন কোথা,
 সত্য কহ মোদিগে অচিরে ॥ ১৩১
 ধরনি ভূমিহু কিবা পুণ্য করিয়াছ ।
 যার দলে কৃষ্ণ-পদ পাইয়া রয়্যাছ ॥ ১৩২
 দেখিতেছি তৃণাভূর-ছলেতে তোমার ।
 হইয়াছে সব অঙ্গ পুলক বিধার ॥ ১৩৩
 অতএব বন্ধু কোথা আছে তাহা জান ।
 কহি দিয়া আমাদের গেহে রাখ প্রাণ ॥ ১৩৪
 হরিণি দেখিয়ে তোহে প্রসন্ন-নয়ন ।
 দেখিয়াছ ভূমি সেই মদন-মোহন ॥ ১৩৫
 পাইতেছি তার কুলমালায় দৌরভ ।
 কহ এই স্থানে কোথা আছয়ে বরভ ॥ ১৩৬
 এই মতে বনে বনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।
 লীলা-ভাব-উদয় হইল আচম্বিতে ॥ ১৩৭
 তবে তাঁরা কিশোরীমোহন লীলা বত ।
 তাহা অনুকরণ করেন উনমত ॥ ১৩৮
 কহ কৃষ্ণ বাল্য-ভাবাবেশে ।
 হৃতিয়া রাখেন স্তম্ভ দেশে ॥ ১৩৯

কেহ কেহ পাতি আনু কর ।
 ভ্রমিতেছে ভুল-উপর ॥ ১৪০
 কেহ কেহ কয়তালী দিয়া ।
 নৃত্য করে ঘুরিয়া ফিরিয়া ॥ ১৪১
 কেহ কেহ ত্রিভঙ্গী হইয়া ।
 মুরলী বাজায় মুখে দিয়া ॥ ১৪২
 কেহ কেহ দেখে সখীগণ ।
 কৃষ্ণ আসি নাচিয়ে কেমন ॥ ১৪৩
 কেহ কেহ ওরে পাপকালী ।
 রমণক ঘোঁষে যাহা চলি ॥ ১৪৪
 কেহ কেহ তোর হও স্থির ।
 নিবারিব আমি বায় নীর ॥ ১৪৫
 এত কহি শাটীর অবলে ।
 গোবর্দ্ধন গিরি বলি তোলে ॥ ১৪৬
 এ সকল অদভুত ভাবে ।
 ত্রীরঘুনন্দন মনে ভাবে ॥ ১৪৭
 পরে এই ভাব শাস্ত হলা কত ক্ষণে ।
 পুন কৃষ্ণ-অবেষণ করিছেন বনে ॥ ১৪৮
 তবে তাঁরা কিছু আগে করিয়া গমন ।
 কৃষ্ণ-পদ-চিহ্ন দেখি কহেন বচন ॥ ১৪৯
 দেখ এই পদ-চিহ্ন নাগরের বটে ।
 তাহা বিনে অপরে এরূপ নাহি বটে ॥ ১৫০
 দেখ দেখ ধরজ বজ্র অকুল কমল ।
 শঙ্খ মৌন-আদি চিন করে ঝলমল ॥ ১৫১
 সেই পদ অনুসরি কিছু আগে গিয়া ।
 নারী-পদ-চিহ্ন দেখি কহেন কান্দিয়া ॥ ১৫২
 এ কার চরণ-চিহ্ন দেখ ভাল করি ।
 কে গিয়াছে কৃষ্ণের স্বক্ষেতে কর ধরি ॥ ১৫৩
 এই কত আরাধনা করিয়াছে তারে ।
 লয়া গেছে কৃষ্ণ বারে তাজি মোসবারে ॥ ১৫৪
 ত্রীরঘুনন্দন ভণে উত্তম কহিলে ।
 এ লাগি রাখিকা নাম শাস্ত্রে তার বলে ॥ ১৫৫
 বিপক্ষ-গোপিকা কহে, এই চিহ্ন ভাল নহে,
 বড় কোড় করয়ে অস্তরে ।
 সকল গোপীর ধন, কৃষ্ণাধর যেই জন,
 হরিয়া লইয়া ভোগ করে ॥ ১৫৬
 সখীগণ কহে বাণী, রাখাপদ হই ধানি,
 এখানেতে দেখ না হিয়ার ।

বাজিবে চরণে বলি, কোলে লইয়াছে তুলি
 রসিক নাগর বুকি তার ॥ ১৫৭
 বিপক্ষ সকলে কহে, এই কথা মিথ্যা নহে,
 তুলিয়া লইয়া গেছে তারে ।
 সেই লাগি নাগরের, চিহ্ন সব চরণের,
 বড় বসিয়াছে হৃৎ তারে ॥ ১৫৮
 সখীগণ পুন ভণে, দেখ দেখ এই স্থানে,
 করিবারে কুসুম-চয়ন ।
 নামায়াছে ত্রীরাধায়, তেঁই এই দেখা যায়,
 দোঁহাকার চরণ-লক্ষণ ॥ ১৫৯
 অগ্র পদে ভর দিয়া, এই স্থানে দাঁড়াইয়া,
 নাগর কুসুম তুলিয়াছে ।
 বসি পুন এই স্থলে, কিশোরীর ত্রীকুন্তলে,
 সেই পুষ্প বেশ করিয়াছে ॥ ১৬০
 এই মতে গোপীগণ ভ্রমেন কাননে ।
 অস্ত্র বনে রয়াছেন কৃষ্ণরাধা-সনে ॥ ১৬১
 তবে রাখা ভাবনা করেন মনে মনে ।
 মোর তুলা নারী কেহ নাহি ত্রিভুবনে ॥ ১৬২
 যে হেতুক সকল গোপীয়ে পরিহারি ।
 একা মোরে লয়া ক্রৌড়া করয়ে ত্রীহারি ॥ ১৬৩
 তবে রাখা কৃষ্ণ সনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।
 পরিহাস করি তাঁরে লাগিলা কহিতে ॥ ১৬৪
 প্রাণনাথ তোমা সনে করিয়া ভ্রমণ ।
 বড়ই ব্যথিত হলা আমার চরণ ॥ ১৬৫
 অতএব আমি আর পারি না চলিতে ।
 লয়া চল যথা তব ইচ্ছা হয় চিতে ॥ ১৬৬
 কৃষ্ণ কন প্রিয়ে যদি চলিতে না পার ।
 লয়া যাব আমি কান্দে আরোহণ কর ॥ ১৬৭
 লক্ষী মোর প্রিয়া হয় তেঁই বৃকে থাকে ।
 তুমি প্রিয়তমা কান্দে রাখিব তোমাকে ॥ ১৬৮
 এত বাণী শুনি রাই ত্রীকৃষ্ণের মুখে ।
 অধোমুখী হইলেন লাজ-কোপ-দুখে ॥ ১৬৯
 তবে কিশোরীর অনুরাগ বাড়াইতে ।
 অস্ত্রদান কৈলা কালাচান্দ আচরিতে ॥ ১৭০
 তবে রাখা-কৃষ্ণ হারাইয়া ।
 কান্দিছেন ব্যাকুলী করিয়া ॥ ১৭১
 হাহা প্রিয়তম হা রমণ ।
 কোথা গেল রাখার জীবন ॥ ১৭২

একাকিনী নারী রাখি বনে ।
 গেলে অস্ত্র স্থানেতে কেমনে ॥ ১৭৩
 তোমা বিনে এ ডিন ভূবন ।
 অন্ধকার দেখয়ে নয়ন ॥ ১৭৪
 না দেখি তোমারে মরে দাসী ।
 প্রাণ রক্ষা কর বাঁচি আসি ॥ ১৭৫
 ছেন মতে কান্দিতে কান্দিতে ।
 মুর্ছা পাই পড়িলা ভূমিতে ॥ ১৭৬
 কিশোরীর ক্রন্দন শুনিয়া ।
 গোপী সব আইলা ধাইয়া ॥ ১৭৭
 রাধিকার দশা হেরি, যত প্রিয় সহচরী,
 চারিদিকে ঘেরি দাঁড়াইলা ।
 এ কি হইয়াছে হায়, বলি কান্দে উভয়ার,
 ললিতা কোলেতে তুলি নিলা ॥ ১৭৮
 বসন অঞ্চলে করি, পুছিয়া নয়ন-বারি,
 রাই রাই বলিয়া ডাকয় ।
 তথাপিহ রাধিকার, ষোরতর সে মুর্ছারি,
 কোনো মতে নাহি হল্য লয় ॥ ১৭৯
 কিছু কৃষ্ণ-ভুক্ত মালা, ললিতার গলে ছিলা,
 তার গন্ধ পাইলা যখন ।
 তখনি নয়ন মিলি, হায় কে লইল বলি,
 শ্রীরাধিকা করেন ক্রন্দন ॥ ১৮০
 তবে সব সহচরী, তাঁহারে সান্বনা করি,
 সকল বুঝাত্ত জিজ্ঞাসিলা ।
 শুনিয়া তাঁহার স্থানে, সাহায্যন অপমানে,
 অভিষয় বিষয় পাইলা ॥ ১৮১
 কিশোরীরে সঙ্গে নিয়া, পুন বন অবেষিয়া,
 না পাইয়া কৃষ্ণ-দরশন ।
 পুলিনে আসিয়া সবে, অতি হৃদয়রূপে,
 করিলেন গান আরম্ভণ ॥ ১৮২
 দয়িত শুনহ তুই, জনম অবধি ব্রজ,
 ভুবনাই অতি উজ্জয়র ।
 নিরবধি কমলা, বসতি করহ ইহ,
 সব জন হৃদিত অপার ॥ ১৮৩
 তুই কিদীপ্তুল, কেবল আকুল তুই,—
 দরশন নাহি পাই ।
 অস্তরে দরশ দিয়ে, জীবন রাখহ,
 নারী-বধ-ভয় চাই ॥ ১৮৪

শরদ-কমল-অগ্নি, নয়ন-বিশিখে করি,
 বধিতেছ যেই সোমবারে ।
 ইথে কি রমণী-বধ,- পাপ না হোয়ব,
 কোই হই কহব সংসারে ॥ ১৮৫
 বিষ জল অম্ব বক, সুরপতি কোপাই,
 পালন করি বহু যতনে ।
 আপন নয়নে করি, করসি বিনাশন,
 অতি অনুচিত ইহা করণে ॥ ১৮৬
 যশোমতী-নন্দন, তাঁহারে কহয়ে জন,
 হোয়বি কী পরকারে ।
 ঠিহ করুণাময়ি, ভূম অতি অকারণ,
 ঘটন নো হই বিচারে ॥ ১৮৭
 কোই কোই বোলত, পই নারায়ণ,
 ভব-পালন অবতার ।
 ইহ নাহ গোপীকুল- বধ-কারণ,
 রঘুনন্দন কহ সার ॥ ১৮৮
 যদি কহ কি করিলে তোমরা বাঁচিবে ।
 প্রবণ করহ নিবেদন করি তবে ॥ ১৮৯
 প্রথমে দেখাও আসি সে চান্দবদন ।
 পরে পরোথরে কর কর সমর্পণ ॥ ১৯০
 অথবা চরণ দাও তাহার উপরে ।
 অপর-অমৃত রসে দিকহ অহরে ॥ ১৯১
 দিনে তুমি যবে বনে করহ গমন ।
 তবে যুগ তুল্য হয় আমাদের ক্ষণ ॥ ১৯২
 ইথে এত বিরহ কি করি সহ্য যায় ।
 তেই কহিতেছি তোহে আসিতে এ ধায় ॥ ১৯৩
 আর শুন তুমি যবে ভ্রম পাবী সনে ।
 তবে কত ব্যথা হয় আমাদের মনে ॥ ১৯৪
 এই ভাবি মোরা অতি কোমল চরণে ।
 কত ব্যথা হয় কুশাকুর-পরশনে ॥ ১৯৫
 রজনীতে সে চরণে ভ্রমিছ কণ্ঠারে ।
 ইথে মোরা স্থির হব কহ কি প্রকারে ॥ ১৯৬
 শ্রীরঘুনন্দন কহে বলি হারি রাই ।
 গোপীদের মত প্রেম দেখিতে না পাই ॥ ১৯৭
 যে তব চরণধর শিরীষ কুসমে অম্ব,
 করি অতি সুকোমল হয় ।
 এ কঠিন পরোথরে, বাহা মোরা ধরি ডরে,
 এ ভয় ॥ ১৯৮

হায় একি সাহস তোমার ।
 সে চরণ সরসিক্কে, ভ্রমিতেছ বন-মাঝে,
 কি করিয়া রজনী-মাকার ॥ ১৯৯
 বনের কঠিন মাটি, তাহে শিলা কোটা কোটা,
 আছে কত কণ্টক-অন্ধুর ।
 সে সকল পরশনে, তোমার সে ত্রীচরণে,
 ব্যথা কিনা হইছে প্রচুর ॥ ২০০

অতএব নিবেদন, কর এথা আগমন,
 উপেখিয়া গহনে ভ্রমণ ।
 সেবি তব ত্রীচরণ, করি ব্যথা নিবারণ,
 শুন শুন কিশোরী-মোহন ॥ ২০১

হেন মতে নানা গান করি গোপীগণ ।
 কৃষ্ণ না পাইয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥ ২০২
 হাছা নবমল-শ্যাম ব্রজেন্দ্র-নন্দন ।
 মোদগে ছাড়িয়া কোথা করিলে গমন ॥ ২০৩
 হাছা পূর্ণচন্দ্রমুখ মুরলী-বৃন্দন ।
 প্রাণ যায় কাঁট আসি দাও দরশন ॥ ২০৪
 এই মতে সবে যবে কাঁদিতে লাগিল ।
 তবে কৃষ্ণ লুকাইয়া রহিতে নারিল ॥ ২০৫
 পীতাম্বর গলে দিষ্টা হাসিতে হাসিতে ।
 আবর্তিত হল্যা সেই স্থানে আচম্বিতে ॥ ২০৬
 তাঁহারে নিরখি যত গোপের অবলা ।
 এই বন্ধু এই বন্ধু বলিয়া উঠিল ॥ ২০৭
 কেহ ধরে দুই করে করি তাঁর কর ।
 কেহ তাঁর ভুজ রাখে স্কন্ধের উপর ॥ ২০৮
 কেহ তাঁর প্রসাদ তাণ্ডুল নেয় করে ।
 কেহ তাঁর ত্রীচরণ পরোধরে ধরে ॥ ২০৯
 কেহ অনিমিষ হয়্যা দেখে তাঁর মুখে ।
 কেহ নেত্র মুদি তাঁরে ধ্যান করে মুখে ॥ ২১০
 কিশোরী কুপিত হয়্যা দংশিয়া অধর ।
 ছাড়েন কটাক্ষ শর কৃষ্ণের উপর ॥ ২১১

তাঁরা সবে পাইয়া নাগরে ।
 মুক্ত হল্যা সে বিরহ-জ্বরে ॥ ২১২
 তবে সবে উত্তরী বসন ।
 পাতি করি দিলেন আসন ॥ ২১৩
 তাহাদের আনি অভিপ্রায় ।
 বসিলেন ত্রীকূট তাহার ॥ ২১৪

‘গোপী সব মণ্ডলী করিয়া ।’
 বসিলেন তাহারে বেড়িয়া ॥ ২১৫
 মৃদু হাস্য কটাক্ষ করয় ।
 তাঁর কর-চরণ সেবয় ॥ ২১৬
 কিছু কোপ আছেয়ে অন্তরে ।
 প্রহেলিকা পুছেন নাগরে ॥ ২১৭
 ভজিলে ভজয়ে কোনো জন ।
 কেহ ভজে বিনাও ভজন ॥ ২১৮
 উভয়েরে কেহ না ভজয় ।
 কহ শ্যাম কে কেমন হয় ॥ ২১৯
 বুলি গোপী-সকলের মন ।
 হাসি কন কিশোরীমোহন ॥ ২২০

পরস্পরে ভজন করায় যে যে জন ।
 নাহি হয় তাহে পঞ্চ পিরিতি দর্শন ॥ ২২১
 না ভজিলে ভজয়ে দ্বিবিধ তারা হয় ।
 কণ্ঠা-নিধান আর স্নেহের আশ্রয় ॥ ২২২
 করণের পঞ্চ হয় কহে সব জন ।
 পিতা মাতা পুত্রে ভজে স্নেহের কারণ ॥ ২২৩
 ভজিলে বা না ভজিলে যারা না ভজয় ।
 তাহাদিকে চতুর্বিধ সব শাস্তে কয় ॥ ২২৪
 অস্বারাম পূর্ণকাম অকৃতজ্ঞ আর ।
 গুরুদ্রোহী চতুর্থ অধম সে সবার ॥ ২২৫
 কৃষ্ণের বচন শুনি গোপবৎসল ।
 মনে মনে কহিছেন এ সব বচন ॥ ২২৬
 অস্বারাম পূর্ণকাম এহ নাহি হন ।
 তাহা হল্যা না ঘটিত স্ত্রীসনে ক্রীড়ন ॥ ২২৭
 নাহি হন অকৃতজ্ঞ দিবা জ্ঞানবান ।
 গুরুদ্রোহী হল্যা নিজ বাক্য পরমাণ ॥ ২২৮
 এত ভাবি হাসি সবে ঠারঠারী করে ।
 কিশোরীমোহন পুন কন তা সবারে ॥ ২২৯

ও হে সখীগণ, তোরা মোর মন,
 না জানিয়া কেন হাস ।
 তোমরা আমারে, এ চাপি প্রকারে,
 কিছু করি নাহি বাস ॥ ২৩০
 আমি কৃপা-সিদ্ধ, ভকতের বন্ধ
 ভকতের পরাধীন ।
 তাহাদের বাহে, মুখ হয় তাহে,
 অভিলাষী চিরদিন ॥ ২৩১

তবে তো সবারে, ছাড়িয়া কাতারে,
লুকাইয়া ছিন্তু যেই ।

তোমাদের প্রীতে, বহু বাজাইতে,
মোর আচরণ সেই ॥ ২৩২

যেন কোনো জন, অধিক অবন,
চিত্তামণি যদি পায় ।

তাহা হারাইলে, আর সব ভুলে,
সদাই ভাবয়ে তায় ॥ ২৩৩

তেন আপনারে, ভকত জনারে,
দেখাইয়া একবার ।

আমিহ লুকাই, পিরিতি-বাড়াই,
তাহে কোটিগুণ তার ॥ ২৩৪

এহ সাধারণ, করহ শ্রবণ,
গুপ্ত কচন-সার ।

কিশোরী-মোহন, নারিবে শোধন,
করিতে তোদের ধার ॥ ২৩৫

কৃষ্ণের বচন শুনি গোপনারীগণ ।

দুখ দূরে গেল হল্যা মুখেতে মগন ॥ ২৩৬

তবে কক্ষ যত গোপী তত মূর্তি ধরি ।

রাসলীলা আরম্ভিলা অতি মনোহারী ॥ ২৩৭

দুই দিকে দুই গোপী মধ্যে বংশীধারী ।

দুই দিকে দুই কক্ষ মাঝে গোপনারী ॥ ২৩৮

তাহাতে হইল শোভা অতি চমৎকার ।

নীল পীত মণিতে গাঁথিল খেন হার ॥ ২৩৯

মণ্ডলীর মাঝে রাখা কিশোরীমোহন ।

পরিবেশ-মাঝে মেঘ-বিজুরী যেমন ॥ ২৪০

রবিনন্দিনি, তট মেদিনি,

সমচৌরস রাজে ।

অতি চিকুণ সিকতাগণ

তহি উপর'সাজে ॥ ২৪১

তহি করতহি রাস ।

বহু রঙ্গিনি, করি রঙ্গিনি,

হরি বহু পরকাশ ॥ ২৪২

যত সুন্দরি, কর কর ধরি,

নৃত্য করত রঙ্গে ।

হু হু সুন্দরি, কর্তণ করি,

হরি নাচত সঙ্গে ॥ ২৪৩

কটি কিশ্কিণি, নপুংস মণি,

বলয় কঙ্কণ বাজে ।

যার ধনি শুনি, পরিবাধিনী,

সাহিনী মরে লাজে ॥ ২৪৪

গগনোপরি, যত কিরিরি,

ধরি রাগিনি তানে

গান করত, তাল ধরত,

যত মধুর মানে ॥ ২৪৫

নটন হেরি, মুখেতে ভোরি,

সুসঙ্গ-মুনি সঁাখে ।

কুসুম-বৃন্দ, বরিষে মন্দ,

কিশোরী-কিশোর-মাঝে ॥ ২৪৬

নটিনী নটরাজঘটা নটঙ্গ ।

বিজুরী সহ নীরদকী চলঙ্গ ॥ ২৪৭

চরণানুগমন সমান চলে ।

কলকে নখচন্দ্র-ছটা-সকলে ॥ ২৪৮

মণি নপুংস বাজত চাক্ষু রবে ।

যিহ চূর্ণ করে চটকা পরবে ॥ ২৪৯

বলয়াবলি কিশ্কিণি কঙ্কণ রে ।

মুনি-মানস-মোহন নাদ করে ॥ ২৫০

বর কুণ্ডল বেগি পিঠে তুলিছে ।

তছু চন্দ্রক বাম্প খসী পড়িছে ॥ ২৫১

শ্রুতি কুণ্ডল দোলতহী সধনে ।

কুচমণ্ডল দোলত তার সনে ॥ ২৫২

মণিহার বিলাস উল্লোজ ঘটে ।

রগুনন্দন তোটক ছন্দ রটে ॥ ২৫৩

নাচিছেন নটিনী সঙ্ঘেতে নটবর ।

যেন হেম নীলমণি প্রতিমা নিকর ॥ ২৫৪

খঙ্কন-গঙ্কন-পদকমল-চালনে ।

নাগরের নপুংস নিনাদ করে সনে ॥ ২৫৫

দোলিতেছে বনমালা চরণ উপরি ।

বুঝি লোভে আশ্বাদিতে চরণ-মাধুরী ॥ ২৫৬

চরণ উপরি ধটা অঞ্চল দোলয় ।

অনুমান করি ধূলী বিধাতা পোছয় ॥ ২৫৭

নৃত্য-বেগে বুকে দোলে মুকুতার হার ।

যেন বায়ুযোগে মেঘে পাতি বলাকার ॥ ২৫৮

শ্রুতিবৃন্দে তুলিতেছে মকর কুণ্ডল ।

বাহে বলমল করে স্রীগণ্ড যুগল ॥ ২৫৯

চুড়াতে ময়ূর-পাখা দোলে যেন যন ।
 যেন শিখী নিজ পুচ্ছে করয়ে নর্জন ॥ ২৬০
 শ্রীরঘুনন্দন কহে বলিহারী যাই ।
 হেন লীলা কোনো স্থানে শুনিতে না পাই ॥ ২৬১
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন তোরা নৃত্য দেখাইয়া ।
 সিকিলে আমার নেত্র সুধায় করিয়া ॥ ২৬২
 এই রূপে যদি কিছু কর তবে গান ।
 শ্রবণ করিয়া তবে সুখী হয় কান ॥ ২৬৩
 এত শুনি গোপীরা কহেন নিজ-নাথে ।
 তবে গাই মোরা যদি তুমি গাও সাঁথে ॥ ২৬৪
 ভাল ভাল বলি কৃষ্ণ অনুমতি দিলা ।
 প্রথমে গোপিকা সব গান আরম্ভিলা ॥ ২৬৫
 জয় জয় গোপীনাথ গোপিকা-জীবন ।
 গোপবৎ-চাতকিনী প্রিয়নবধন ॥ ২৬৬
 রসিকের চুড়ামণি রসের সাগর ।
 ত্রিভুবনে উপমান-রহিত সুন্দর ॥ ২৬৭
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন আমি গান করি এবে ।
 আমার সজ্জেতে গান কর তোরা তবে ॥ ২৬৮
 এত কহি গোপীদিগে হাসিত-বদন ।
 গাইবারে আরম্ভিলা কিশোরীমোহন ॥ ২৬৯
 জয় জয় গোবিন্দ-রমণী ।
 ত্রিভুগত-নারী-চুড়ামণি ॥ ২৭০
 রূপে গুণে দেখি না উপমা ।
 নাহি আছে রসিকতা সীমা ॥ ২৭১
 এমত চুহন আলিঙ্গন ।
 জানে কোন সায়স্তিনী জন ॥ ২৭২
 এতেক গাইলা হবে হরি ।
 শুনি লাজ পালায় সব নারী ॥ ২৭৩
 ভুরুভঙ্গি করি কৃষ্ণ-পানে ।
 চাহি তবে কুটিল মন্থনে ॥ ২৭৪
 এ গীত গাইতে না পারিলা ।
 তবে কৃষ্ণ কহিতে লাগিলা ॥ ২৭৫
 পরাজয় পাল্যে তোরা গীতে ।
 যোগ্য হয় আমারে পুজিতে ॥ ২৭৬
 নিবেদয়ে শ্রীরঘুনন্দন ।
 পাইয়াছ কটাক্ষ পূজন ॥ ২৭৭
 পুন কোনো গোপী গাইছেন অঙ্গ গীত ।
 কিন্তু কৃষ্ণ-স্বরসনে না হলায় মিলিত ॥ ২৭৮

এক গীত এক রাগ কিন্তু আন স্বর ।
 শুনি তারে নিজ মালা দিলা দামোদর ॥ ২৭৯
 অঙ্গ গোপী সে গীতের অতি উচ্চস্বরে ।
 শ্রব করি পঞ্চম গাইলা তত্পরে ॥ ২৮০
 তাঁর গীতে তুষ্ট হইয়া ভাল ভাল বলি ।
 নিজ কণ্ঠ-হার দিলা তাঁরে বনমালী ॥ ২৮১
 কোনো গোপী নৃত্য করি শ্রমার্ত হইয়া ।
 দাঁড়ায়েন শ্রীকৃষ্ণের কান্ধে বাহু দিয়া ॥ ২৮২
 কেহ কৃষ্ণ-অঙ্গকে মাতিয়া মদনে ।
 চুহন করেন তাঁর কমল বদনে ॥ ২৮৩
 কেহ নিজ গুণ দেয় কৃষ্ণ গুণদেশে ।
 কৃষ্ণ তারে দেন নিজ তাসুল উচ্চেষে ॥ ২৮৪
 কেহ অতি শ্রান্ত হইয়া সঙ্গীত নর্তনে ।
 কৃষ্ণ-কর আনি দেন আপনার স্তনে ॥ ২৮৫
 এই রূপ গোপীদের লীলা কৃষ্ণসনে ।
 শ্রীরঘুনন্দন ধ্যান করে সদা মনে ॥ ২৮৬
 কৃষ্ণ-অঙ্গ পরশনে, গোপবধুদের মনে,
 হইল কামের উদ্দীপন ।
 সম্বরিতে নারে বাস, কাঁচুলী কুণ্ডল পাশ,
 অঙ্গে বারে স্বর্ঘ্য কণ কণ ॥ ২৮৭
 তাহা জানি রসিক নাগর ।
 এক এক গোপী নিয়া, প্রবেশ করিলা গিয়া,
 এক এক কুঞ্জের ভিতর ॥ ২৮৮
 কুহুম-শয়ন করি, বসি বসি তত্পরি,
 করি নানা রস আলাপন ।
 মদন-সমরাবেশে, পুরিলা সবার আশে,
 বাহা দেখি মোহিত মদন ॥ ২৮৯
 রতি-প্রমে গোপনারী, সুখে বহে স্বর্ঘ্যবারি,
 পুছিদেন তাহা নিজকরে ।
 পল্লব লইয়া হাতে, বীজন করেন তাতে,
 প্রমথুস্ত গোপী-কলবরে ॥ ২৯০
 তথাপি তাদের শ্রম, নাহি হয় উপশম,
 জানি তাহা মদন-মোহন ।
 লয়া সব গোপিকারে, জলকেলি করিবারে,
 কালিন্দীতে করিলা গমন ॥ ২৯১
 নানা কেলি করি জলে, উঠিলা সকলে কুলে,
 ধুলা আনি দিলেন বসন ।

তাহা পরিধান করি, বনে বনে ফিরি ফিরি,
তার শোভা করেন দর্শন ॥ ২৯২
পুষ্প তুলি নিজ করে, গোপীদের কলেবরে,
করিলেন বেশ-বিরচন ।
এক এক গোপী সনে, সুইলা নিরুজ্জ-বনে,
তাহা ভাবে শ্রীরঘুনন্দন ॥ ২৯৩
ইতি শ্রীশ্রীতমালায়াং রামস্বাত্তা-বর্ণনং নাম
সপ্তবিংশং গ্রন্থনং ॥ ২৭

অষ্টাবিংশ গ্রন্থন ।

অথ প্রোষিত-ভর্তৃকা ।

তত্র ভাবী বিরহঃ ।
গোরাচাঁন্দ্র যাবেন গয়ায় ।
এই ধরনি হল্য নদিয়ায় ॥ ১
শুনি তাহা ভকত সকল ।
হইলেন অধিক বিকল ॥ ২
তারা সবে করেন ভাবন ।
কে করিবে প্রভুরে বারণ ॥ ৩
না হয় উপায় দরশন ।
কি করিয়া রহিবে জীবন ॥ ৪
অন্ধকার হইবে নদিয়া ।
মোরা এথা রব কি করিয়া ॥ ৫
শ্রীরঘুনন্দন কান্দি কয় ।
বিধি হল্য বড় নিরদয় ॥ ৬

অত্ৰুং এত্যাছে ব্রজে, তাহা নাহি জানি নিজে,
রাধিকা কহেন ললিতায় ।
সখি আজি একক্ষণ, স্থির নহে মোর মন,
কি কারণে সোয়াত না পায় ॥ ৭
দিক্ সব দেখি শূন্যময় ।
বৃন্দাবনে শিখিসব, করি কেও কেও রব,
কি লপিসা নৃত্য না করয় ॥ ৮
কোকিল শারিকা শুক, সকল হয়্যাছে মুক,
হরিশে না করয়ে নর্তন ।
বত কিছু লতা শাখা, সকলেই স্নান দেখি,
ধূম উগারয়ে গোবর্দ্ধন ॥ ৯

কালিন্দীতে কারণ্ডব, চক্রবাক হংসসব,
নাহি করে মুখে কোলাহল ।
ষাটে নাহি খেলে মৌন, কচ্ছপ সকল দীন,
মলিন হয়্যাছে শতদল ॥ ১০
আমার দক্ষিণস্তন, নৃত্য করে যেন যন,
তার সনে দক্ষিণ নয়ন ।
ইথে যে অন্তর হৃদয়, হকু তাহে নাহি ভয়,
মুখে রইঁ কিশোরী-মোহন ॥ ১১
রাধিকার কথা শুনি ললিতা তাঁহারে ।
না পায়েন কিছুমাত্র উত্তর দিবারে ॥ ১২
তাহারা জানেন অত্ৰুরের আগমন ।
শঙ্কা হেতু না কহিলা করিলা গোপন ॥ ১৩
ললিতার স্থানে তবে না পাই উত্তর ।
কহেন রাধিকা বড় শঙ্কিত-অন্তর ॥ ১৪
সখি ভুমি উত্তর না দিলে মোর প্রতি ।
ইহাতে বড়ই শঙ্কা করে মোর মতি ॥ ১৫
কহ কহ কি বিপদ হল্য উপস্থিত ।
ঢাকিয়া রাধিলে আর হবে কিবা হিত ॥ ১৬
এই কথা রাধিকা কহেন গেই কালে ।
তখনো ঘোষণা দিল ব্রজে কোতোয়ালে ॥ ১৭
কংসের আজ্ঞায় কালি মথুরা পত্তনে ।
ব্রজরাজ যাইবেন রামকৃষ্ণ সনে ॥ ১৮
অতএব সজ্জ হয়্যা থাক গোপগণ ।
যাইতে হইবে সবে রাজ-দরশন ॥ ১৯
শ্রীরঘুনন্দন কহে ওয়ে কোতোয়াল ।
তোমার ঘোষণা বুঝি শমনের শাল ॥ ২০

শুনি সেই ঘোষণার ধনি ।
মূর্ছা পাই পড়িলেন ধনী ॥ ২১
দেখি দুখি সব সহচরী ।
ভুলি বসাইলা তাঁরে ধরি ॥ ২২
কেহ শূন্যতল জল আনি ।
পাথালে তাহার মুখ ধানি ॥ ২৩
কেহ ধরি জলার্জি বসন ।
কয়ে তাঁর অস্ত্রেতে বীজন ॥ ২৪
কেহ ডাকে রাই রাই বলি ।
চাহিলেন তিহ নেত্র মিলি ॥ ২৫
কহিলেন সখি ঘোষণায় ।
কি কহিল কলহ আশায় ॥ ২৬

বজ্র হেন প্রবেশিল কাণে ।

এই মত্রে আছে গোর মনে ॥ ২৭

শ্রীরঘুনন্দন কহে ধনি ।

কাজ নাই আর তাহা শুনি ॥ ২৮

বিশাখা কহেন সখি ধৈর্য ধরিয়া ।

শুনহ আমার এক কথা মন দিয়া ॥ ২৯

কালি জাবে বন্ধু কিন্তু পরশ আসিবে ।

এক দিন লাগি এত দুখ না করিবে ॥ ৩০

রাধিকা কহেন যদি পরশ আসিত ।

তবে এত অমঙ্গল কভু না হইত ॥ ৩১

অতএব আমি করি মনেতে বিচার ।

ব্রজের স্থখের হাট হলা ছার খার ॥ ৩২

যদি বন্ধু মথুরাতে করয়ে গমন ।

তবে মেরো কি করিয়া ধরিব জীবন ॥ ৩৩

ললিতা কহেন যাবে হইল প্রভাত ।

না হয় প্রভাত যাহে করি সে বিবাত ॥ ৩৪

কালিন্দীর পূজা করি সেহ নিজ তাত্তে ।

কহিয়া বারণ করি রাধিবে প্রভাতে ॥ ৩৫

শ্রীরঘুনন্দন কহে এমত হইলে ।

নিরবধি বজ্রনাথ থাকেন গোকুলে ॥ ৩৬

ললিতা-বচন শুনি, রাই বোলই,

সখি অহুচিত তব ভাষ ।

যমুনাকো সেবত, পুর-রমণীগণ,

বন্ধু-দরশন করি আশ ॥ ৩৭

করব সো ভাহে কাহে বাধ ।

দেবকী ঐছন, নিরখিয়ে আচরণ,

পুরয়ে ভকতকি-সাধ ॥ ৩৮

ললিতা কহই পুন, রবি পূজন করি,

বর মাগব তছু পায় ।

উদয় না হোয়ই, গগন হৈ সো যদি,

রজনী তব না পোহায় ॥ ৩৯

রাই কহত পুন, সখি হই অঘটন,

কৈছে হোয়ব ঘটনা ।

চক্রবর্ধি পতি, তাকো হোয়ত,

কৈছে রহব সো কহনা ॥ ৪০

যদি করুণা করি, সো নিজ-সুজকো,

রবি দেওই ইহ তার ।

ঐজ-রমণীগণ, মারণ কারণ,

তব দুখ না ঘটই-আর ॥ ৪১

ইহা বিনে আন, উপায় না দেখিয়ে,

চিন্তা করি বহু বার ।

শ্রীরঘুনন্দন, শুনি ইহ বাণী,

রোয়ই করিয়া দুকার ॥ ৪২

বিশাখা বলেন সখি মরা ভাল নয় ।

মরিলে কি হবে লাভ দর্শন না হয় ॥ ৪৩

যদি রাধিবায়ে পার কোনো মতে প্রাণ ।

যত ক্ষণ থাকে ব্রজে দেখ সে বয়ান ॥ ৪৪

নিতান্ত যাইবে যবে গোকুল তেজিয়া ।

তখন করিবে বাহা হয় বিবেচিয়া ॥ ৪৫

রাধিকা কহেন সখি কি হইল হায় ।

পূর্নদিকে অরুণ-কিরণ দেখা যায় ॥ ৪৬

লোকে কহে দুঃখের রজনী না পোহায় ।

তবে কেন এ অতি দুরাতে দ্রাব্য ॥ ৪৭

বিধি প্রতিফল হইয়াছে মোসবার ।

বুঝি তেই বিপর্যাস হইল সংসার ॥ ৪৮

অতথা প্রাণের বন্ধু উপেখিবে কেন ।

শ্রীরঘুনন্দন পূর্বে জানকীরে যেন ॥ ৪৯

ইতি শ্রীগীতমালায়াং প্রাণিতত্ত্বকা-বর্ণনে ভাবি-

বিরহ-বর্ণনং নাম অষ্টাবিংশং গ্রন্থনম্ ॥ ২৮ ॥

উনত্রিংশ গ্রন্থন ।

অথ ভবন বিরহ ।

গোরাচাঁদ চলিলা গয়ায় ।

শোক উথলিল নদিয়ায় ॥ ১

কেহ স্থির হও না পারয় ।

মুক্তকণ্ঠ হইয়া কান্দয় ॥ ২

কেহ কিছু কহিতে না পারে ।

অনিমিষে চান্দমুখ হেরে ॥ ৩

অধিক ব্যাকুল প্রিয়বণ ।

কে করিবে সে দুখ-বর্ণন ॥ ৪

পই সকলরে আশাসিয়া ।

চলিলা কথোক জন নিরা ॥ ৫

তাহা দেখি শ্রীরঘুনন্দন ।
পাছে পাছে করিল গমন ॥ ৬

প্রভাত হইল দেখি, অক্লুর মনেতে সুখী ।
রথ লয়া আইলেন পথে ।
রাম সনে বন শ্যাম, জননৌকে পরণাম,
করিয়া চড়িলা আসি রথে ॥ ৭

তবে রাধা সহচরী-সনে ।
লাজ ভয় উপেখিয়া, পথে আসি দাঁড়াইয়া,
কহিছেন সজল-নয়নে ॥ ৮
ও রে বিধি ক্রুরমতি, জানিলাম কারো প্রতি,
ভোর নাই করুণা কিকিৎ ।

তুমিহ প্রেমের গুণে, যোগ করি সব জনে,
বিনা দোষে কর বিবাহিত ॥ ৯
যদি কহ এ অক্লুর, কক্ষে লয়া যায় দর,
তবে কহি শুনহ বচন ।

ধরিয়া অক্লুর নাম, হরিতেছ তুমি শ্যাম,
গোপনারীগণের জীবন ॥ ১০
দিয়াছিলে তুমি হরি, পুন লইতেছ হরি,
দিয়া নেয়া অতি অকরণ ।

শ্রীরঘুনন্দন কর, বিধি কুম-বশ হয়,
তাহা করে যাহে তাঁর মন ॥ ১১
অথবা দিতেছি দোষ বুঝা বিধাতায় ।
প্রাণনাথ আমাদের প্রতি নাহি চায় ॥ ১২
উপেখিয়া মোরা সবে গৃহ বন্ধজন ।
উহার চরণ পড়ে লইমু শরণ ॥ ১৩
এহ আশা সকলেরে উপেক্ষা করিয়া ।
চলিতেছে মথুরায় নিঠুর হইয়া ॥ ১৪
অতএব বুঝিলাম ইহার পিরিতি ।
চির দিন নাহি থাকে কোনো জন প্রতি ॥ ১৫
নবনব সঙ্গে রঙ্গী হৃদয় ইহার ।

ভ্রমরের সমান ইহার ব্যবহার ॥ ১৬
মধুপুর-নারীদের আজি মুগ্ধভাত ।
বাহারা দেখিবে আঁধি ভরি প্রাণনাথ ॥ ১৭
যখন দেখিবে তারা এ চান্দবদন ।
মনের বাসনা পূর্ণ হইবে তখন ॥ ১৮
শ্রীরঘুনন্দন কহে বৃন্দাবনবরি ।

এব আশীর্বাদে মানি আমি সত্য করি ॥ ১৯

মধুপুর-রমণী-স্বমপুর বোল ।
ভনি হোয়ব ইহ অধিক বিভোল ॥ ২০
স্বন্দর হাস নয়ন-ভ্রু-ভঙ্গী ।
পেখি কুলব ইহ নবরস-রঙ্গী ॥ ২১
জানত ভাসব বহুবিধ কেনী ।
তাহে কুলাওব ইহ বনমালী ॥ ২২
অতয়ে না আওব পুন কিরি এহ ।
বিচুরব গোপ-রমণীগণ লেহ ॥ ২৩
হোয়ব যব নব-প্রেম-বিলাস ।
পুরব পিরিতি তব পাওব নাশ ॥ ২৪
শ্রীরঘুনন্দন কহে কর জোরী ।
চলল প্রেম নহয়ে পইঁ মেয়োরী ॥ ২৫

দেখ দেখ সখীসব শ্যামের করণ ।
অক্লুরে কহিছে রথ করিতে চালন ॥ ২৬
কিছু মাত্র রূপা না করয়ে মোসবায় ।
একি দূক বান্ধিয়াছে কঠিন শিণায় ॥ ২৭
ভাল মন্দ বিবেচনা-হীন গোপসব ।
যাইবারে ইয়া করিতেছে অসন্তব ॥ ২৮
কুল বৃদ্ধ সকলে করিলা উপেক্ষণ ।
তারা ইথে কিছু না করিলা বিশেষন ॥ ২৯
আমাদের প্রতি বিধি হইয়াছে বাম ।
করিতেছে সেই এই সব দুষ্ট কাম ॥ ৩০
চল চল মোরাই সকলে আগে গিয়া ।
নিবারণ করি রূপ দশনে ধরিয়া ॥ ৩১
কি করিবে জ্ঞাতি বন্ধু জান মোসবার ।
কি করিবে লোক লাজ ধরম আচার ॥ ৩২
কুম-বিরহেতে প্রাণ মোদের না রবে ।
তবে অগ্নি হস্তে ভয় করিলে কি হবে ॥ ৩৩
যদি না কিরয়ে সঙ্গে করিব গমন ।
শ্রীরঘুনন্দন সনে জানকী যেমন ॥ ৩৪

পিয়া গাঁহা বাওব, হাম তাঁহা বাওব,
উপেখিয়া কুল-ভয়-লাজ ।
পরান-পরম ধন, তাকো উপেখিয়া,
হৌরব লাজে কি কাজ ॥ ৩৫
নাহি দেখি অপর উপায় ।
বিরহ-দবানলে, ইহ তুমু আরব,
কি করিয়া শীতব তার ॥ ৩৬

থাকর সঙ্গ হি, সোসব রজনী,
 তৈ গেরো নিমিখ-সমান ।
 তাহা বিনে নিমিখ, কলপ-সম হোরব,
 কৈছে সহব দুখ গ্রাণ ॥ ৩৭
 থাকর দরশন, সময় নিমিখ-লব,
 বিরহ সহন নাহি যায় ।
 তা বিহু বহদিন, কৈছে গোরায়ব,
 খৈরব ধরিয়া ছিয়ার ॥ ৩৮
 ওরে কংসকি চর, অক্লুপ নাম ভোর,
 কাহে করসি ক্লুপ কাম ।
 দশনহি তুণ ধরি, হাম তোহে মাগিয়ে,
 অব ব্রজে রাখ খন শ্রাম ॥ ৩৯
 নয়ন কি আশ, তরিয়া হাম নিরখিয়ে,
 ব্রজ-বিধু-বদন-স্থায় ।
 কালি করবি বাহা, সমুচিত নুকাবি,
 রঘুনন্দন দুখ গায় ॥ ৪০

এত কহি রাধিকা কান্দেন কুকরিয়া ।
 হা গোবিন্দ দামোদর মাধব বলিয়া ॥ ৪১
 কান্দিতে কান্দিতে চান কৃষ্ণ-মুখ-পানে ।
 অবিরল অফুজল গলয়ে নয়ানে ॥ ৪২
 কতু বধ আগে গিয়া ভূমিডলে পড়ি ।
 কাকুতী করিয়া দিতেছেন গড়াগড়ী ॥ ৪৩
 কতু দত্তে তুণ ধরি বস দিয়া গলে ।
 বলদেব আগে গিয়া পড়েন ভূতলে ॥ ৪৪
 কখনো কহেন পৌর্ণমাসীরে কাদিয়া ।
 রাখ তুমি ব্রজ-নাথে যুকতি করিয়া ॥ ৪৫
 দেখি এসকল রাধিকার আচরণ ।
 ভূতলে পড়িয়া কান্দে এ রঘুনন্দন ॥ ৪৬

রাধিকার দশা, নিরীক্ষণ করি,
 দর দর করণায় ।
 ছল ছল জাঁখি, খির হইবারে,
 না পারেন শ্রামরায় ॥ ৪৭
 তবে এক দূত ধারে ।
 আগাস বচন, কহি পাঠাইলা,
 শ্রণয়েতে রাধিকারে ॥ ৪৮
 শ্রিয়ে তোরা সবে, আমার লাগিয়া,
 নাহি ডাব কতু মনে ।

রিপু নাশ করি, কিরিয়া আসিব,
 আমি পুন এ ভবনে ॥ ৪৯
 কিছু দিন তোরা, নয়ন মুদিয়া,
 সহি থাক এই দুখ ।
 অচিরাতে আমি, কিরিয়া আসিরা,
 তোমাদিগে দিব সুখ ॥ ৫০
 দত-মুখে জনি, এতেক বচন,
 রাখা পাল্যা আলোয়াস ।
 কৃষ্ণ-রথ পাছে, কান্দি কান্দি যায়,
 এ রঘুনন্দন দাস ॥ ৫১
 ইতি ত্রিগীতমালায়াং প্রোথিত
 ভক্তকাবর্ণনে ভবধিরহ-বর্ণনং নাম
 উনত্রিংশং অষ্টমম্ ॥ ২১

ত্রিংশ গ্রন্থন ।

অথ ভূত-বিরহ ।

গয়াতে রহিলা গোরারায় ।
 বিরহ বাঢ়য়ে নদিয়ায় ॥ ১
 ভক্তগণ অধিক কাতর ।
 খির নহে তাদের অন্তর ॥ ২
 দিবা রাত্তি হইল সমান ।
 না করে শয়ন ভোগ পান ॥ ৩
 অবিরত করয়ে ক্রন্দন ।
 গোরো বদন ডাকয়ে শবন ॥ ৪
 ভ্রমে পড়ি এ রঘুনন্দন ।
 হাহা রবে করয়ে রোদন ॥ ৫

কংসরাজে বধ করি, রচিয়া ধারকা পুরী,
 কৃষ্ণ তাঁহা করিলা নিবাস ।
 শুনিয়া রাধিকা তাহা, কৃষ্ণের গোহুল মাহা,
 আগমনে হইলা নিরাশ ॥ ৬
 তবে দুখ অধিক বাড়িল ।
 দুখ নাহি এক ক্ষণ, চিন্তায় ব্যাকুল মন,
 দিন রাত্তি সমান হইল ॥ ৭ *

* "চিন্তাত্র আশ্রয়োন্মোহো তানবং মলিনা-
 ক্রতা । প্রলাপো ব্যাবিক্রমাদো মোহো মৃত্যু-
 চক্ষা দশা" ইতি দশদশাঃ ক্রমেন বর্ণ্যন্তে ॥

তপত দীপন বন, খাস বহে অনুক্ষণ, :
 তাহাতে মলিন বিবাহর ।
 বাম করপদ-তলে, রাধি বামগণ্ডস্থলে,
 বসিয়া থাকেন নিরন্তর ॥ ৮
 অধ করি মুখখানি, যখন থাকেন ধনী,
 ভূমে তার প্রতিবিম্ব হয় ।
 বুঝি শলী মুখসনে, পরাজয় পাই রণে,
 পদতলে পড়িয়া লুটয় ॥ ৯
 মনে করি কিনা জানি, কখনো লিখেন ধনী,
 নখে করি ধরণী-উপর ।
 শ্রীরত্ননন্দন কর, এই অনুমান হয়,
 ধরণীরে চাহেন বিবর ॥ ১০
 রজনীতে সখী সব শয়ন পাতিয়া ।
 শয়ন করান তাঁরে যতন করিয়া ॥ ১১
 কেহ কেহ ঘরে ঘরে চায়র চুলায় ।
 কেহ বা শীতল কর শ্রীমুখে বুলায় ॥ ১২
 তবে শ্রীরাধিকা কন ছাড়িয়া নিখাস :
 সখীগণ কেন কর এ সব প্রয়াস ॥ ১৩
 প্রাণনাথ যখন আছিল এই দেশে ।
 তবে নিদ্রা না যাইত, আমি রসাবেশে ॥ ১৪
 সেই কোপে এবে নিদ্রা তেজিল আমার :
 না আসিবে সেহ নেত্রে করিলে উপায় ॥ ১৫
 যদি নিদ্রা হয় তবে তাহারে স্বপনে ।
 কখনো দেখিতে পাব এই হয় মনে ॥ ১৬
 বিধি প্রতিকূল তাহা করিবেক কেন ।
 শ্রীরত্ননন্দন বিনে জানকীর ঘেন ॥ ১৭
 মন মোর নিরবধি জলে ।
 উদ্বিগ্ন-দারুণ-ভুবানলে ॥ ১৮
 ক্ষণকাল স্থির নাহি হয় ।
 কি করিবে না পাই নিশ্চয় ॥ ১৯
 কি করিলে এ দুখ বাইবে ।
 কেবা সেই উপায় কহিবে ॥ ২০
 তোমাদিগে করি যে বন্দন ।
 কর কিছু উপায় রচন ॥ ২১
 যার বলে মোর হত মন ।
 স্থির হতো পারে একক্ষণ ॥ ২২
 কিশোরীর বচন শুনিয়া ।
 সখী সব কহয়ে কালিয়া ॥ ২৩

প্রিয়সখি তুনি যোর এ সব বচন ।
 বড়ই কাতর হলা আমাদের মন ॥ ২৪
 একে তহু ক্রৌণ হইয়াছে অনাহারে ।
 ইথে এত উৎসেগে রহিবে কি প্রকারে ॥ ২৫
 দেখ কৃষ্ণ-চতুর্দশী শলী হয় ক্রৌণ ।
 তাহা হইতেও তহু হইয়াছে দীন ॥ ২৬
 যত আছে হেম-মণিময় আভরণ ।
 গ্রন্থ হইয়াছে তাহা না হয় পিছন ॥ ২৭
 ভ্রমণের কন্ড করে কেবল অঙ্গুরী ।
 তাড় হইয়াছে বেধ ভূজের উপরি ॥ ২৮
 উপমা হইত আগে ভূজের মৃগালে ।
 দেখিতে না পাই কোথা হইবে এ কালে ॥ ২৯
 শ্রীরত্ননন্দন ভণে সজল-নয়নে ।
 নাহি দেখি উপমান এ তিন ভুবনে ॥ ৩০
 সহজেই তহু বিন, বিরহেতে শত গুণ,
 শয়নে মিলায়্যা যেন রয় ।
 নাহি তার যত্নলেশ, মার্জিত আলন বেশ,
 তাহে মলিনতা অতিশয় ॥ ৩১
 হতবিধি দারুণ-আশয় ।
 যে তহু ক্রোধের নুক, থাকিত সনাই স্থখে,
 সেহ আজি ধলায় লুটয় ॥ ৩২
 দেখিয়া যাহার কীতি, হেম সৌদামিনী-ভক্তি-
 প্রতি রূপা করিত সকলে ।
 সেহ এবে পরাধিত, শোণ-পুষ্প উপমিত,
 কি আর কহিব অনুশলে ॥ ৩৩
 পূর্ণিমায় শশধর, হইতেও মনোহর,
 যে স্থখের মাপুরী আছিল ।
 একি হিম-নিপতনে, মলিন মলিন সনে,
 এবে সেহ সমান হইল ॥ ৩৪
 পিয়ে যে অধরাসিত, নিজ তফা নিবাসিত,
 নিরবধি কিশোরী-মোহন ।
 সেহ শুক জবাহর, বাতুলীর সমতুল,
 হলা একি বিধি-বিভ্রম ॥ ৩৫
 রাধা কন সখি কোথা কিশোরীমোহন ।
 গোকুলের শলী কোথা করিল গমন ॥ ৩৬
 কোথা কালিন্দীর কুল-নিভুল-বিসাসী ।
 কোথা দোষধন-গিরি-কন্দর-নিবাসী ॥ ৩৭

কোথা গেল গোপীগণ-বসন-তস্বর ।
 কোথা রাসলীলা-রস-রসিক-শেখর ॥ ৩৮
 কোথা মোর বেশভূষা-বিধান-তত্পর ।
 কোথা মোর সঙ্গে মিলি বেণু বাদ্য-কর ॥ ৩৯
 কোথা শারদীয়-শশি-সমান বসন ।
 কোথা রমণীর মন-দমন-নয়ন ॥ ৪০
 কোথা হৃদযাদুরী-কিষ্কারি নিম্নাপর ।
 কোথা গেল কিশোরীমোহন-নটবর ॥ ৪১
 পাইয়া ভদ্রে বড় বাধা ।
 বিলাপ করেন হেন রধ ॥ ৪২
 সেই কালে বিবাহের অর ।
 প্রবেশিল তাঁর কলবর ॥ ৪৩
 প্রথমেত থর থর করি ।
 কাপিতে লাগিল হৃৎকারী ॥ ৪৪
 প্লবিত সকল শরীর ।
 বহে তাঁহে দল-বর্ষ-নীর ॥ ৪৫
 সব তরু হলা নিবরণ ।
 ছল ছল করয়ে নয়ন ॥ ৪৬
 তনু উতপ্ত অতিশয় ।
 ঘন ঘন নিশ্বাস বহয় ॥ ৪৭
 কিশোরীর দেখি হেন ক্ষর ।
 সখী সব অধিক কাতর ॥ ৪৮
 তবে রাধা সখীদিগে কাতর দেখিয়া ।
 উদ্ভাণ-আবেশে কন হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৪৯
 সখী সব তোরা কেন হইছ কাতর ।
 অই দেখ আগে আসিয়াছে নটবর ॥ ৫০
 না ডাকিহ উহারে তোমরা কোনো জন ।
 আইলেও নাহি দিয় বসিতে আসন ॥ ৫১
 কেহ কোনো কথা উহা শ্রুতি না করিয় ।
 নয়ন ফিরায়া উহা পানে না চাহিয় ॥ ৫২
 কাছে আসি করিবেক কাকুতি যখন ।
 তখন কহিবে কর দ্বারকা গমন ॥ ৫৩
 রাজ-কঙ্কাগণ লয়া করগা বিহার ।
 গোপ-নারী কাছে হবে কি হৃৎ তোমার ॥ ৫৪
 তারা জানে নানা মত হাস-পরিহাস ।
 গোপনারী সকল কি জানে হাস-ভাষ ॥ ৫৫
 দেখি হেন কিশোরীর উদ্ভাণ-আবেশ ।
 সখী সব কণেক পাইলা হৃৎ-লেশ ॥ ৫৬

কহিতে কহিতে, নাপাই দেখিতে
 নিম্ন প্রাণনাথে রাই ।
 কি হইল হায়, বলিয়া ধ্বলায়,
 পড়িল মুকুট পাই ॥ ৫৭
 তাহা দেখি সখীগণ ।
 একি একি বলি, করিয়া ব্যাকুলী
 বেঁটিল হৃৎহিতমন ॥ ৫৮
 ললিতা হৃন্দরী, হুবাছ পদারি,
 কোলেতে তুলিয়া নিলা ।
 বিশাখা নীতল, সুবাসিত জল,
 নয়নে বয়নে দিলা ॥ ৫৯
 ঐচ্ছিত্রা সজল, ধারিয়া কমল,
 বুলায়েন কলবরে ।
 ঐচ্ছিকলতা, শতদলপাতা,
 ধারিয়া বাজন করে ॥ ৬০
 কেহ ত চন্দন, কর্পূর লেপন,
 করয়ে সকল গায় ।
 তথাপি রাধার, বিরহ-বিকার,
 মোহ লয় নাহি পায় ॥ ৬১
 তবে ক্রীমলিতা, কহেন হৃৎহিতা,
 হায় কি করিলে হরি ।
 কিশোরী শুনিয়া, নয়ন মিলিয়া,
 চাহিলেন ধরি ধরি ॥ ৬২
 তাহা দেখি সখী সব পাইয়া আশ্বাস ।
 কহিলেন আছে রাই নাহও নিরাশ ॥ ৬৩
 দেখ দেখ চাহিতেছে মিলিয়া নয়ন ।
 নিশ্বাসেতে তুলিতেছে বুকের বসন ॥ ৬৪
 ওরে বিধি কি কহিব তোর অবিচার ।
 করিল যাহাতে হেন দশা রাধিকার ॥ ৬৫
 ভুবন-মোহন শ্যাম দোহাগ সে কোথা ।
 কোথা বা মরণ হতে অধিক এ ব্যথা ॥ ৬৬
 ইহা কি ঐচ্ছিত্রা থাকি পারিয়ে সাহিতে ।
 করিব বা কিবা তাহা নাপাই দেখিতে ॥ ৬৭
 এত কহি সব সখী করেন ক্রন্দন ।
 তাহাদিগে ক্রীকিশোরী ধিরে ধিরে কন ॥ ৬৮
 প্রিয়সখি তোরা সব, আমার লাগিয়া এ-
 আর নাহি করহ রোদন ।

মোর বত কর রেহ, তার ফল কিছু দেহ,
 বাহে সুখি হবে মোর মন ॥ ৬৯
 এক চিত্র পট বিরচিত্য ।
 ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম ঠাম, সেই বংশীধারীণাম,
 লিখি দেহ আমারে আনিয়া ॥ ৭০
 সেই পট দেখি দেখি, আমি মনে হয়্যা সুখী,
 কুণ্ডে জালি প্রবল অনল ।
 প্রবেশ করিয়া তায়, তেজি এই হত কায়,
 বিনাশি বসুধা সকল ॥ ৭১
 অথবা যমুনা-জলে, প্রবেশিয়া কুতূহলে,
 বিরহ-অনল নিবাইব ।
 ঘূচাব কামের ত্রাস, নাশি বিধির আশ,
 তোমাদের হুখ নিবাবিব ॥ ৭২
 আমি মৈলে তোরা সবে, দত দ্বারা স্ত্রীমাদবে,
 জানাইহ এই নিবেদন ।
 তোমার বিরহ-স্র- সত্তাপিত-কলেবর,
 তেজিয়াছে কিশোরী জীবন ॥ ৭৩
 রাধিকার এ কথা শুনিয়া ।
 সখী সব কহেন কান্দিয়া ॥ ৭৪
 কি কহসি সখি এ বচন ।
 হরি হরি তেজবি জীবন ॥ ৭৫
 তুই যদি করবি এ কাজ ।
 কাটা রবে এ সখী সমাজ ॥ ৭৬
 শ্রামের বিরহে মোরা দুখী ।
 তোরেই দেখিয়া প্রাণ রাখি ॥ ৭৭
 যদি তুই তেজবি জীবন ।
 মরি যাবে তবে সখীগণ ॥ ৭৮
 একা মরি সকলে মারিবি ।
 সে বধের ভাগিনী হইবি ॥ ৭৯
 এত কহি কান্দে সখীগণ ।
 সঙ্গে কান্দে এ রবুন্দন ॥ ৮০
 রাধিকা কহেন পুন ছাড়িয়া নিখাস ।
 সখী সব আমার জীবন নাহি আশ ॥ ৮১
 দেখ দেখ তেন বন্ধু উপেখিল পারে ।
 সে আমি জীবন ধরি রব কিপ্রকারে ॥ ৮২
 দেখিতে না পায় বেহ সে চান্দবদন ।
 কি কাজ তাহার রাখি এ ছার জীবন ॥ ৮৩

বাহাতে তাহার বাণী শুনিতে না পাই ।
 সে শ্রবণে ক্ষণকাল রাখিতে না চাই ॥ ৮৩
 বাহে না দেখিতে পাই সে অঙ্গমাধুরী ।
 সে নয়ন ধরিতে বাসনা নাহি করি ॥ ৮৫
 তাহার প্রসাদ যেহ না পায় বাইতে ।
 বাসনা না হয় সেই রসনা রাখিতে ॥ ৮৬
 সে অঙ্গ-সৌরভ নাহি পায় বেই নাসা ।
 তাহা রাখিবারে মোর না হব লালসা ॥ ৮৭
 যে অঙ্গ না পায় তার স্ত্রীঅঙ্গ-পরশ ।
 তাহা রাখিবারে বাধা করে না মানস ॥ ৮৮
 অতএব না রাখিব আমি এ জীবন ।
 তোরা নাহি কর ইথে বাধ বিরচন ॥ ৮৯
 রাধিকার মুখে শুনি এ সব বচন ।
 ভূতলে পড়িয়া কান্দে এ রবুন্দন ॥ ৯০
 ললিতা কহেন পুন, গধি মোর কথা শুন,
 স্থির করি আপনার মন ।
 মোর বাক্যে শ্রদ্ধা কর, ললয়ে বৈরথ ধর,
 এক দিন কর প্রত্যক্ষণ ॥ ৯১
 শুনিয়াছি ভিক্ষুক-বদনে ।
 দত্তবস্ত্রে বধিবারে, প্রাণনাথ মৃগপুরে,
 আসিয়াছে রথ আরোহণে ॥ ৯২
 তারে তেজ আনিবারে, পাঠাইব সুবলারে,
 এই মনে কর্যাছি নিশ্চয় ।
 না আইসে যদি সেহ, তেজিব সকলে দেহ,
 একা তুমি কেন পাবে ক্ষয় ॥ ৯৩
 কহিতে কহিতে কথা, সুবল আইলা তথা,
 হারে সব বাধা জানাইয়া ।
 ললিতা মথুরা পুরী, পাঠাইলা তরা করি,
 রাধিকার দশা দেখাইয়া ॥ ৯৪
 যাইতে যাইতে পথে, সুবলের কৃষ্ণসাপে,
 কিছু দূরে হইল দর্শন ।
 দেখি মাত্র তাঁরে হরি, নামিয়া ভূতলোপরি,
 ধাই আসি কৈলা আলিঙ্গন ॥ ৯৫
 ধরি তার কবজল, বসি এক তরুশূলে,
 ছল ছল কমল নয়ন ।
 বাস্পে কণ্ঠ রোধ করে, বাক্য নাহি ভাল সুরে,
 জিজ্ঞাসেন কিশোরীমোহন ॥ ৯৬

প্রিয় সখা আগে কহ আপন কুশল ।
 মাতা পিতা কেমন আছেন তাহা বল ॥ ১৭
 জীদাম-আদি সখা সব আছয়ে কেমন ।
 কেমন আছেন আর সব বন্ধুজন ॥ ১৮
 গাবৌ বুঝ পশু পাখী তরু লতা-ততি ।
 সকল কেমন আছে কহ মোর প্রতি ॥ ১৯
 আর এক কথা তোরে করি জিজ্ঞাসন ।
 মোর শ্রিয়া গোপী সব আছয়ে কেমন ॥ ১০০
 তার মানো সর্বাধিক শ্রিয়তমা রাধা ।
 বাঁচিয়া আছে ত সহি এ বিরহ-বাধা ॥ ১০১
 আমি দন্তবক্ষে বধি যাইতেছি ব্রজে ।
 কিন্তু পদ নাহি চলে শঙ্কা আর লাজে ॥ ১০২
 বাঁচি আছে কিনা সবে ভাবি শঙ্কা হয় ।
 দুখ দিয়া কাছে যাতে লাজ উপজয় ॥ ১০৩
 তুমি আলো ভাল হল্য কহ সব কথা ।
 ভাল শুনি তবে যাব না যাব অজ্ঞথা ॥ ১০৪
 ক্রীতবৃন্দন কহে একি ঠাকুরালী ।
 কুশল পুছেন নিজে দিয়া আগি জালি ॥ ১০৫
 সুবল বলই শুন, যতুলনন্দন,
 গোবুল-কুশলকি বাত ।
 নিরবধি কাহু কাহু, করি রোলই তোর,
 বশোমতী মাত ॥ ১০৬
 ব্রজপতি গতিমতি, লোচন-বিরহিত,
 নিরবধি সেজা ঠাঁ পুঠই ।
 বসবৌ বসব, জীবনে আছই,
 কাহুক শূখ নাহি ষটই ॥ ১০৭
 হাম সব কুশল, পুছিতে নহি হোয়ত,
 লাজ উদয় তুই হৃদয়ে ।
 যা বিনে যো নাহি, হৃথ পাওত কড়,
 তা বিনে কইছ মো রহয়ে ॥ ১০৮
 গাবৌ বুঝত, কুরঙ্গ বিহঙ্গম,
 জীবই তুই দিষ্টে আশে ।
 ভোজন শয়ন বিহার, না করতঁহি,
 তরু লতা মৃতসম ভাসে ॥ ১০৯
 তুহক গিয়াগল, বিরহ দবানলে,
 বসন্ত পাওত যোই ।
 ক্রীতবৃন্দন বিহু, জানকিকো হৃথ,
 ইন কি কলা নাই হোই ॥ ১১০

ভোমার বিরহে যেই দুখ রাধিকার ।
 তার বেশ কহিবারে শক্তি আছে কার ॥ ১১১
 নিরবধি চিন্তায় আকুল তার মন ।
 রাজনীতে নিদ্রা নাহি হয় একক্ষণ ॥ ১১২
 উষ্মে তাহার মন স্থির নাহি হয় ।
 কলেবরে কুশতা হুয়াছে অতিশয় ॥ ১১৩
 অন্তর মালিন্য দেখি খেদ হয় মনে ।
 হৃদয় বিদরে শুনি প্রলাপ বচনে ॥ ১১৪
 ক্ষণে ক্ষণে নানা মত ব্যাধি উপজয় ।
 তার মাঝে উষ্মাদের অধিক উদয় ॥ ১১৫
 কখনো কখনো মুচ্ছা হয় অবিরাম ।
 যাহার ঔষধ এক মাত্র ভব নাম ॥ ১১৬
 সম্প্রতি দেখিবু কিশোরীর যেই দশা ।
 তাহা কহিবারে মোর না হয় ভরসা ॥ ১১৭
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন পুন তাঁয় ।
 বুঝিলাম তোর অভিপ্রায় ॥ ১১৮
 হুয়াছে শরীরে রাধিকার ।
 দশমী দশার অধিকার ॥ ১১৯
 আমি কিনা করিব এক্ষণ ।
 তুমি তাহা কহ বিচক্ষণ ॥ ১২০
 যদি তারে দেখিতে না পাই ।
 কি কল হইবে ব্রজে যাই ॥ ১২১
 কহ কহ মোরে প্রাণ-ভাই ।
 আছে কিনা আছে বাঁচি রাই ॥ ১২২
 যদি তার নাহি থাকে প্রাণ ।
 আমারেও তার সঙ্গিজন ॥ ১২৩
 যেথা তারে দেখিতে পাইব ।
 আমিহও সেখানে যাইব ॥ ১২৪
 নিবেদয়ে ক্রীতবৃন্দন ।
 ব্রজে চল পাবে দরশন ॥ ১২৫
 সুবল বলেন সখা শুনহ বচন ।
 এখনও না তেজিয়াছে রাধিকা জীবন ॥ ১২৬
 বিরহে যেমন তার হইতেছে রেশ ।
 তাহে এক্ষণ তার হত্য দশা শেষ ॥ ১২৭
 কেবল ভোমার মধুপুরে আগমন ।
 কহি রাধি আছে তার লালিতা জীবন ॥ ১২৮
 আমিহ সেখানে ফিরি না যাব বাবত ।
 বতনে রাখিব প্রাণ রাধিকা তাবত ॥ ১২৯

অতএব মোর সঙ্গে করিয়া গমন।
 দেখা দিয়া কর তার জীবন রক্ষণ ॥ ১৩০
 ক্রীকৃষ্ণ কহেন সখা তুমি আগে গিয়া।
 তারে কিছু হৃৎ কর মোর বাঁতা দিয়া ॥ ১৩১
 অগ্রথা অধিক দুখ দেখিলে তাহার।
 সহ না হইবে ক্রোধ জন্মে আমার ॥ ১৩২
 আমি পিতা মাতা দিকে করিয়া প্রণাম।
 তব পাছে পাছে যাব কিশোরীর ধাম ॥ ১৩৩
 তবে ক্রীতবল, ভাল ভাল বলি,
 গোকুলে ফিরিয়া আসি।
 রাধার নিকটে, গমন করিলা,
 আনন্দেতে ভাসি ভাসি ॥ ১৩৪
 দেখি তাঁরে স্থগিমন।
 ক্রীলিতা কন, কহ কত দূরে,
 বন্ধু করে আগমন ॥ ১৩৫
 স্থবল কহেন, দম্ববন্ধে বধি,
 আসিছিল সেহ রঞ্জে।
 আসিতে আসিতে, আমার সহিতে,
 দেখা হলা পথ-মাঝে ॥ ১৩৬
 ব্রজের কুশল, পুছিয়া শুনিয়া,
 কহিলেক সখা মোরে।
 তুমি আগে গিয়া, মোর বাঁতা দিয়া,
 স্থখী কর রাধিকারে ॥ ১৩৭
 আমি পিতা মাতা, চরণ বন্দন,
 করিয়া কিশোরী কাছে।
 অতি অবিলম্বে, গমন করিব,
 সখা তোর পাছে পাছে ॥ ১৩৮
 শুনিয়া স্থবলের কথা স্থিত।
 কহিছেন উঠি বুঝাতু-মুতা ॥ ১৩৯
 স্থবলের কথা শুনিলে সকলে।
 বিধি কি অমূল্য হলা গোকুলে ॥ ১৪০
 ব্রজ-নাথ ব্রজে যদি আইল রে।
 কর মঙ্গল কর্ত্তব্য বিধান বরে ॥ ১৪১
 কদলীজ্ঞ রোপহ দ্বার তটে।
 নিকটে জল পূর্ণ স্থবর বটে ॥ ১৪২
 নব তণ্ডুল-পিষ্ট শুনিয়া জলে।
 কর চিত্রিত অঙ্গনভূমিডলে ॥ ১৪৩

ফুল-অম্বর-জাল বিছাই পথে।
 চলিতে বন্ধুরা অহু নাহি বেথে ॥ ১৪৪
 রত্ননন্দন মঙ্গল-বস্ত্র নিয়া।
 বন্ধু আনিতে বাড়ি কু-হিয়া ॥ ১৪৫
 এত কহি প্রকাশ বচনে।
 রাধিকা কহেন পুন মনে ॥ ১৪৬
 বন্ধু হবে আসিবেক কাছে।
 বসিব তাহারে করি পাছে ॥ ১৪৭
 পুছিবেক কুশল যখন।
 না কহিব উত্তর বচন ॥ ১৪৮
 হবে চাবে তনু পরিশিতে।
 নিবারিব ধরিয়া পাণ্ডিতে ॥ ১৪৯
 যবে চাবে করিতে চুম্বন।
 বসনেতে বাঁপি বদন ॥ ১৫০
 করিবে সে যখন কাকুতি।
 ভক্তনা করিব তার প্রতি ॥ ১৫১
 ব্রজ রাজ-ভনয়া রাধিয়া।
 শঠ এথা আলে কি লাগিয়া ॥ ১৫২
 বাহ বাহ বুঝার মগ।
 এথা তব কিবা প্রয়োজন ॥ ১৫৩
 নিবেদয়ে ত্রীরত্ননন্দন।
 ভুলিবে দেখিলে সে বদন ॥ ১৫৪
 বিশাখা কহেন তবে মধুর বচন।
 রাধে তোর বেশ বনাইতে হয় মন ॥ ১৫৫
 মলিন অঙ্গেতে প্রাণনাথ-দরশন।
 উচিত না হয় এই যোর বিবেচন ॥ ১৫৬
 ললিতা কহেন সখি ইহা ভাল নয়।
 মলিন অঙ্গেই আজি দেখা দিতে হয় ॥ ১৫৭
 রাধিয়াছে রাধিকারে সে যুগে গেমন।
 আপন নয়নে তাহা কল্পক দর্শন ॥ ১৫৮
 হেন মত আলাপন হইতে হইতে।
 আইলেন বৃন্দাবন-চন্দ্র আচাশিতে ॥ ১৫৯
 তাঁরে দেখি যাবদীর বন্দী-নিকর।
 প্রমানন্দে হইলা স্তম্ভিত-কলেবর ॥ ১৬০
 উদয় না করে কারো নিবেশ নয়নে।
 কেবল গলরে অঙ্গ-জল ধনে ধনে ॥ ১৬১
 বদনেও নাহি ক্ষুণ্ণে বচন কিকিত।
 কিশোরী-মোহন দেখি হইলা নিমিত্ত ॥ ১৬২

শ্রীকৃষ্ণ দেখেন, গোপিকা সকলে,
অতি ক্রীণ কলেবর ।

তাহাতে মলিন, বেশ-ভূষা-হীন,
মলিন বসন-ধর ॥ ১৬৩
কেশের নাইক বেশ ।

আলুলিত হুয়া, বয়্যাছে কাঁপিয়া,
বদন-উপরি কেশ ॥ ১৬৪

হেম মণিময়, আভরণ কিছু,
নাহি আছে কলেবরে ।

কেবল তাঁহারী, কুশল লাগিয়া,
এক এক ভূষা পরে ॥ ১৬৫

দেখি গোপীদের, এ বিরহ দশা,
মোহিত হইয়া হরি ।

বাহ পসারিয়া, সুবলে বরিলা,
কাঁপি পর থর করি ॥ ১৬৬

কিছুকাল পরে, অনেক যতনে,
তিঁহ কিছু স্থির বেতলা ।

কিশোরীর আগে, তাঁরে বসাইয়া,
সুবল বাহিরে গেলা ॥ ১৬৭

তবে কৃষ্ণ পৌছাইয়া নিজ করে করি ।

গোপ-নারী সকলের নয়নের বারি ॥ ১৬৮

তাঁহার পরশে তারা চেতন পাইয়া ।

বসিলেন নিজ নিজ অঙ্গ সন্নিবিষ্ট ॥ ১৬৯

তবে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসেন গোপিকা সকলে ।

কহ কহ প্রিয়া সব আপন মঙ্গলে ॥ ১৭০

ললিতা বলেন মহারাজ গোপিকার ।

কুশল জানিলে ফল হবে কি তোমার ॥ ১৭১

যাদিগে অভাগী করি বিধি গঢ়িয়াছে ॥

তাহাদের কুশল কখন কিবা আছে ॥ ১৭২

তবে হল্য এবে তব দেখা যে কুশল ।

বুঝিতে না পারি ইহা কি ভাগ্যের ফল ॥ ১৭৩

কিশোরী কহেন সখি বুধা এ কখন ।

রাজারী কুশল আগে কর জিজ্ঞাসন ॥ ১৭৪

শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে, তব আগে নিবেদিয়ে,

এই মোর পরম মঙ্গল ।

এ মহাবিরহ ক্রেশে সহিয়াও সখিশেষে,

বাঁচি আছেয়ে তোরা সকল ॥ ১৭৫

ইহা নাহি ছিল মোর মনে ।

ব্রজে করি আগমন, তোমাদিগে সজীবন,

নিরখিব আপন-নয়নে ॥ ১৭৬

বুঝিয়াছি পূর্বে যেই, কহিয়াছিলাম সেই-

বাক্য ব্রজে আসিব বলিয়া ।

তাহাতেই শ্রদ্ধা করি, তোরা আছ প্রাণ ধরি,

অন্তথা সে যাইত চলিয়া ॥ ১৭৭

একি একি হায় হায়, দেখি অতি ক্রীণ কায়,

সে লাবণী গিয়াছে কোথায় ।

মরি মরি মুখ তেন, মলিন হুয়াছে হেন,

দেখি মুক বিদরিয়া যায় ॥ ১৭৮

ধিক্ ধিক্ ধিক্ মোরে, হেন তোমা সবাকারে,

ছাড়িয়া ছিলাম গিয়া দূরে ।

শ্রীরত্নন্দন কথ, গোপীদের দুখ-লয়,

হল্য কৃষ্ণ-বাক্য বুধা-পূরে ॥ ১৭৯

তবে তারা নীতল যুগল জল আনি ।

পাখালিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ দুখানি ॥ ১৮০

নীতল মধুর জব্য করায়্য ভোজন ।

পুথ-শ্রম-বৃচাইতে করল্য শয়ন ॥ ১৮১

ভুগাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদ রাধিকারে ।

করিল্য তাঁহার বেশ বিবিধ প্রকারে ॥ ১৮২

তবে তাঁরে লগ্না গিয়া কৃষ্ণ-সন্নিধান ।

কহিছেন কৃষ্ণ প্রতি মধুর বচনে ॥ ১৮৩

বজ-নাথ এই নাও কিশোরী দুখিনী ।

ইহারে সান্থনা কর তুমিহ আপনি ॥ ১৮৪

যত করি রাশিয়াছি মোরা বাঁচাইয়া ।

কেবল তোমার গুণ গাইয়া গাইয়া ॥ ১৮৫

এখন ইহার যাহে সুখি হয় মন ।

কিশোরী মোহন তাহা কর আচরণ ॥ ১৮৬

এত কহি প্রিয় সখীগণ ।

বাহিরেতে করিয়া গমন ॥ ১৮৭

তবে কৃষ্ণ রাধিকার করে ।

ধরি বসাইলা উরুপঙ্কে ॥ ১৮৮

অধোমুখী আছেন কিশোরী ।

নয়নে বহয়ে অশ্রুবারি ॥ ১৮৯

কহ্য তাঁর চিবুকে ধরিয়া ।

কহিছেন কাহুতি কহিয়া ॥ ১৯০

প্রিয়ে হৃৎ দিয়াছি যে তোহে ।

তাহে উপধিতে হয় মোহে ॥ ১১১

ভূমি হও প্রেম রসময়ী ।

এ লাগি বিরক্ত নহ ময়ী ॥ ১১২

কর সদা মোর গুণ গান ।

নাহি কর দোষানু-সন্ধান ॥ ১১৩

আর হেন কড় না করিব ।

সদা তব নিকটে রহিব ॥ ১১৪

কৃপা করি কিশোরি এখন ।

মোর দোষ কর ক্ষমাণ ॥ ১১৫

এত কহি চন্দন করেন বংশীবাদী ।

কহিছেন তাঁর প্রতি কীর্তি-কুমারী ॥ ১১৬

প্রাণনাথ কিবা আছে তোমার দশন ।

আমরাই হই নানা দোষের ভাজন ॥ ১১৭

তুমিহ স্তব্ধ যাহা ইচ্ছা তাহা যাবে ।

তাহাতে তোমার দোষ কোন জন পাবে ॥ ১১৮

মোরা যে তোমার সঙ্গে যাইতে না পারি ।

বিচার করিলে এত দোষ হয় তারি ॥ ১১৯

ক্রৌঞ্চ কহেন তোরা হও পর নারী ।

মোর সঙ্গে অত ঠাই যাইবে কি করি ॥ ১২০

মোরেই থাকিতে হয় তোমাদের কাছে ।

তাহা না করিয়া মোর দোষ হইয়াছে ॥ ১২১

সেই দোষ ক্ষমা করি কিশোরি আমার ।

নিজ দাস বলে পুন করহ স্বীকার ॥ ১২২

তবে হয়্য মনে যুগী, সঙ্গ-হনিত-যুগী,

কহিছেন রাধা ঠাকুরানী ।

তবে দোষ-ক্ষমা করি, যদি শাস্তি পরিহারি,

দ্ব্যর্থ বলহ এক বারী ॥ ১২৩

যবে ছিলে নগুরা নগরে ।

তখন অনন্তগতি, করিতে কৃত্য রতি,

সাক্ষিত যে কোনহ প্রকারে ॥ ১২৪

এবে রূপ-গুণ-মুত্ত, রাজ-কৃত্য শত শত,

হইয়াছে গহিনী তোমার ।

তথাপি কুজার পাণ, ছাড়িতে না কর দাশ,

কহ কিবা গুণ আছে তার ॥ ১২৫

ক্রৌঞ্চ কহেন প্রিয়ে, শুন শুন মন দিয়ে,

দিয়াছিল কিকিঁচ চন্দন ।

বশীভূত হয়্য তার, ছাড়িবারে কুণ্ডলার,

নাহি পারি সত্য এ বচন ॥ ১২৬

করিয়াছি বহ দার, শুনহ কারণ তার,

তোমা হেন রূপ-গুণ-প্রীতি ।

আছে কোনো রমণীতে, কিম্বা নাহি ইহা চিতে,

জানিবারে মোর এই রীতি ॥ ১২৭

দেখিহু বিচারি মনে, নাহি কোনো নারীজনে,

তব রূপ-গুণ-প্রেম-কণ ।

কিশোরি এ লাগি ছাড়ি, সেইত সকল নারী,

তব পাশে কৈলু আগমন ॥ ১২৮

ভূমি হও যাবদীয় গুণ-মণি-ধনী ।

অদভুত সৌন্দর্য-মুখার তরঙ্গিনী ॥ ১২৯

ত্রিহবনে অনূপম প্রেমরসময়া ।

বিমলা কমলা আদি নারী বৃন্দ-জয়া ॥ ১৩০

মোর প্রাণ হইতে অধিক প্রিয়তমা ।

সকল প্রেমসী হুতো অতি মনোরমা ॥ ১৩১

তোমাতে ছাড়িয়া-আমি প্রিয়ে এক রূপ ।

করিতে না পারি মুখে কোথাও যাপন ॥ ১৩২

কি করিব যত্নেদের শঙ্ক-পাড়া দেখি ।

আমিতে না পারি তাহা সকলে উপাধি ॥ ১৩৩

এখন হইল সেই সব শঙ্ক-নাশ ।

অতএব আমিতে পাইলু অবকাশ ॥ ১৩৪

কিশোরা তেঁজিয়া এবে সব আভিমান ।

রস আপাদনে আনন্দিত কর প্রাণ ॥ ১৩৫

কহেন কিশোরী, শুন প্রাণনাথ,

আমার মনের কথা ।

ভূমি যে অনেক, বিধা করিয়াছ,

তাং নাহি মোর ব্যথা ॥ ১৩৬

তব দাহে হয় যুগ ।

তাহাতে আমার, কখনো কিকিঁচ,

সপনেও নাহি দুঃ ॥ ১৩৭

কেবল আছিল, এক বড় দুঃ

দেখিতে না পাই তোহে ।

আজি বিধি তাহা, সমূলে নাশিল,

করণী করিয়া মোহে ॥ ১৩৮

তব আগমনে, যে দুঃ-পাথর,

হইয়াছে উহলিত ।

তাহে ডুবি কোথা, আছি কি করিছি,

তাহা নাহি জানে চিত ॥ ২১৯

কিশোরীর এত, বচন শুনিয়া,

হরি আনন্দিত-হিয়া ।

তুলীর উপরি, শয়ন করিলা,

তাঁহারে বুকেতে নিয়া ॥ ২২০

চিরদিন পরেতে মিলনে ।

অতি আনন্দিত দুইজনে ॥ ২২১

করিছেন চুপ আলিঙ্গন ।

প্রথমে যাহা এক কণ ॥ ২২২

অনিমিত্ত করিয়া নয়ন ।

পরস্পরে দেখেন বদন ॥ ২২৩

মানো মানক করেন চুম্বন ।

যাহে তপ্ত নহে দুই মন ॥ ২২৪

করেন যে মদন-বিলাস ।

তাহাতেও পূর্ণ নহে আশ ॥ ২২৫

ক্রমে তাঁহাদের কল্লবরে ।

অবিবর্ত্ত বর্ষজল করে ॥ ২২৬

রসময় কিশোরী কিশোর ।

মদন সমরে হৈল্যা ভোর ॥ ২২৭

তাহা জানি সখী 'সব আনন্দিত-মন ।

বাহিরে থাকিয়া কহিছেন এ বচন ॥ ২২৮

আজি আমাদের দিন অতি অমুপাম ।

একত্র হইলা যাহে পুন রাধা শ্যাম ॥ ২২৯

আজি শশী পূর্ণ হইয়া করুক উদয় ।

নাহি আছে আর কিছু তাহা হতে ভয় ॥ ২৩০

আজি মেঘ সব আসি করুক গর্জন ।

কেও কেও করি কেঁকী করুক নর্তন ॥ ২৩১

আজি বনে ক্ষতরাজ করুক প্রকাশ ।

বহুক সকল স্থলে মলয় বাতাস ॥ ২৩২

করুক কোকিলমূল কুহু কুহু বর ।

মধুপান করি গান করু আলি সব ॥ ২৩৩

যত আছে মদনের মোহনাদি বাণ ।

রাই শ্যামে তাহা আজি করুক সন্ধান ॥ ২৩৪

বাটুক রজনী পারে যত বাড়িবারে ।

তাহুক কিশোরী শ্যাম হৃদয়ের পাখারে ॥ ২৩৫

ঐরবুনন্দন আজি তরা বাজাইয়া ।

ভ্রমণ করুক ব্রজে জয় ফুকানিয়া ॥ ২৩৬

এইত বচন কিছু কৃষ্ণ লীলাগীত ।

কহিয়ে ইহার অন্ত্রমণী কবিত ॥ ২৩৭

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলা প্রথম গ্রন্থনে ।

দ্বিতীয় গ্রন্থনে নন্দোৎসব মহাবনে ॥ ২৩৮

তৃতীয়ে প্রথম বাল্য-বিলাস-বর্ণন ।

চতুর্থে মধ্যম শিশু-লীলা সঙ্গীর্জন ॥ ২৩৯

পঞ্চমেতে শেষ বাল্য-লীলা-রসগান ।

ষষ্ঠে গ্রন্থনেতে বৎস-চারণ-বিধান ॥ ২৪০

সপ্তমেতে সখা সঙ্গে যুবতী-চারণ ।

অষ্টমে শ্রীরাধিকার প্রথম মিলন ॥ ২৪১

নবমেতে অনুরাগ-কথা রাধিকার ।

দশমে বাসক শয্যা বিলাস-বিস্তার ॥ ২৪২

একাদশে উৎকৃষ্টতা চরিত-কীর্তন ।

দ্বাদশেতে নিপ্রলজ্জা-বিলাপ-বর্ণন ॥ ২৪৩

ত্রয়োদশে খণ্ডিতা শ্রীরাধিকার মান ।

চতুর্দশে কলহাতুরিতা-রসগান ॥ ২৪৪

পঞ্চদশে স্বামীভক্ত-সঙ্গীর্জন ।

ষোড়শে গ্রন্থনে রাধা রাজ্যের বর্ণন ॥ ২৪৫

সপ্তদশে যুবল-বেশেতে অভিসার ।

অষ্টাদশে দান লীলা কলহ বিস্তার ॥ ২৪৬

উনবিংশে নোকাখেলা করি কীর্তন ।

বিংশ গ্রন্থনেতে রাধা কলঙ্ক-ভঞ্জন ॥ ২৪৭

একবিংশ গ্রন্থনেতে রাধা-রাগোপসার ।

দ্বাবিংশে রাধিকা-প্রেম-বৈচিত্র্য বিস্তার ॥ ২৪৮

ত্রয়োবিংশে শয্যাখান-বিলাস-বর্ণন ।

চতুর্বিংশে দোলযাত্রা উৎসব কীর্তন ॥ ২৪৯

পঞ্চবিংশে বাসন্তিক রাস-লীলা-গান ॥

ষড়্বিংশে হিন্দোল-যাত্রা কীর্তন-বিধান ॥ ২৫০

সপ্তবিংশে শারদীয় রাস-সঙ্গীর্জন ।

অষ্টাবিংশে ভবিষ্যৎ বিরহ-বর্ণন ॥ ২৫১

উনত্রিংশে ভবৎ বিরহ-বিরচন ।

ত্রিংশে ভূত-বিরহ কৃষ্ণের আগমন ॥ ২৫২

এই ত্রিংশ গ্রন্থনেতে হইল সঙ্গীত ।

চারিশত একোনচল্লিশ পরিমিত ॥ ২৫৩

এই গীতমালা নিজ জীবন সহিত ।

শ্রীরাধা-মাধব-পদে করিমু অর্পিত ॥ ২৫৪

ইহাতে যদ্যপি তাঁর প্রীতি কিছু হয় ।

তবেই আমার হয় প্রম ফলোদয় ॥ ২৫৫

কিন্তু তাঁর প্রীতি হয় বড়ই ছুঁকর ।
 করিতে না পারে যাহা বিধি মহেশ্বর ॥ ২৫৬ ॥
 অতএব নিবেদিয়ে বৈষ্ণব চরণে ।
 শ্রবণ করহ তোরা মোর নিবেদনে ॥ ২৫৭ ॥
 তোরা যদি কৃপা করি শুন এই গান ।
 তবেই সার্থক হয় মোর এ বিধান ॥ ২৫৮ ॥
 তোরা হও অমুপম করুণা-ভাজন ।
 শোধিব ইহাতে যত আছে যে দুঃখ ॥ ২৫৯ ॥
 আমি হই মহামূর্খ রস-বোধহীন ।
 সঙ্গীতাদি রচনেও না হই প্রবীণ ॥ ২৬০ ॥
 তথাপি মধুর লীলা-আখ্যান-লালসে ।
 রচিলাম এই গ্রন্থ অনেক প্রয়াসে ॥ ২৬১ ॥
 তোরা শুকনক্স মাঝে হও আমোদিত ।
 অতএব শ্রবণ করিবে এই গীত ॥ ২৬২ ॥

ইহা যদি তোমাদের কর্ণে প্রবেশয় ।
 তবেই আমার সব শ্রম সার্থক হয় ॥ ২৬৩ ॥
 এইত করিহু নিজ ইষ্ট নিবেদন ।
 ছরি হরি হরিবল সব বজ্রজন ॥ ২৬৪ ॥
 দুইপোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন ।
 গাইল এ গীতমালা সে রত্নধন ॥ ২৬৫ ॥

হিত শ্রীমৎকলিঙ্গ-পাণ্ডবভার-ভগবদ্ভি-
 নন্দ-বংশাবতংশ শ্রীকিশোরীমোহন
 গোস্বামিসহ শ্রীরত্ননন্দনগোস্বামি-
 বিরচিতায়াং গীতমালায়াং
 ৬৩-বিশহস্রনাম
 ত্রিশং গ্রন্থনম্ ॥

সমাপ্তাচ্ছেয়ং গীতমালা ॥

শ্রীমৎকলিঙ্গ ।



